উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮১,৫৮৩.৩০ (-২১২.৮৫)
নিফটি : ২৪,৮৫৩.৪০ (-৯৩.১০)

একযোগে বাতিল ৭ উড়ান
একদা আকাশের মহারাজার এখন গলদঘর্ম দশা। শুধুমাত্র মঙ্গলবারই আহমেদাবাদ-লন্ডন, দিল্লি-প্যারিস, মুম্বই-সান ফ্রান্সিসকো সহ মোট সাতটি আন্তর্জাতিক উড়ান বাতিল করেছে এয়ার ইন্ডিয়া। ৭

উদ্বেগ বাড়ছে ইরানিদের
যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের খবর শুনে মন ভারাক্রান্ত হয়ে আসে। হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও বুক ধড়ফড় করে, চোখে ঘুম নামে না। ঠিক এমনই অবস্থা দিল্লিতে পড়াশোনা করা ইরানি পড়ুয়াদের। ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
৩১° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন

ইডি জেরার মুখে উর্বশী, সঙ্গে সোনুও ৮

৩ আষাঢ় ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 18 June 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 31

ওবিসি তালিকা স্থগিত, কলেজে ভর্তিতে শঙ্কা

রিমি শীল ও নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৭ জুন : অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি) তালিকা নিয়ে ফের ধাক্কা রাজ্য সরকারের। ১৪০টি জনগোষ্ঠীকে ওবিসি চিহ্নিত করে রাজ্য সরকারের সদ্য প্রকাশিত তালিকায় স্থগিতাদেশ দিল হাইকোর্ট। ৩১ জুলাই পর্যন্ত বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ স্থগিতাদেশ দেওয়ায় বুধবার থেকে কলেজে ভর্তির প্রক্রিয়ায় জটিলতা দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু মঙ্গলবারই চলতি শিক্ষাবর্ষে স্নাতক স্তরে কেন্দ্রীয়ভাবে কলেজে ভর্তির জন্য পোর্টালের উদ্বোধন করে ওবিসিদের জন্য কোনও সমস্যার সম্ভাবনা খারিজ করে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'বিচারাধীন ওবিসি সংরক্ষণ মামলার জন্য ভর্তিতে বাধা হবে না।' যদিও তাঁর কথায় জটিলতার ইঙ্গিত স্পষ্ট। শিক্ষামন্ত্রীর ভাষায়, 'আদালতের নির্দেশে ওবিসি সংক্রান্ত সমস্যা হলে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সেই ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু অবশ্য ব্রাত্য বলেননি। তবে আইনজীবী মহলের ব্যাখ্যা, ২০১০ সালের আগে ওবিসি তালিকাভুক্ত ৬৬টি জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা হবে না। কিন্তু ১৪০টির মধ্যে বাকি গোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রে জটিলতার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। এতে শুধু কলেজে ভর্তি নয়, বিভিন্ন নিয়োগ প্রক্রিয়া, এমনকি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে স্কুল সার্ভিস কমিশনের অধীনে শিক্ষক নিয়োগে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'গত ১৫ বছর ধরে ওবিসি সুবিধা দিয়ে এসেছে রাজ্য। কিন্তু আইন অনুযায়ী ১০ বছর অন্তর যে সমীক্ষা করতে হয়, তা করেনি।' ১৪০টি জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে সম্প্রতি নতুন ওবিসির তালিকা প্রকাশকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের মামলায় রাজ্যের ভূমিকায় প্রশ্ন তোলে হাইকোর্ট। রাজ্যের কোনও আবেদনই মঙ্গলবার গ্রাহ্য করেনি দুই বিচারপতির বেঞ্চ।

কেন্দ্রের তরফে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল অশোককুমার চক্রবর্তী বলেন, 'ওবিসি নিয়ে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে ডেঞ্জারাস ডেমোগ্রাফিক এফেক্ট হবে।'

এরপর দশের পাতায়

এল বৃষ্টি ঝেঁপে।। খুদের আনন্দ তখন বাঁধভাঙা। মঙ্গলবার তাজমহলে। -পিটিআই

তেহরান খালির বার্তা ট্রাম্প, নেতানিয়াহুর

তেহরান ও তেল আভিভ, ১৭ জুন : যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজার বীভৎস ছবিটাই যেন ফুটে উঠছে তেহরানে। ইরানের রাজধানী ক্রমেই ধ্বংসস্তূপের চেহারা নিচ্ছে। শুধু সোমবার ইজরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা হয়েছে তেহরানের অন্তত ৮০টি জায়গায়। বেশ কয়েকটি বহুতল ধূলিসাৎ। সরকারিভাবে মৃতের সংখ্যা ২২৮। নিহতদের মধ্যে ৭০ জন মহিলা ও শিশু। আহতের সংখ্যা ১,২০০ ছাড়িয়েছে।

আরও বড় ধাক্কা ইরান সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক মেজর জেনারেল আলি শাদমানির মৃত্যু। মাত্র তিনদিন আগে সেনাপ্রধানকে তেল আভিভ খতম করায় শাদমানি ওই পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তেহরানের প্রাণকেন্দ্রে ইরানি সেনার সদর দপ্তর ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিধ্বস্ত দশা ইরানের সরকারি টেলিভিশন কেন্দ্রের। সম্প্রচার চলাকালীনই হামলা হয়। সংবাদপাঠককে বিস্ফোরণের আওয়াজে ভয় পেয়ে সরে যেতে দেখা যায়। তৎক্ষণাৎ ধোঁয়ায় ভরে যায় টেলিভিশন কেন্দ্রের স্টুডিও।

ইজরায়েলের শক্তপোক্ত আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আয়রন ডোমকে ব্যর্থ করে প্রথমদিকে সাফল্য পেয়েছিল ইরান। একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নাকাল হয় তেল আভিভ। ইজরায়েলের খোদ প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে পর্যন্ত বাংকারে আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু লড়াইয়ের চতুর্থ দিন থেকে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ চলে যেতে থাকে ইজরায়েলের হাতে। ইরানের শীর্ষ নেতাকে আশ্রয় নিতে হয়েছে বাংকারে। মঙ্গলবার পঞ্চম দিনে পরিস্থিতি অনেকটাই ইরানের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

যদিও কোণঠাসা হয়েও হার মানতে নারাজ তেহরানের শাসকরা। মাথানত করা কিংবা যুদ্ধ বন্ধের কোনও ইঙ্গিত নেই তাঁদের পক্ষ থেকে। বরং পালটা ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় তেল আভিভে ইজরায়েলি গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের সদর দপ্তরের ব্যাপক ক্ষতি করতে সফল হয়েছে ইরান। জেরুজালেম ও তেল আভিভ লক্ষ্য করে ইরানের ছোড়া ৫০টি ক্ষেপণাস্ত্রের অধিকাংশ আয়রন ডোমে প্রতিহত হলেও কয়েকটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করেছে। তেল আভিভে ধ্বংস হয়েছে একটি বাস ডিপো। বেশ কয়েকটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এরপর তেহরানে আরও বিপদ বাড়বে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। তিনি তেহরানের বাসিন্দাদের সরে যেতে বলেছেন। একটি ভাইরাল ভিডিওতে (উত্তরবঙ্গ সংবাদ যার সত্যতা যাচাই করেনি) দেখা যাচ্ছে তেহরান থেকে বাইরে যাওয়ার এক রাস্তায় ১০ কিমিজুড়ে শুধু গাড়ির সারি। সবাই প্রাণভয়ে পালানোর চেষ্টা করছেন।

এরপর দশের পাতায়

তেহরানে জ্বলছে তৈল পরিশোধনাগার।

প্রেমিকার ঘরে গুলিবিদ্ধ

তৃণমূল কর্মীর মৃত্যুতে রহস্য

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৭ জুন : প্রেমিকার বাড়িতে এসে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ইটভাটার মালিক তৃণমূলের এক সক্রিয় কর্মীর। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম সাদ্দাম হোসেন (২৯)। তাঁর বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার রাঙ্গাইপুর গ্রামে। মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধন্দে রয়েছে তাঁর পরিবার। মঙ্গলবার দুপুরে বাংলা-বিহার সীমানার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। চাঁচলের এসডিপিও সোমনাথ সাহা বলেন, 'সম্পর্কের টানাপোড়েনে তরুণ নিজেই আত্মঘাতী হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো বাড়ি থেকে বেরিয়ে ইসলামপুর গ্রামে ইটভাটায় যাওয়ার সময় ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের খোকরা গ্রামে গৃহবধূ শালিখা খাতুনের বাড়িতে যান সাদ্দাম। ইদানীং ওই বাড়িতে তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল। রাঙ্গাইপুরের সাদ্দামের বাড়ির অদূরে গোলা মোড়ে একসময় পোশাক সেলাই করতেন ওই মহিলা। সেখানে যাতায়াতের সুবাদে মহিলার সঙ্গে সাদ্দামের পরিচয়। মহিলা তৃতীয় বিয়ে করলেও থাকতেন খোকরায় বাপের বাড়ির পাশে। সেখানে তৃতীয় স্বামী মাঝেমধ্যে আসতেন। সাদ্দামও নিয়মিত যেতেন। সাদ্দামের দুটি কন্যাসন্তান এবং শালিখার একটি কন্যাসন্তান রয়েছে।

এদিন শালিখার বাড়িতে গিয়ে সেখানেই তিনি গুলিবিদ্ধ হন। গুলি লাগে মাথার ডান দিকে। গুরুতর আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহার নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে যায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। শুরু হয় তদন্ত। কেউ গুলি চালিয়েছে। কেন গুলি চালানো হয়েছে। প্রেমিকার বাড়িতে কেনই বা এসেছিলেন সাদ্দাম। তবে কি সম্পর্কের টানাপড়েন নাকি পরকীয়ার কারণ? এমন নানা প্রশ্ন উসকে দিয়েছে এই ঘটনার পর। সম্পর্কের টানাপোড়েনে তরুণ নিজেই মাথার বাঁ দিকে গুলি করে আত্মঘাতী হয়েছেন বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান। ওই ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে ব্যবহৃত অবৈধ পিস্তলটিও। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ওই মহিলা এবং তাঁর স্বামীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। জেলা পুলিশ দাবি করেছে, গুলি চালিয়ে সাদ্দাম আত্মঘাতী হয়েছেন। ওই মহিলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল তাঁর। এদিন সাদ্দাম গিয়ে ওই মহিলাকে তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্য জোর করেছিলেন।

এরপর দশের পাতায়

টানাপোড়েন

- মৃত সাদ্দাম ইটভাটার মালিক, তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন
- ওই মহিলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল সাদ্দামের বলে পুলিশের দাবি
- সম্পর্কের টানাপোড়েনে তরুণ নিজেই আত্মঘাতী হয়েছেন বলে পুলিশ দাবি করেছে
- ওই ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে ব্যবহৃত অবৈধ পিস্তলটি

ভুল করে ভারতীয়কে বাংলাদেশে 'পুশব্যাক'

নিউজ ব্যুরো

১৭ জুন : এ যেন সীমান্ত পারের এক্কাদোক্কা। বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশের সমস্যা দীর্ঘদিনের। কিন্তু দুই পারের বাঙালির ভাষা ও নামের মিলটাই যেন সব গোলমাল করে দিচ্ছে। গোলমালের সেই গোলকধাঁধায় পড়ে এপার বাংলার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবনও কখনও হয়ে উঠছে ফুটবলের মতো দুর্বিষহ। অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিকে ওপারে পুশব্যাক করে পাঠানোর ঘটনা এর আগে একাধিকবার ঘটেছে। কিন্তু ভুল করে ভারতীয়কেই বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' করে ফের এই দেশে প্রত্যর্পণ করানোর মতো ঘটনা খুব একটা শোনা যায়নি। গত দু'দিনে ঘটে যাওয়া এমনই দুটি ঘটনা জন্ম দিয়েছে নানা প্রশ্নের।

উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা এলাকার তরুণ দম্পতি ফজের মণ্ডল ও তসলিমা মণ্ডল সম্প্রতি মুম্বই গিয়েছিলেন পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে। সেখানেই তাঁদের নাম ও ভাষা শুনে সন্দেহ হয় মুম্বই পুলিশের। গত ১০ জুন বাংলাদেশি সন্দেহে তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করে তুলে দেওয়া হয় বিএসএফের হাতে। এরপর বিএসএফ তাঁদের বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' করে দেয়। পরিবারের লোকজন বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয় প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। সোমবার বিএসএফ ও বিজিবি'র ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের পর ভারতীয় দম্পতিকে বাগদা ও রায়গঞ্জ থানার পুলিশের হাতে প্রত্যর্পণ করা হয়। পরিবারের লোকেরা এসে তাঁদের বাড়ি নিয়ে যান। এই প্রসঙ্গে ফজেরের বাবা তাহাজুল মণ্ডল বলেন, 'আমার ছেলে ও বৌমা বৈধ আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড দেখিয়েও রেহাই পায়নি। তাদেরকে জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন, সাংসদ মমতা ঠাকুর ও রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় ছেলে-বৌমাকে ফিরে পেলাম।'

প্রায় একই ঘটনা ঘটে মুর্শিদাবাদের দুই পরিযায়ী শ্রমিকের ক্ষেত্রেও। মুম্বইয়ে কর্মরত মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার দুই পরিযায়ী শ্রমিক শামিম খান ও নাজিমুদ্দিন মণ্ডলকে বাংলাদেশি সন্দেহে গ্রেপ্তার করে মুম্বই পুলিশ। তড়িঘড়ি তাঁদের 'পুশব্যাক' করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বাংলাদেশে। পরিবারের লোক পুরো ঘটনা জানতে পেরে দ্বারস্থ হন প্রশাসনের। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর অবশেষে বিএসএফ ও বিজিবি'র ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের মাধ্যমে দুই ভারতীয় শ্রমিক ঘরে ফিরে আসেন। কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরের সীমান্ত দিয়ে তাঁদের প্রত্যর্পণ হয়। বিজিবি'র হাত থেকে মুক্তি পেয়ে দুই শ্রমিক বলেন, 'দেশে ফিরে আজ যেন আমরা খোলা আকাশের নীচে শ্বাস নিচ্ছি বলে মনে হচ্ছে।'

অন্যদিকে, দক্ষিণ দিনাজপুরের বাংলাদেশ সীমান্তে আবার ঘটল উলটো ঘটনা। *এরপর দশের পাতায়*

ভারতে প্রত্যর্পণের মুহূর্তে মায়ের সঙ্গে ফজের মণ্ডল।

দুই ঘটকের চুলোচুলি, অর্ধনগ্ন করে মার

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৭ জুন : ঘটকালিতে ঘোঁট। তা নিয়েই দুই মহিলা ঘটকের কূটকচালি পৌঁছাল চুলোচুলিতে। এখানেই শেষ নয়, দুই পক্ষের হাতাহাতির মধ্যেই এক মহিলা ঘটককে প্রায় অর্ধনগ্ন করে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। শেষপর্যন্ত দুই ঘটকই আহত হয়ে ভর্তি রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। মঙ্গলবার এই ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য ছড়ায় রায়গঞ্জ থানার কর্ণজোড়া ফাঁড়ির অন্তর্গত একটি গ্রামে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই গ্রামেরই বাসিন্দা বছর পঁচিশের এক বধূ বিয়ের ঘটকালি করেন। তিনি হেমতাবাদের এক ছেলের সঙ্গে করণদিঘির এক মেয়ের বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। বিনিময়ে তাঁকে পাত্রের বাড়ির পক্ষ থেকে নগদ ১০ হাজার টাকা ও পাত্রীর বাড়ির পক্ষ থেকে ১৫ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ছিল। এই ঘটকালির মাঝেই আচমকা ঢুকে পড়েন ওই গ্রামেরই অপর এক বৃদ্ধা ঘটক। বৃদ্ধা এসে দাবি করেন, ওই ঘটকের তুলনায় তিনি অনেক কম টাকার বিনিময়ে এই বিয়ের ঘটকালি করে দিতে পারতেন। এই নিয়েই এদিন দুপুরে দুই ঘটকের মধ্যে বচসা বেঁধে যায়। অভিযোগ, বচসা চলাকালীন ওই বৃদ্ধা ঘটকের

এরপর দশের পাতায়

রেলপথে হাতি রুখতে প্রযুক্তি

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুন : ট্রেনের ধাক্কায় হাতিমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে একাধিকবার। অনেক হাতি জখমও হয়েছে। সেটা রুখতে রেলের ভরসা ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম (আইডিএস)। ইতিমধ্যে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের মাদারিহাট থেকে নাগরাকাটা রুটে ৫২ কিলোমিটারে এই প্রযুক্তির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি নাগরাকাটা থেকে সেবক এবং মাদারিহাট থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন সংলগ্ন রাজাভাতখাওয়া পর্যন্ত আরও ৯৪ কিলোমিটার অংশে কাজ শুরু হয়েছে। এপ্রিল মাস থেকে প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শুরু হয়ে যায়।

বিশেষ করে কুনকি হাতি দিয়ে ট্রায়াল রানের পর আইডিএস ব্যবহারের সবুজ সংকেত মেলে। এখন পরিকাঠামোগত বিষয়ের কাজ শুরু হয়েছে বলে রেল সূত্রে খবর। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে জঙ্গল রুটে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের কাজ

৯৪ কিমিতে কাজ শুরু

শেষ করতে চাইছে রেলমন্ত্রক। কারণ শীতকাল এবং আমন ধান পাকার সময় হাতির রেললাইন পারাপারের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কুয়াশাজনিত কারণে অনেকসময় ট্রেনের চালক রেললাইনে হাতির উপস্থিতি ঠাহর করতে পারেন না। ফলে রেল-হাতি সংঘাতের সংখ্যা বাড়ে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসার (সিপিআরও) কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে নতুন করে ৯৪ কিমি রেললাইনে আইডিএসের কাজ শুরু হয়েছে। চলতি বছরেই কাজ শেষ করার লক্ষ্য রয়েছে।' ২০২৩ সালে রাজাভাতখাওয়া এসকে ১২৬ নম্বর লেভেল ক্রসিং গেট সংলগ্ন এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় তিনটি হাতির মৃত্যুর ঘটনার পর আইডিএস ব্যবহারের দাবি জোরালো হয়। তারপরেই আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে শিলিগুড়ি জংশন পর্যন্ত জঙ্গল রুটে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ নেয় রেলমন্ত্রক। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে প্রায় ১৪৬ কিমি আইডিএসের কাজ শেষ হলে রেললাইন এবং লাইন সংলগ্ন হাতির উপস্থিতি জানা সম্ভব হবে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে এর জন্য বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ২৫ কোটি টাকা।

সুইডেন, নিউজিল্যান্ডে যাচ্ছে মালদার আম

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৭ জুন : জেলা উদ্যানপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের উদ্যোগে এবছরই প্রথম সুইডেন ও নিউজিল্যান্ডে পাড়ি দিল মালদার বিখ্যাত তিন প্রজাতির আম। আরও দুই দেশে ব্যবসার পথ খুলে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি মালদার আম ব্যবসায়ীরা। পাশাপাশি, আমেরিকার বাজার ধরতে উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন প্যাক হাউসের দাবি উঠতে শুরু করেছে জেলাজুড়ে।

এই মরশুমে মালদায় প্রায় ৩১ হাজার হেক্টর জমিতে আমের ফলন হয়েছে। আড়াই থেকে তিন লক্ষ মেট্রিক টন আম উৎপাদনের আশা করা হচ্ছে। এবছর বেশ কয়েকটি ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশের পাশাপাশি মালদার আম পাড়ি দিয়েছে সুইডেন ও নিউজিল্যান্ডে। দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর সামন্ত লায়েক বলেন, 'মালদার আম বিদেশে রপ্তানির জন্য আমরা প্রথম থেকেই উদ্যোগ নিয়েছিলাম। সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতি মেনে এবং ব্যাগিং সিস্টেমের মাধ্যমে বেশ কিছু বাগানে আম চাষ করা হয়েছিল। যার ফল আমরা পেয়েছি। নতুন দুটি দেশ থেকে আমের অর্ডার এসেছে।' ইতিমধ্যে সুইডেনে হিমসাগর, ল্যাংড়া ও আম্রপালি এই তিন প্রজাতির ৬৫০ কেজি আম রপ্তানি করা হয়েছে। নিউজিল্যান্ডে হিমসাগর ও ল্যাংড়া আম ৪০০ কেজি পাঠানো হচ্ছে।

নয়া অটিজম থেরাপি

কলকাতা, ১৭ জুন : বিশ্ব অটিস্টিক প্রাইড দিবস উপলক্ষ্যে ডিসান হাসপাতাল এবং বেঙ্গালুরুভিত্তিক বিহেভিয়ার মোমেন্টাম ইন্ডিয়া (বিএমআই) একত্রে পূর্ব ভারতে প্রথমবার অ্যাপ্লায়েড বিহেভিয়ার অ্যানালিসিস (এবিএ) থেরাপি চালুর কথা ঘোষণা করল। ডিসান এবং বিএমআইয়ের যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয়েছে 'মাইন্ডস্পেস অ্যাকাডেমি' নামের অটিজম এবং নিউরোডেভেলপমেন্ট সাপোর্ট সেন্টার। সেখানে প্রাথমিক স্ক্রিনিং, নৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক আচরণভিত্তিক থেরাপি, অভিভাবক সহায়তা এবং সহকারী বিহেভিয়ার টেকনিসিয়ান প্রশিক্ষণ থাকবে। বিএমআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা তথা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবিএ বিশেষজ্ঞ ডঃ স্মিতা আবাস্তি বলেন, 'এটা শুধুমাত্র একটি থেরাপি চালু করা নয়, এর মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকভাবে অটিজম মোকাবিলার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।' ডিসান হাসপাতালের নিউরোডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভের ডিরেক্টর শাওলি দত্তও একই কথা বলেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে আগামী ২০-৬-২৫ ইং তারিখে বিকাল ৩ ঘটিকায় কোচবিহার ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে জোড়াদিঘি ও চৌরঙ্গী (বড়দিঘি) পুকুর দুটি শর্তসাপেক্ষে চুক্তিভিত্তিক ইজারা প্রদান করা হইবে। উক্ত ইজারায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রত্যেককে উক্ত সময়ের পূর্বে কোচবিহার ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে য়ার্ডের উন্নতকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৪৭/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৩-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ২১-এপি-I-২০২৫। কাজের নামঃ য়ার্ডের উন্নতকরণ- জামালদহ গোপালপুর, মাথাভাঙ্গা এবং চাপাগুড়ি য়ার্ড। টেন্ডার রাশিঃ ৮৩,২৬,৩৯২.৭৯/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৬৬,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবেঃ ০৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ব্যবসা/বাণিজ্য

যে কোনও ধরনের বিজ্ঞাপন যেমন- কোর্ট নোটিশ, পাত্র-পাত্রী, জন্মদিনের শুভেচ্ছা, অ্যাফিডেভিট ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-রমেন দে, মাধব মোড়, আলিপুরদুয়ার। ফোন নম্বর-৮৬১৭৬৬৪২১৯ / +91 9474591866. (C/116828)

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে স্টাফ কোয়ার্টারের নির্মাণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৫৩/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ১৩-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং: ১৫-এপি-II-২০২৫। কাজের নামঃ এসএসই ডব্লিউ/II/আলিপুরদুয়ার জং. অধিক্ষেত্রের অধীনে অফিসার্স কলোনিতে ২ ইউনিট টাইপ-৫ কোয়ার্টারের নির্মাণ এবং অফিসার্স কলোনিতে জরাজীর্ণ কোয়ার্টারের পরিবর্তে ৬ ইউনিট টাইপ-II ডবল স্টোরি স্টাফ কোয়ার্টারের নির্মাণ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৮৯,৩৫,৪৯১.৭৮ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৯৪,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবে ০৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

হারানো/প্রাপ্তি

আমি কৌশল্যা দাস বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকের পতিরাম শাখাতে ফিক্সড ডিপোজিটের সার্টিফিকেট (যার নাম্বার-৫৪২২১৪০০৬০২৮৮) হারিয়ে গেছে। কেউ যদি পেয়ে থাকেন তবে ৭৯০৮৫০৭২৫৪ নম্বরে যোগাযোগ করুন। (C/116949)

অ্যাফিডেভিট

I Shri Basudeb Sarkar, Son of Pabitra Kumar Sarkar, residing in Matigara Police Qtr, Ramkrishna Para, Matigara, District Darjeeling, do hereby state that my name has been wrongly / mistakenly written on my son's Secondary Education (Class - X) Certificate as Basudev Sarkar. Therefore by affidavit sworn before the Ld. Notary Public at Siliguri on 12/06/2025 I declare that Basudeb Sarkar and Basudev Sarkar is same and one identical person, i.e. myself. (C/116942)

•

আমার ভোটার I. Card নং WB/01/005/507508 নাম ভুল থাকায় গত 16.6.25, সদর, কোচবিহার J.M. 1st Court-এ অ্যাফিডেভিট বলে আমি Thelo Barman এবং Sabita Burman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি, হিসেবে পরিচিত হলাম। হাড়িভাঙ্গা, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/115972)

কর্মখালি

ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য স্টাফ চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন 9,000/-। যোগাযোগ ঃ 'মিউজিকা', ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/116827)

•

Gangtok Mall, Hotel & Dis. Company, বিভিন্ন পদে পরিশ্রমী লোক চাই। 94341-17292. (C/116827)

•

ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড/সুপারভাইজার চাই। বেতন 12,500/-, PF+ESI, থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। M :- 8653609553. (C/116828)

বিক্রয়

শিলিগুড়ির বাগরাকোটে উত্তম চালু অবস্থায় ১৫-২০টি বিভিন্ন কোম্পানির ৬০০ ওয়াটের ইউপিএস বিক্রি করা হবে। আগ্রহীরা বেলা এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন। ৯৬৭৮০৭২০৮৭

•

3 BHK, ফ্ল্যাট ও গ্যারাজ বিক্রি। নতুনপাড়া, জলপাইগুড়ি। মো. নং- 8001260008. (C/116934)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি সোমা গোস্বামী Chain Sale deed No 5616 Date-8-08.2013 এই নম্বর দলিলটি 04/06/2025 তারিখে হারিয়ে যায়। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তাহলে 7602345354 No. যোগাযোগ করবেন। (C/116943)

•

আমি সুশান্ত দত্ত Chain Gift Deed No-12397 Date-7/9/1983 এই নাম্বার দলিলটি গত 12/05/2025 তারিখে হারিয়ে যায়। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তাহলে 8670249189 নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। (C/116944)

•

আমি, জোতরাম আগরওয়াল, রামজিলাল আগরওয়ালের ছেলে, দর্শনা ভিলা (সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের পিছনে), জ্যোতিনগর, ডন বসকো স্কুলের কাছে, পি.ও. সেবক রোড, পি.এস. ভক্তিনগর, জেলা জলপাইগুড়ি, পিন নং 734001-এ থাকি, আমার নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল, ১৯৯৫ সালের বিয়িং নং ১-২৭৩৮, ২০১২ সালের বিয়িং নং ৫৬১, নিবন্ধিত জেনারেল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি (বাংলা আমমোক্তারনামা), হারিয়ে গেছে। জিডি (বিকেএন আরএস জিডিই নং ৮৭০ তারিখ : ১৬.০৬.২০২৫) পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার ভক্তিনগর থানায় দায়ের করা হয়েছে। যদি কেউ পেয়ে থাকলে যোগাযোগ করতে পারেন : শ্রী জোতরাম আগরওয়াল, রামজিলাল আগরওয়ালের পুত্র, দর্শনা ভিলায় (সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের পিছনে), জ্যোতিনগর, ডন বসকো স্কুলের কাছে, পি.ও. সেবক রোড, পি.এস. ভক্তিনগর, জেলা জলপাইগুড়ি, পিন নং 734001 মোবাইল নং 9609901874. (C/116947)

Army Public School, Bengdubi
VACANCY FOR LOCAL SCREENING BOARD (LSB III)

S.No	Post	Subject	Nature of Appointment
(A) Teaching Staff			
1)	PGT	Physics	Adhoc
2)	TGT	English, Hindi, Maths, Science, Social Science	Adhoc
3)	PRT	All Subjects	Adhoc
4)	PPRT	All Subjects	Adhoc
(B) Non Teaching Academic Staff			
1)	Asst. Librarian		Contractual
C) Non Teaching Adm Staff			
1)	LDC		Contractual

1) Details of vacancies, eligibility criteria and format of application are available on school website "www.apsbengdubi.org". Interested candidates can download the application form from school website. Application form alongwith demand draft of Rs. 250/- in favour of Army Public School, Bengdubi and all educational & experience certificates duly self attested must be sent to Army Public School, Bengdubi on or before **21 Jun 2025 by 1400hrs**. Thereafter no applications will be accepted. Application forwarded through e-mail will not be accepted.
2) Age limit not exceed 40yrs in respect of candidates who do not have any teaching/work experience. Candidates between 40 to 57 years should have minimum teaching/work experience of 05 years in appropriate category.
3) A written test for language teachers (English & Hindi), non-teaching academic staff (Asst Librarian) and adm staff (LDC), computer literacy test for all candidates will be held at APS Bengdubi on the date of interview.
4) Salary shall be as per School norms.
5) Decision of SAMC (School Administration & Management Committee) will be final and abiding.
6) For further details please see our website www.apsbengdubi.org & contact School Office 0353- 2480238 & Mob No 8207070238, (Army No through Military Exchange Extn 6375).

সংশোধনী

এই কার্যালয়ের অধিসূচনা নং. ই/২৫৪/কিউ/টিচার তারিখঃ ১১-০৬-২০২৫ এর আংশিক সংশোধনী মর্মে, অনুগ্রহ করে অধিসূচনাটির পারা ২ এ বাণীমন্দির উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিবর্তে বাণী মন্দির উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় রূপে পড়বেন।
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইয়ার্ডের উন্নয়ন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৪৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ১৩-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং: ... www.ireps.gov.in ...
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পৃষ্ঠভাগের প্রস্তুতকরণ এবং পরবর্তী পরিষ্কারকরণের কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিসিডব্লিউএস-এনআইইটি-০১-২০২৫-২৬ তারিখঃ ১৩-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপে ২ বৎসরের জন্যে ডিপিটি ... www.ireps.gov.in ...
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পথের স্থায়ী রক্ষণাবেক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৫২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৩-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ১৭-এপি-III-২০২৫ ... ireps.gov.in ...
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

NOTICE

Ref: O.A Case No. 235 of 2018 in the matter of Sri Arun Kumar Jha & 02 others Vs Sri Suklal Roy & 26 others. Take notice that as per the order dated 18.11.2024 of the Hon'ble W.B.L.R.T., 3rd Bench, Kolkata in O.A No. 235 of 2018, a date of hearing has been fixed on 24.06.2025 at 12.00 hrs at the Office of the S.D.L & L.R.O, Siliguri, Kurberry Road, P.S- Siliguri. In this regard, all concerned parties are directed to remain present at the venue of hearing with all connected papers as per the mentioned schedule. The land schedule involved in the instant matter is as follows: LR plot no. 257, Area 1.62 acres Mouza- Palash, J.L No. 43 Block Matigara, Dist- Darjeeling. Dated 13-06-2025
Sd/
Deputy Director and Sub Divisional Land & Land Reforms Officer Siliguri, Dist- Darjeeling

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : ২, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
ই-অকশন ০৭/০৭/২০২৫ তারিখে সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকেল ০৫:০০ টা
সারফাইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর অন্তর্ভুক্ত "যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা কিছু আছে এবং যেখানে যাই থাকুক" ভিত্তিতে
ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com এর মাধ্যমে ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে হবে।
যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. শ্রী সুমন কুমার, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং : ৯০৮৩৭০১৮১৫
২. কুমার মণীশ, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং : ৭০২১৬১৭৯৪৯
তারিখ : ১৭.০৬.২০২৫, স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

কাটিহারে হাল্কা উত্তীতকরণ এবং অন্যান্য কাজ

... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Office of the Block Development Officer
Tufanganj - I Dev Block
Tufanganj, Cooch Behar

NOTICE INVITING TENDER

E-tender are invited vide this office Memo No. 1955, Dated : 17-06-25, NIT - 02(BDO)/2025-26, Last date of Bid submission are 02-07-2025 Intending tenderers may contact this Office for details.

Sd/-
Block Development Officer
Tufanganj - I Development Block

NIT NO- DDP/N-09/2025-26

e-Tenders for 14 (Fourteen) no. of works under 15th FC, BEUP & 5th SFC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT No-DDP/N-09/2025-26 is 26/06/2025 at 13.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Additional Executive Officer, Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

পিএসআই নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণ ও অনির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

বিড নং: জিইএম/২০২৫/বি/৬৩৪২৯৯০, তারিখ : ১৩-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ কাজের নাম ঃ দুই বছর (২৪ মাস) সময়ের জন্য কাটিহার ডিভিশন অধিক্ষেত্রের অধীনে পিএসআই ডিপো কাটিহার, সামসি, আরারিয়া, বুনিয়াদপুর ও রায়গঞ্জের পিএসআই নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণ ও অনির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,০৯,০৭,৬০৭.৭২ টাকা; বায়নার ধনঃ ৩,০৪,৬০০.০০ টাকা। বিড সমাপ্তির তারিখ ১০-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা। বিড খোলার তারিখ ১০-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টা। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১০-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত https://www.Gem.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি ও জিএস/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

গয়নার বাক্স রাত ১০.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ আবিষ্কার, দুপুর ১.০০ সঙ্গী, বিকেল ৪.০০ গ্রেফতার, সন্ধে ৭.০০ বড়বউ, রাত ১০.০০ গয়নার বাক্স, ১.০০ কালপুরুষ

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.১৫ শুধু তোমার জন্য, বিকেল ৩.০৫ আশ্রিতা, সন্ধে ৬.৩০ দাদা, রাত ১০.০০ বরবাদ

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ একাই একশো, দুপুর ১.৩০ সুখ দুঃখের সংসার, সন্ধে ৭.৩০ ত্রিনয়নী, রাত ১০.৩০ একান্ত আপন

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কলকাতা ৭১

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বকুল প্রিয়া

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ রূপসী দোহাই তোমার

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৫৩ সূর্যবংশী, দুপুর ২.৪৬ গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, বিকেল ৫.৪৯ রাউডি নম্বর ওয়ান, রাত ৮.০০ গদর-টু, ১১.২৮ খাকি

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : বেলা ১১.১৫ মহেঞ্জোদারো, দুপুর ২.১৫ গুড লাক জেরি, বিকেল ৪.১৫ নিউ ইয়র্ক, সন্ধে ৬.৪৫ হিরো, রাত ৯.০০ অকিরা, ১১.১৫ বরফি

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.৩০ সরকার-থ্রি, ২.৪৫ বব বিশ্বাস, বিকেল ৫.০৫ বদলা, সন্ধে ৭.০৬ অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার, রাত ৯.০০ দ্য কাশ্মীর ফাইলস, ১১.৪৬ তুফান

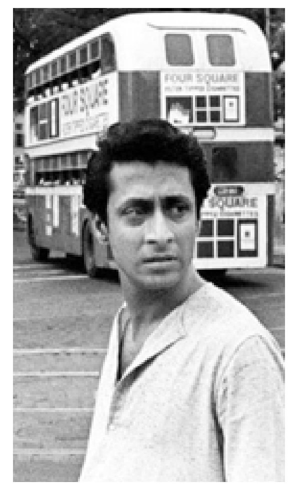

কলকাতা ৭১
দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

কিসি কা ভাই কিসি কি জান
দুপুর ২.৫০ অ্যান্ড পিকচার্স

রমেডি নাউ : দুপুর ১২.১২ পেনেলাপ, ১.৪১ ডাউন উইথ লভ, বিকেল ৩.২২ বুকস্মার্ট, সন্ধে ৬.৪৬ ইট প্রে লভ, রাত ১০.৩৭ মি বিফোর ইউ

মিস্টিরিয়াস আইল্যান্ডস রাত ১১.৩০ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৫৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৭৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৭৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অতি উৎসাহে কোনও হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। পরিবারের কিছু সদস্য আপনার বিরুদ্ধে যেতে পারেন। **বৃষ :** কোমর ও ঘাড়ের ব্যথার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হতে পারে। অভিনয়, সংগীতশিল্পীরা ভালো সুযোগ পাবেন। **মিথুন :** পেটের কারণে কোনও পারিবারিক অনুষ্ঠানে যাওয়া বাতিল করতে হতে পারে। বকেয়া অর্থ ফেরত পাবেন। **কর্কট :** দীর্ঘকালীন আর্থিক বিনিয়োগে সুফল পেতে পারেন। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। **সিংহ :** নিজের শ্রম, বুদ্ধির দ্বারা কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন। আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি। **কন্যা :** পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। বাবা-মায়ের পরামর্শে সংসারে শান্তি ফিরবে। একাধিক উপায়ে আয়ের সম্ভাবনা। **তুলা :** সামান্য ভুলে প্রচুর অর্থ নষ্ট হতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। **বৃশ্চিক :** বিকেলের পর বাড়িতে আত্মীয় সমাগম। কর্মক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্য পেতে পারেন। **ধনু :** কোনও সহৃদয় ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হতে পারে। জরুরি কাগজপত্র বাইরের কাউকে দেখাবেন না। **মকর :** সামান্য অলসতায় কোনও বহুজাতিক কোম্পানিতে সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় সাফল্য পাবেন। **কুম্ভ :** বন্ধুর দ্বারা আর্থিক প্রতারণার শিকার হতে পারেন। সন্তানের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটবে। **মীন :** পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ মেটার সম্ভাবনা আছে। অতি সাহসে কোনও কাজে বাধা পড়তে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩ আষাঢ় ১৪৩২, ভাঃ ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৮ জুন, ২০২৫, ৩ আহার, সংবৎ ৭ আষাঢ় বদি, ২১ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।২২। বুধবার, সপ্তমী দিবা ১০।৩৩। পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ৯।৫৪। প্রীতিযোগ দিবা ৬।৭ পরে আয়ুষ্মানযোগ রাত্রি ৩।৩৩। ববকরণ দিবা ১০।৩৩ গতে বালবকরণ রাত্রি ৯।৩৪ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, অপরাহ্ণ ৪।১০ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ৯।৫৪ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে-ত্রিপাদদোষ, দিবা ১০।৩৩ গতে দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ৯।৫৪ গতে দোষ নাই। কালবেলাদি ৮।১৭ গতে ৯।৫৮ মধ্যে ও ১১।৩৯ গতে ১।১৯ মধ্যে। কালরাত্রি ২।১৭ গতে ৩।৩৬ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৬।৫৭ গতে বায়ুকোণে নৈর্ঋতেও নিষেধ, দিবা ১০।৩৩ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যরোপণ ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ১০।৩৩ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪২ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ১।৫৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৫৫ মধ্যে ও ১২।৩ গতে ১।২৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট মহিলার মৃত্যু

সামসী, ১৭ জুন : বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। মঙ্গলবার সাতসকালে ঘটনাটি ঘটেছে রতুয়া-১ ব্লকের চাঁদমুনি-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গাইনটোলা গ্রামে। এদিন বাড়ির পাশে আম কুড়াতে গিয়েছিলেন ৪০ বছরের ফতেমা খাতুন। মাছ চাষের পুকুরের পাড় দিয়ে যাওয়ার সময় বিদ্যুৎ পরিবাহিত তারে হাত লেগে যায় তাঁর। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। খবর পেয়ে দেহটি উদ্ধার করে রতুয়া থানার সামসী পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়ে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে, ঘটনার পরই এলাকাছাড়া পুকুর মালিক মোকলেসুর রহমান।

জীবনসংগ্রাম।। ধান বাছাই করছে কৃষক দম্পতি। বালুরঘাটে মঙ্গলবার মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

বৃষ্টির পূর্বাভাস

পতিরাম, ১৭ জুন : মাঝিয়ান আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ১৮ থেকে ২২ জুন পর্যন্ত মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে আকাশ প্রধানত মেঘলা থাকবে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২-৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রির আশপাশে থাকবে। দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৮ কিলোমিটার বেগে বাতাস প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাতাসে সর্বোচ্চ আর্দ্রতা মালদায় ৮৪-৮৯ শতাংশ এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে ৮১-৯০ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। সর্বনিম্ন আর্দ্রতা যথাক্রমে ৫৮-৬২ শতাংশ ও ৫৯-৬৩ শতাংশের মধ্যে থাকতে পারে। এই আবহাওয়ার কারণে কৃষিকাজ ও জনজীবনে প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

দুর্ঘটনা

বুনিয়াদপুর, ১৭ জুন : ৫১২ জাতীয় সড়কে পাথরঘাটা সেতুর সামনে সোমবার গভীর রাতে একটি ছোট গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতুর নীচে পড়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িতে চালক সহ তিনজন ছিল। দুর্ঘটনায় চালক শুভঙ্কর সরকার ও সহযাত্রী জিতেন বর্মন নামে দুজন তরুণ আহত হয়েছেন। তাঁরা বর্তমানে রশিদপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

শিবির

পতিরাম, ১৭ জুন : মঙ্গলবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে বোল্লা হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হল 'স্বয়ংসিদ্ধা' নামক সচেতনতা শিবির। প্রায় ৮০ জন পড়ুয়া, শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের উপস্থিতিতে বাল্যবিবাহ, নারী পাচার, মাদকাসক্তি ও সাইবার অপরাধ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।

বাংলা হ্যান্ডবল দলে মালদার চার কন্যা

হরষিত সিংহ

মালদা, ১৭ জুন : দুঃস্থ পরিবারের চার কিশোরীর হাত ধরে হ্যান্ডবলে সুযোগ করে নিল মালদা। খেলার দুনিয়ায় মালদা জেলার উত্তরণ ঘটল আরও এক ধাপ। এই প্রথম মালদার চার খেলোয়াড় জায়গা করে নিল বাংলা হ্যান্ডবল দলে। ইতিমধ্যে বাংলা দলের সঙ্গে বিহার গিয়েছে সমু, পিউরা, জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলোয় জায়গা করে নিতে এই চার কন্যা দীর্ঘদিন ধরেই অনুশীলনে মন দিয়েছিল। তারই সুফল পেয়েছে তারা। মালদা জেলা হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আতিউর রহমান বলেন, 'জেলার এই প্রথম কোনও খেলোয়াড় জাতীয় স্তরে খেলার সুযোগ পেয়েছে। এতদিন হ্যান্ডবল খেলায় মালদার কোনও প্লেয়ার সুযোগ পায়নি। আশা করছি খেলোয়াড়রা নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দেবে। ওদের দেখে আগামীতে এই খেলার প্রতি আরও অনেকের আগ্রহ বাড়বে।'

কারও বাবা পরিযায়ী শ্রমিক, কারও মা আবার অন্যের বাড়িতে রান্না করে নিজের হেঁশেলের রসদ সংগ্রহ করেন। ফলে বাংলা হ্যান্ডবল দলে সুযোগ পাওয়া চার মেয়েই দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করা পরিবারের থেকে উঠে আসা। দৈনন্দিন কষ্টের মাঝেই 'বড় হওয়া'র স্বপ্ন দেখেছিল সমু মণ্ডল, পিউ মণ্ডল, মৌমিতা মণ্ডল ও রাখি বিশ্বাস। তাই চালিয়ে গিয়েছে নিবিড় অনুশীলন। তারই সুফল বাংলা দলে ডাক। সমু ও পিউর বাড়ি মালদার ইংরেজবাজার শহরে। মৌমিতার বাড়ি ইংরেজবাজার ব্লকের লক্ষ্মীপুর এবং রাখির বাড়ি ইংরেজবাজারের ৫২ বিঘা গ্রামে। রাখির বাবা না থাকায় মা কল্পনা বিশ্বাস অন্যের বাড়িতে রান্নার কাজ করে সংসার চালান। তবে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়া এই চার কন্যা এখন মালদার গর্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি যেটুকু সময় পায়, তা কাজে লাগায় জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠ অথবা বিমানবন্দর মাঠে প্রশিক্ষণের মধ্যে। মৌমিতার বক্তব্য, 'হ্যান্ডবল খেলতে আমার ভালো লাগে। এই প্রথম আমি বাংলা দলে সুযোগ পেয়েছি। এই সুযোগ কাজে লাগাতে চাই। নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।'

হ্যান্ডবল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে ৪৭তম জাতীয় জুনিয়ার হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৫ অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিহারে। পাঁচদিনের প্রতিযোগিতাটি শুরু হচ্ছে ১৮ জুন। জানা গিয়েছে, বাংলা দল গঠনের ক্ষেত্রে জেলাভিত্তিক ট্রায়াল হয়েছিল। ১৪ জনের বাংলা মহিলা দলেই জায়গা হয়েছে মালদার চারজনের। এছাড়াও মালদার কৌশিক সাহা বাংলা দলের ম্যানেজার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন।

মালদার চার কৃতী হ্যান্ডবল প্লেয়ার। -সংবাদচিত্র

আশার আলো

- বাংলা হ্যান্ডবল মহিলা দলে প্রথম মালদার চার মেয়ের সুযোগ
- দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা পরিবার থেকে উঠে আসা চারজনের
- জাতীয় জুনিয়ার হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে বিহারে পৌঁছেছে ওরা

মালদা থেকে উড়ান নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য চাপানউতোর

জমিজটে বিমানবন্দর

জসিমুদ্দিন আহম্মদ ও নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি ও মালদা, ১৭ জুন : বহু প্রতীক্ষিত মালদা বিমানবন্দর পুনরুজ্জীবনে রাজ্য সরকারের অসহযোগিতা বাধা বলে সাফ জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী কিঞ্জরাপ্পা রামমোহন নাইডু। মঙ্গলবার মালদা দক্ষিণের কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরীর এক চিঠির উত্তরে তিনি জানান, মালদা বিমানবন্দর বর্তমানে এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া-র অধীনে একটি অচল বিমানবন্দর। প্রায় ১৫৫ একর জমিতে বিস্তৃত এই বিমানবন্দরে ১১০০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৩০ মিটার প্রস্থের রানওয়ে রয়েছে, যা ডিও-২২৮ প্রকারের বিমান চলাচলের জন্য উপযুক্ত।

তবে বিমানবন্দরটির উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৬ সালের ২৯ জুন এআইআই ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সেই অনুযায়ী, ১১৪ একর জমি রাজ্য সরকারকে ৩০ বছরের জন্য লিজে দেওয়া হয়। মালদা বিমানবন্দরকে কেন্দ্রীয় সরকার 'উড়ান' প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। তবে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে একাধিকবার অনুরোধ সত্ত্বেও রাজ্য সরকার এখনও পর্যন্ত বিমানবন্দরের জন্য প্রয়োজনীয় বাধাহীন জমি সংক্রান্ত নিশ্চিতকরণ, নিরাপত্তা, দমকল, আবহাওয়া তথ্যসেবা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সংক্রান্ত সাড়া দেয়নি। এই কারণেই বিমানবন্দর চালুর প্রক্রিয়া বিলম্বিত হচ্ছে।

বাণিজ্যিক বিমান পরিষেবা চালুর বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্য, 'বিমান সংস্থাগুলি তাদের নিজস্ব বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে কোনও রুটে বিমান চালু করতে পারে। তবে তা রুট ডিসপের্সাল গাইডলাইনস ও ডিজিসিএ অনুমোদিত ফ্লাইট সূচির আওতায় হতে হবে। তাই মালদা থেকে বাণিজ্যিক বিমান চালু করার সিদ্ধান্ত মূলত নির্ভর করছে সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থাগুলির ব্যবসায়িক কৌশলের ওপর।'

এলাকার মানুষের বহুদিনের দাবিকে সামনে রেখে মালদা বিমানবন্দর পুনরুজ্জীবনের জন্য কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রীকে চিঠি লেখেন মালদা দক্ষিণের সাংসদ ইশা খান চৌধুরী। চিঠিতে তিনি মালদার অর্থনৈতিক সম্ভাবনা এবং কৌশলগত গুরুত্বের কথা তুলে ধরে অবিলম্বে বিমানবন্দরটি চালু করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

ইশা খানের চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৬২ সালে ইংলিশবাজার পুরসভার কাছে ১৪৪ একর জমির ওপর নির্মিত এই বিমানবন্দরটি ১৯৬০ সাল থেকেই কলকাতা, দিল্লি এবং গুয়াহাটির মতো শহরে সরাসরি উড়ান পরিষেবা দিত। কিন্তু ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ যুদ্ধের প্রেক্ষিতে পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়।

এরপর ১৯৮০ সালে এবিএ গনি খান চৌধুরীর নেতৃত্বে আবারও চালু হয় মালদা বিমানবন্দর। সে সময় 'বায়ুদূত' সংস্থার মাধ্যমে মালদা, কলকাতা ও বালুরঘাটের মধ্যে বিমান পরিষেবা চালু হয়েছিল, যা ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত চলেছিল।

চিঠিতে ইশা খান আবেদন জানিয়েছেন, বিমানবন্দর আধুনিকীকরণের অগ্রগতি সম্পর্কে বর্তমান তথ্য প্রদান। রানওয়ে সম্প্রসারণের দ্রুত অনুমোদন ও বাস্তবায়ন, বাণিজ্যিক উড়ান চালুর নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ এবং উড়ান আঞ্চলিক সংযোগ প্রকল্পে মালদা বিমানবন্দরকে অন্তর্ভুক্ত করা।

এদিকে, মালদা বিমানবন্দরের পূর্বপ্রান্তে নতুন করে ৫০ বিঘাজমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। অধিগৃহীত জমির ভারী মূল্য কাউকে দেওয়া হয়েছে। আবার কাউকে ফুডজোন করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে বলে খবর। রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানিয়েছেন, চলতি বছরেই মালদাবাসীর স্বপ্ন পূরণ করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোড় দিয়েছেন। বেসরকারি বিমান কোম্পানির সঙ্গে কথাও চলছে। জেলা শাসকের নজরদারিতে বিমানবন্দরের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ চলছে। যদিও বিমানবন্দরের কাজ নিয়ে ইশা খানের অভিযোগ, 'এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ৯ বছর আগে রাজ্য সরকারকে জমি প্রদান করলেও বিমান চালু করতে এত ঢিলেমি কেন?'

এনিয়ে ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর প্রতিক্রিয়া, 'সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যকে মালদা বিমানবন্দর নিয়ে সংসদে প্রশ্ন উত্থাপন করতে বলেছিলাম। জানতে পেরেছি ৯ বছর আগেই রাজ্য সরকারকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও তাঁরা কেন চালু করছে না বুঝতে পারছি না।'

মালদা বিমানবন্দর। -ফাইল চিত্র

সমস্যা কোথায়

- ২০১৬ সালে রাজ্যের হাতে ১১৪ একর জমি তুলে দেয় এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার তরফে
- বিমানবন্দর উন্নয়ন ও আরসিএস ফ্লাইট পরিচালনায় জমি বিনামূল্যে নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে
- বিমানবন্দরের পূর্বপ্রান্তে নতুন করে ৫০ বিঘা জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে বলে দাবি তৃণমূলের
- তবে কেন্দ্রের দাবি রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় বাধাহীন জমি নিশ্চিতকরণ করতে পারেনি

চার ছাত্র উদ্ধার

কালিয়াগঞ্জ, ১৭ জুন : স্কুল থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে চার স্কুল পড়ুয়া উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল কালিয়াগঞ্জে। মঙ্গলবার সকালে ধনকৈল গ্রাম পঞ্চায়েতের ডালিমগাঁও উচ্চবিদ্যালয়ের চার ছাত্রকে বামনগ্রাম থেকে উদ্ধার করে কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। ওই ছাত্ররা পুলিশকে জানায়, কালিয়াগঞ্জে ফুটবল কিনতে গিয়ে ডালিমগাঁও থেকে ট্রেনে চড়ে বসে তারা। কালিয়াগঞ্জে না নেমে ভুল করে বামনগ্রাম রেলস্টেশনে নেমে পড়ে। কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে ওই চার স্কুল পড়ুয়াকে তাদের অভিভাবকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।'

রহস্যমৃত্যু

তপন, ১৭ জুন : মঙ্গলবার তপন ব্লকের ৮ নম্বর গুড়াইল গ্রাম পঞ্চায়েতের আইচান্দা গ্রামে এক নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মৃত নাবালিকার নাম মাধুরী মুর্মু (১৭)। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ওই নাবালিকার মা ছোটবেলাতেই মারা যান এবং বাবা ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহটি বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে তপন থানার পুলিশ।

বাড়িতে চুরি

গঙ্গারামপুর, ১৭ জুন : পরিবারের অনুপস্থিতিতে বাড়িতে এসে চুরির অভিযোগে ধরা পড়ল দুই আত্মীয়া। ধৃতদের নাম লুৎফা বিবি ও নাজমুল খাতুন। গঙ্গারামপুর থানার পালশা পশ্চিমপাড়া এলাকার বাসিন্দা নবিউল সরকার ও তাঁর পরিবার সম্প্রতি বাড়িতে ছিলেন না। এর মধ্যেই তাঁর বাড়িতে চুরি হয় বলে অভিযোগ। গত সোমবার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

মান ধরে রাখল সামসী কলেজ

সামসী, ১৭ জুন : ন্যাক-এর মূল্যায়নে সামসী কলেজ 'বি' গ্রেড ধরে রাখল। গত ২-৩ জুন ন্যাক টিম মালদার সামসী কলেজ পরিদর্শন করে। শিক্ষার সামগ্রিক পরিকাঠামো, পঠনপাঠন, পরীক্ষা পদ্ধতি, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হয়।

কলেজের সুন্দর ক্যাম্পাস, আইকিউএসি, ছাত্রছাত্রী, অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, পরিচালন সমিতি সকলের সঙ্গে কথা বলে দলের সদস্যরা সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। এরপর ন্যাক-এর তরফে কলেজের গ্রেড দেওয়া হয়।

সামসী কলেজের অধ্যক্ষ সলিলকুমার মুখোপাধ্যায় খুবই খুশি, 'সকলের আন্তরিক ও নিরলস প্রচেষ্টায় আমরা 'বি' গ্রেড ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছি এবং ভবিষ্যতে শিক্ষার মানোন্নয়ন করতে আমরা বদ্ধপরিকর।'

সামসী কলেজের ন্যাক কোঅর্ডিনেটর রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় বললেন, 'আমরা এবারের মূল্যায়নে গতবারের তুলনায় আমাদের স্কোর খানিকটা বৃদ্ধি করেছি যা অত্যন্ত ইতিবাচক।'

কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি রিয়াজুল করিম বক্সী এই সাফল্যে কলেজের সকলকে ভবিষ্যতে আরও এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন।

বধূ খুনে ধৃত

রায়গঞ্জ, ১৭ জুন : বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েতের ধুলহর সংলগ্ন বিপ্রডাঙ্গি গ্রামে সারজেনা খাতুন নামে এক বধূকে নৃশংসভাবে খুনে অভিযুক্ত বাংলাদেশি স্বামীর মামাকে মঙ্গলবার ভোরে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম ইমারুল আলি। তার বাড়ি রায়গঞ্জ থানার জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচভায়া সংলগ্ন নাড়াদিঘি গ্রামে। এদিন ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ৫ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। সোমবার সারজেনার মৃতদেহ উদ্ধার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, তিনি নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তাঁর দুই হাত পিছমোড়া করে বাঁধা ছিল। পাশাপাশি মাথায় আঘাত সহ গলার নলি ও শরীরের একাধিক জায়গায় ক্ষতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে।

পাঞ্জা লড়াইয়ের আয়োজন

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৭ জুন : বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে মোবাইলে গেমে আসক্তি এখন কার্যত যেন একটি ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। আর শিশু হোক কিংবা কিশোর, কেউই নিজেকে মোবাইলের প্রতি এই আসক্তি থেকে দূরে রাখতে পারছে না। ফলাফল, দিনরাত নাওয়া-খাওয়া ভুলে শুধুই মোবাইলে মুখ গুঁজে বসে আছে সকলে। মূলত করোনা অতিমারির সময়ে অনলাইন ক্লাসের জন্য সন্তানদের হাতে মোবাইল তুলে দিলেও, তার ফলাফল যে এরকম হবে এমনটা হয়তো ভাবেননি কেউই। এই অবস্থায় নতুন প্রজন্মের মোবাইল আসক্তি কমাতে এক অভিনব উদ্যোগ নিলেন গোয়ালপাড়া বিবিডি স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্যরা। পড়ুয়াদের পাঞ্জা লড়াইয়ের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে প্রতিদিন বিকেলে পাঞ্জা লড়াইয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়েছে। পাশাপাশি যে সমস্ত তরুণ মাদকাসক্ত তাঁদেরও পাঞ্জা লড়াইয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। গত ১৪ জুন বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে গোয়ালপাড়ার তরুণরা রক্তদানের পাশাপাশি পাঞ্জা লড়াই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। এলাকার পড়ুয়া এবং তরুণরা ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

বিবিডি স্পোর্টিং ক্লাবের কর্ণধার হিমাংশু শীল জানিয়েছেন, নতুন প্রজন্মের রাতভর গেম খেলার ফলে দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা, কিছু বললেই দ্রুত রেগে যাওয়া, সবসময় খিটখিটে মেজাজ এখন দৈনন্দিন ঘটনা হয়ে গিয়েছে। এর ফলে পরিবারের সঙ্গে তাদের যোগাযোগও ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। পড়ুয়াদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। লেখাপড়ায় আগ্রহ ও মনোযোগ কমেছে এলাকায়। অন্যদিকে, এলাকায় যুবসমাজের একটা বড় অংশ মাদকের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকছে। তাঁর কথায়, 'এই সমস্ত কিছু মাথায় রেখেই ছাত্রদের পাশাপাশি তরুণদের নিয়ে পাঞ্জা লড়াইয়ের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেছি। প্রায় ৩০ জন ছাত্র-যুব প্রতিদিন প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। এলাকায় ফুটবল খেলার মাঠ নেই। তাই ক্লাবের ছোট মাঠ ও ক্লাবঘরে পাঞ্জা লড়াইয়ের প্রশিক্ষণ চলছে।' এই প্রশিক্ষণ নিতে অনেকেই আসছে বলে তিনি জানান। পাঞ্জা লড়াই গ্রামবাংলার একটি প্রচলিত খেলা। এজন্য সেভাবে খরচও নেই। তাঁদের উদ্দেশ্য একটাই, সকলে যেন মাদক ও মোবাইল ছেড়ে মাঠমুখী হয়। প্রথম পর্যায়ে তাঁদের টার্গেট অন্তত ১০০ জন ছাত্র-তরুণকে পাঞ্জার মাধ্যমে মোবাইল এবং মাদকের আসক্তি থেকে মুক্ত করা। আর সেই লক্ষ্যে ইতিমধ্যে ৩০ জনকে মাঠমুখী করা হয়েছে।

এলাকার বাসিন্দা শিক্ষক বিধানচন্দ্র রায় বলেন, 'অনলাইনে পড়াশোনার দৌলতে কিশোর-কিশোরীদের হাতে খুব সহজেই মোবাইল এসে পড়েছে। অভিভাবকদের লক্ষ রাখা দরকার মোবাইল নিয়ে বাচ্চারা আসলে কী করছে। স্থানীয় ক্লাবের ছেলেরা ভালো উদ্যোগ নিয়েছে। পাঞ্জা লড়াইয়ের মাধ্যমে ছাত্রদের মাঠমুখী করছে।' অনেককে সেখানে দেখা যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনিও।

মোবাইল গেমের আসক্তি দূর করতে অভিনব উদ্যোগ। -সংবাদচিত্র

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা পূর্ণিমা সর্দার - কে 28.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 56C 18357 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমি প্রায়শই ডিয়ার লটারির মাধ্যমে অনেককে কোটিপতি হওয়ার খবর শুনেছি কিন্তু আমি কোনদিন কল্পনা করতে পারিনি এটি আমার সাথে ঘটবে। একদিন আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলাম, কারণ টিকিটের মূল্য খুবই স্বল্প ছিল এবং বর্তমানে আমি একজন কোটিপতি, প্রথম পুরস্কার জয়লাভের মধ্য দিয়ে। আমার জীবনে এমন একটি পরিবর্তন ঘটানোর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

জল জমায় ভোগান্তি

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ১৭ জুন : রাস্তার ধারে জমে থাকা নোংরা জল আর তার থেকে ছড়ানো দুর্গন্ধে নাভিশ্বাস উঠেছে মালদার কালিয়াচক ইলেক্ট্রনিক নিউ মার্কেট এলাকার সাধারণের। স্থানীয় বাসিন্দা অর্চনা রায়ের কথায়, 'এত লোকের যাতায়াত, অথচ পরিবেশটা দেখলেই গা গুলিয়ে ওঠে।' আর জাতীয় সড়কের উপর এই বেহাল অবস্থা দিনকে দিন আরও ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। রাস্তার পাশে দোকানপাট, ব্যস্ত বাজার আর হাজার হাজার মানুষের চলাচলের রাস্তা এখন নোংরা জল আর কাদায় ভরা। স্কুল শিক্ষিকা রুবিনা খাতুন বিরক্তির সঙ্গে জানান, প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে তাঁকে স্কুলে যেতে হয়। একটু অসাবধান হলেই পিছলে পড়ার ভয় থাকে।

অর্থাৎ এখানে জাতীয় সড়ক মানেই– দোকানের সামনে নোংরা জল, দুর্গন্ধে মাথা ঘোরা আর হাঁটার সময় পিছলে যাওয়ার আশঙ্কা। সেইসঙ্গে চরম দুর্গন্ধে সমস্যায় পড়েছেন ব্যবসায়ীরাও। স্থানীয় দোকানদার আমিনুল ইসলামের কথায়, 'পচা জলের গন্ধে কেউ দোকানের সামনে দাঁড়াতেই চায় না।' বিজয় রায়, নাজমুল হাসানদের মতো দোকানদারদের গলাতেও শোনা যায় একই কথা। আর এইভাবে জল জমে থাকায় সমস্যায় যে শুধু ব্যবসায়ীরাই এমন নয়, বরং টোটোচালকদের পক্ষেও এই রাস্তা দিয়ে যাত্রী নিয়ে যাওয়া রীতিমতো চ্যালেঞ্জের বিষয়। টোটোচালক রাজা মিয়াঁর কথায়, 'জলের জন্য রিকশার চাকা আটকে যায় মাঝপথে।'

এলাকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত হলেও রাস্তাটি জাতীয় সড়কের আওতায় পড়ায় কাজ আটকে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। এ বিষয়ে কালিয়াচক-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জাসমিন খাতুনের বক্তব্য, 'রাস্তাটির সমস্যা নিয়ে বহুবার জানিয়েছি, ফোন করেও বলেছি কিন্তু তারা কানেই তুলছে না।' অন্যদিকে, জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক আধিকারিক বিশ্বজিৎ ঘোষের যুক্তি, 'এটা আমাদের কাজ নয়। ওটা মেইনটেনান্স ডিপার্টমেন্ট দেখে।' আর তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে জানানো হয় যে, রাস্তাটি নাকি প্রতি দু'দিন অন্তর পরিষ্কার করা হয়। যদিও বাস্তব চিত্র অবশ্য অন্য কথা বলে।

বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ নিউ মার্কেট ইলেক্ট্রনিক ব্যবসায়ী ইউনিয়নের সদস্য আবদুল হান্নান তীব্র আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

প্রয়াত সাহিত্যিক অমল বসু

বালুরঘাট, ১৭ জুন : দক্ষিণ দিনাজপুরে সাহিত্য জগতে অতি পরিচিত মুখ অমল বসু (৭৮) প্রয়াত হলেন। দীর্ঘদিন শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সোমবার তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উদ্বাস্তু বাঁশি, নদীর খোঁজে, নৌকার দীঘল চোখে জল, পোষা জলে বর্ণ বিবর্ণ, মাঝরাতের ফেরিওয়ালা– এসব তাঁর প্রকাশিত কবিতার বই। নদী ও পরিবেশের উপর একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বালুরঘাটের স্থানীয় পত্রিকা ‘দধীচি’-র সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। তাঁর সমস্ত লেখা পাঠক মহলে বিশেষভাবে প্রশংসিত ছিল। নিয়মিতভাবে নাটক দেখতে ভালোবাসতেন। অমল দীর্ঘদিন ধরেই বালুরঘাটের পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি পরিবেশপ্রেমী সংস্থা দিশারি সংকল্পের সভাপতি হওয়ার পাশাপাশি আত্রেয়ী নদী বাঁচাতে গড়ে ওঠা ‘আত্রেয়ী বাঁচাও আন্দোলন’-এর অন্যতম মুখ ছিলেন। জেলায় মেডিকেল কলেজ নিয়ে যে আন্দোলন হয়েছিল তাতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। পরিবেশবান্ধব সংগঠন বালুরঘাট সাইকেল কমিউনিটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন।

ছাগল নিয়ে বিবাদ

বালুরঘাট, ১৭ জুন : ছাগলের গাছ খেয়ে নেওয়াকে কেন্দ্র করে হুলুস্থুল কাণ্ড ঘটল দুটি পৃথক জায়গায়। প্রথম ঘটনাটি বালুরঘাট ব্লকের ভাটরা গ্রামের। ওই গ্রামের বাসিন্দা কৃষ্ণা পাহান বলেন, ‘আমার ছাগল অন্য বাড়িতে ঢুকে গাছ খেয়ে নিয়েছিল। তারপর সেই বাড়ির লোকজন এসে আমার বৃদ্ধ মাকে মারধর করে।’ এই নিয়ে তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাট ব্লকের আলিপুর গ্রামে। ওই গ্রামের বাসিন্দা মল্লিকা বর্মনের অভিযোগ, ‘প্রতিবেশী এক পরিবারের ছাগল, আমাদের বাড়িতে ঢুকে গাছ খেয়ে নিয়েছে। প্রতিবাদ করলে, ওই পরিবারের সদস্যরা এসে আমাদের বাড়িতে হামলা করে। তারপর আমাদের পরিবারের সকলকেই মারধর করতে শুরু করে। আমার বৃদ্ধা মা প্রবলভাবে আহত হয়েছেন। তাঁর পা ভেঙে গিয়েছে।’ দুটি ঘটনাতেই অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

দেহ উদ্ধার

রতুয়া, ১৭ জুন : মালদার রতুয়া-২ ব্লকের পুখুরিয়া এলাকায় বাড়ির পাশের আম বাগান থেকে এক মহিলার দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। মৃতের নাম সুমেলা বিবি (৪৫)। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। মৃতের দেওর শেখ সাজিদ বলেন, ‘ভোরবেলা বৌদি বাগানে গিয়েছিল আম কুড়োতে। দাদা বাড়ি ছিল না। নমাজ পড়তে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর আমাদের কাছে খবর আসে বাগানে বৌদির দেহ পড়ে রয়েছে। গলায় ফাঁস দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। আমাদের মনে হয় কেউ বা কারা বৌদিকে ধর্ষণ করে খুন করেছে।’ যদিও মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত থানায় ধর্ষণ বা খুনের কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

টুকরো খবর

ট্র্যাক্টর উলটে মৃত্যু

গঙ্গারামপুর, ১৭ জুন : গঙ্গারামপুর থানার মাহুরকিসমত এলাকায় ট্র্যাক্টর উলটে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম মেতাকাবের মিয়াঁ (২২)। তিনি পেশায় চাষি ছিলেন। সোমবার সকালে দুর্ঘটনাবশত একটি ট্র্যাক্টর উলটে যায়। সেই সময় তিনি জমিতে চাষ করছিলেন। ট্র্যাক্টরটি উলটে গিয়ে তাঁর ওপর পড়ে। তবে, ড্রাইভার লাফিয়ে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। এরপর আহত ব্যক্তিকে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

রেলের জমি অধিগ্রহণ

কালিয়াগঞ্জ, ১৭ জুন : মঙ্গলবার কালিয়াগঞ্জ-বুনিয়াদপুরে রেললাইন পাততে জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে সরকারি স্তরে প্রাথমিক আলোচনা সভা হল কালিয়াগঞ্জে। বৈঠক শেষে জমিদাতারা জানান, রেললাইন হলে কালিয়াগঞ্জের অনেক উন্নতি ঘটবে। তবে, জমির ন্যায্যমূল্য পেলে তবেই সরকারিভাবে জমি হস্তান্তর করা হবে।

কাজ শুরু

কুশমণ্ডি, ১৭ জুন : মঙ্গলবার কুশমণ্ডি ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের বাইরে কর্মরত মুহুরিরা পেন ডাউন তুলে নিলেন। গত শুক্রবার থেকে মুহুরিদের পেন ডাউন শুরু হয়। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দুর্নীতি কাণ্ডে মুহুরিদের নাম উঠে আসায় পেন ডাউন শুরু করেন মুহুরিরা। মুহুরি সংগঠনের কুশমণ্ডির সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ বলেন, ‘আজ বিকেল তিনটে থেকে আমরা স্বাভাবিকভাবে কাজ শুরু করেছি।’

স্মারকলিপি

রায়গঞ্জ, ১৭ জুন : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স কাউন্সিলের তরফে মঙ্গলবার ১৩ দফা দাবিপত্র উপাচার্য দীপককুমার রায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। শূন্যপদে নিয়োগ, গেস্ট টিচারদের স্যাক্ট হিসেবে মর্যাদা প্রদান সহ নানা দাবি রয়েছে তাদের। কাউন্সিলের সভাপতি দেবাশিস বিশ্বাস বলেন, ‘সমস্ত বিষয়গুলি উপাচার্যকে অবগত করেছি।’

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
প্রকৃত ও প্রতিবিম্ব।।
বক্সায় ছবিটি তুলেছেন রাজদীপ দে।

মানিকচকের স্কুলে পুলিশ, হুলুস্থুলে অভিভাবকরাও

বসব কোথায়, হাতাহাতি ছাত্রীদের

আজাদ

মানিকচক, ১৭ জুন : স্কুলে পুলিশ। কেন? দুই দল ছাত্রীর মধ্যে সংঘর্ষের কারণে। কোথায়? মানিকচকের এক বালিকা বিদ্যালয়ে। সংঘর্ষ কেন? অভিভাবক সহ একদল ছাত্রী স্কুলেরই আরেক দল ছাত্রীর বিরুদ্ধে প্রধান শিক্ষিকাকে অভিযোগ জানাতে গেলে আরেক পক্ষ চড়াও হয় বলে অভিযোগ। শুধু ছাত্রীদের নয়, অভিযোগ করতে আসা ছাত্রীদের মায়েদেরও নাকি ব্যাপক মারধর করা হয়।

মানিকচক থানা থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয় বটে, কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ- উভয়পক্ষই এখন নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে অভিভাবকদের কাঠগড়ায়। ঘটনার সূত্রপাত অবশ্য হয়েছিল সোমবার। নবম শ্রেণির ক্লাসে ছাত্রীদের বসার জায়গা নিয়ে বচসা শুরু হয়। পরে শুরু হয় হাতাহাতি। সেই মারামারিতে আহত হয় বেশ কয়েকজন ছাত্রী।

ক্লাস ক্যাপ্টেন এক কিশোরীকে বসে পড়ার নির্দেশ দেওয়ায় শুরু হয় মারধর। অভিযোগ, নবম শ্রেণির ক্লাস ক্যাপ্টেন সহ কয়েকজন কিশোরীকে ব্যাপক মারধর করা হয়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি অভিভাবকরা এসে তাদের উদ্ধার করে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। পরে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে মানিকচক থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

কী কী ঘটেছিল

- ক্লাস ক্যাপ্টেন এক কিশোরীকে বসে পড়ার নির্দেশ দেওয়ায় শুরু হয় মারধর
- অভিভাবকরা এসে তাদের উদ্ধার করে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান
- প্রধান শিক্ষিকাকে অভিযোগ জানাতে এসেছিলেন অভিভাবকরা, তাঁর সামনেই বেধড়ক মারধর করা হয় অভিভাবকদের

ক্যাপ্টেন ও তার পক্ষের ছাত্রীদের মায়েরা মঙ্গলবার প্রধান শিক্ষিকাকে অভিযোগ জানাতে স্কুল চত্বরে পৌঁছোতেই শুরু হয় হুলুস্থুল। দুই পক্ষের হাতাহাতিতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে স্কুল চত্বর। খবর পেয়ে পুলিশ আসে। তারপর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনায় স্কুল কর্তৃপক্ষের উপর খুব ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। এক অভিভাবক বলেন, ‘আমরা প্রধান শিক্ষিকাকে অভিযোগ জানাতে এসেছিলাম। আর তাঁর সামনে আমাদের বেধড়ক মারধর করা হল। পুলিশও দাঁড়িয়ে দেখল। সকলের সামনে মার খেলাম আমরা। কেউ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করল না।’

যদিও ঘটনার কথা পুরোপুরি স্বীকার করেননি ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। তাঁর বক্তব্য, ‘ছাত্রীদের মধ্যে স্কুলের বাইরে ঝামেলা হয়েছে। সেই সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র জানা ছিল না। আমার সামনে মারধরের যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ছাত্রীদের মধ্যে ঝামেলার খবর পেয়েই পুলিশকে ফোন করি। পুলিশ এসে সমস্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।’

এমন ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক কারণে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের খবর প্রায়ই পাওয়া যায়। কিন্তু শুধু ক্লাসে বসার জায়গা নিয়ে ছাত্রীদের মধ্যে বচসা থেকে হাতাহাতিতে অবাক এলাকার বাসিন্দারা। এবিষয়ে স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায়, ‘এমন ঘটনা আমাদের এলাকায় আগে কোনওদিন ঘটেনি। প্রচণ্ড নিন্দনীয় ঘটনা। স্কুল কর্তৃপক্ষের উচিত ঘটনার সম্পূর্ণ তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।’

তাঁরা জানিয়েছেন, এমন ঘটনা উদ্বেগের। পুলিশ বা প্রশাসনের কাছে না গিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকদের উচিত ছিল ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা। পরিস্থিতি এত জটিল হল কীভাবে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা।

মামলা না তোলায় হুমকি

মুরতুজ আলম

সামসী, ১৭ জুন : খুনের মামলা তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। নইলে সংশ্লিষ্ট পরিবারের সদস্যদের খুন করা হবে বলে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। এর জেরে ওই পরিবারের সদস্যরা রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা বাড়ি ছেড়ে বের হওয়া বন্ধ করেছেন। পাশাপাশি, এই ঘটনায় পুলিশ যাতে কড়া পদক্ষেপ করে সেই দাবিও জানিয়েছেন। গোটা বিষয়টি জানিয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। চাঁচল থানার এক আধিকারিকের বক্তব্য, ‘অভিযুক্তদের প্রত্যেককে থানায় ডাকা হয়েছে।’

২০২০ সালের ৩ নভেম্বর ঘটনার সূত্রপাত। চাঁচল-২ ব্লকের চন্দ্রপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের যদুপুর গ্রামে মোমরেজ হোসেনকে গুলি করে খুন করা হয়। ওই খুনের ঘটনায় একই পরিবারের সুকবর আলি ও তার ভাই আমিনুল হক এবং সুকবর আলির ছেলে মান্নান আলির নাম জড়ায়। অভিযুক্তরা জেল খেটে আসার পর বর্তমানে জামিনে মুক্ত রয়েছে। অভিযোগ, অভিযুক্তরা খুনের মামলা তোলার জন্য মৃত মোমরেজ হোসেনের পরিবারের ওপর ক্রমাগত চাপ তৈরি করছে। এর জেরে পরিবারটি আতঙ্কে রয়েছে। তবে তারা ময়দান ছাড়তে নারাজ। মোমরেজের স্ত্রী গুলসান আরা বিবি বললেন, ‘আমি কিছুতেই মামলা তুলব না। সে আমাকে যতই ভয় দেখানো হোক। আইনের পথেই অভিযুক্তদের উপযুক্ত সাজা আমি চাই।’ গুলসান আরার আরও অভিযোগ, খুনের মামলা তোলার জন্য গ্রামের কিছু মোড়লও অভিযুক্তদের হয়ে চাপ দিচ্ছেন।

থানায় অভিযোগ জানিয়ে বেরিয়ে আসছেন বিবি গুলসান আরা।

> আমি কিছুতেই মামলা তুলব না। সে আমাকে যতই ভয় দেখানো হোক। আইনের পথেই অভিযুক্তদের উপযুক্ত সাজা আমি চাই।
>
> -বিবি গুলসান আরা
> *মোমরেজের স্ত্রী*

মামলাটি তুলে নেওয়ার জন্য নজরুল ইসলাম নামে যদুপুর গ্রামের এক মোড়ল নোটিশ জারি করে যদুপুর বুলেট ক্লাবে এক সালিশি সভাও ডেকেছেন বলে খবর। চাঁচল থানার এক আধিকারিক বললেন, ‘যাতে কোনও সালিশি সভা না করা হয় সে বিষয়ে গ্রামের মোড়লদের সতর্ক করা হয়েছে।’

চার বছরেও হল না পরিকাঠামো

পরিত্যক্ত হস্টেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৭ জুন : বয়স বাড়লেও, কলেবরে বাড়ছে না দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এর ফলে ছাত্র সংখ্যাও দিন-দিন কমছে। স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের পরেও রয়েছে নানা সমস্যা। ভবন নির্মাণের জন্য অর্থের বরাদ্দ চেয়ে চিঠি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য পরিকাঠামো উন্নয়নের অনুমোদন চেয়ে শিক্ষা দপ্তরে চিঠি পাঠানো হলেও উত্তর পাচ্ছেন না উপাচার্য। পরিকাঠামোহীন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া পড়ুয়াদের কীভাবে পরিষেবা দেওয়া যাবে তা নিয়ে চিন্তায় নতুন উপাচার্য প্রণব ঘোষ। সমস্যা নিয়ে বলার ইচ্ছে থাকলেও আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করার তারিখ পাওয়া যাচ্ছে না, সেটারই অপেক্ষায় তিনি।

এর আগের উপাচার্যদের রাজ্যপাল নিয়োগ দিয়েছেন বলেই, শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে নাকি সংঘাত থাকত। আর তাই দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কপালে জুটত না কোনও বরাদ্দ। ২০২১ সাল থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র তিনটি বিষয় নিয়ে ভাড়াবাড়িতে পঠনপাঠন চালু হয়েছিল। তার পাশাপাশি এই এলাকাতেই ১১ একর জমিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীর নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকেই ভবন নির্মাণের জন্য আর কোনও অর্থবরাদ্দ হয়নি।

অথচ এবারের উপাচার্য রাজ্য ও রাজ্যপালের সম্মতিতেই নিয়োগ পেয়েছেন। গত জানুয়ারি মাসে দায়িত্ব নিয়েই পূর্ত দপ্তরের কাছে পাওয়া ডিপিআর ও প্রায় ৪০ কোটির আর্থিক বরাদ্দ চেয়ে উচ্চশিক্ষা দপ্তরে চিঠি দিয়েছেন তিনি। কিন্তু এখন পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে সাড়া মেলেনি। কোনও স্থায়ী ভবন, কর্মী কিছুই জোটেনি। ভবনের অভাবে ওই বিশ্ববিদ্যালয় এ বাড়ি সে বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বর্তমানে একটি বেসরকারি বিএড কলেজের অব্যবহৃত হস্টেলে এই বিশ্ববিদ্যালয় চলছে। তবে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সমস্যা হচ্ছে বলে জেলা শাসকের কাছে একটি অস্থায়ী ভবন পেতে আবেদন জানিয়েছিলেন উপাচার্য। তাও নাকচ হয়ে গিয়েছে।

হাজারো সমস্যা

- দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী কোনও বিল্ডিং নেই
- আপাতত বেসরকারি কলেজের হস্টেলেই চলছে পঠনপাঠন
- অফিসঘরের একপ্রান্তে কিছু বইপত্র রেখে চলছে ‘লাইব্রেরি’
- নেই কোনও স্থায়ী অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, কমছে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা

এছাড়াও অতিথি শিক্ষক, অতিথি কন্ট্রোলার, রেজিস্ট্রার দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করা হচ্ছে। একটি অফিস ঘরের মধ্যেই এক প্রান্তে কিছু বইপত্র রেখে লাইব্রেরি করে পরিষেবা দেওয়ার কাজ চলছে। এহেন ‘নামেই’ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রমাগত ছাত্র সংখ্যা কমে যাচ্ছে। প্রথম শিক্ষাবর্ষে প্রায় দেড়শো জন পড়ুয়া ভর্তি হলেও, তারপর থেকেই প্রতিবছর নিয়ম করে ছাত্র ভর্তি কমেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। ২০২৩-’২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রায় ১২০ জন পড়ুয়া ভর্তি হলেও, ২০২৪-’২৫ শিক্ষাবর্ষে ১০০ জনেরও কম পড়ুয়া ভর্তি হয়েছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে।

উপাচার্য প্রণব ঘোষ বলেন, ‘শিক্ষা দপ্তরে গিয়ে সমস্যা নিয়ে কথা বলব। কিন্তু দেখা করার তারিখ মিলছে না, তারিখ মিললেই কলকাতা যাব।’ রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মনের কথায়, ‘উচ্চশিক্ষা দপ্তরের বিষয়গুলি সরাসরি মন্ত্রী ব্রাত্য বসুই দেখেন। তবে উপাচার্য সরাসরি অথবা জেলার মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করলে নিশ্চয়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি হবে।’

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদারের কথায়, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কোনওমতেই চান না মানুষ শিক্ষা লাভ করুক। আমিও সাংসদ হিসেবে রাজ্যকে চিঠি দিয়েছি, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্যে।’

বধূ নির্যাতন

বালুরঘাট, ১৭ জুন : পারিবারিক বিবাদের জেরে এক বধূকে মারধর করার অভিযোগ উঠল তাঁর শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। বালুরঘাট হাসপাতাল থেকে রেফার করায় বর্তমানে মালদা মেডিকেল কলেজে ওই বধূ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে বলে অভিযোগ প্রতিবেশীদের। তাঁরাই ওই বধূকে বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। বধূর ভাই সুজিত তিরকি বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ, প্রায় ১৪ বছর আগে বালুরঘাটের জলঘর গ্রাম পঞ্চায়েতের ত্রিকূলে ওই মহিলার বিয়ে হয়েছিল। তাঁর সন্তান রয়েছে। বিয়ের পর থেকেই নানা কারণে, অকারণে ওই মহিলাকে মারধর করা হত। বালুরঘাট থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

গ্রেপ্তার ১

কালিয়াগঞ্জ, ১৭ জুন : নাবালিকা অপহরণের অভিযোগে সোমবার ফতেপুর এলাকা থেকে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের নাম বিকাশ কর্মকার। তার বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর ব্লকে। কিছুদিন আগে কালিয়াগঞ্জ থানায় এক নাবালিকা অপহরণের অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগের দুই দিন পর তাকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জের একটি হোমে রাখার ব্যবস্থা করে পুলিশ। শারীরিক পরীক্ষার পর ওই নাবালিকা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গোপন জবানবন্দি দেয়।

নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে রিপোর্ট প্রশাসনকে

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৭ জুন : চিকিৎসার গাফিলতিতে প্রসূতি ও সদ্যোজাতর মৃত্যুর অভিযোগে পরিবার সরব হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ডিস্ট্রিক্ট সারভেলান্স টিম সোমবার কালিয়াচকের ওই নার্সিংহোমে হানা দেয়। পরে নার্সিংহোমের পরিস্থিতি দেখে দলের সদস্যদের চোখ রীতিমতো কপালে। তদন্তের পুরো রিপোর্ট মঙ্গলবার জেলা প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিকে, জেলাজুড়ে নার্সিংহোম, ডায়াগনস্টিক সেন্টারের দালালরাজের প্রতিবাদে বিজেপি এদিন বিক্ষোভ দেখায়। প্রতীকী শবদেহ নিয়ে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ চলতে থাকে।

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, ওই নার্সিংহোমে অপারেশন থিয়েটার সহ একাধিক জায়গায় মেয়াদ উত্তীর্ণ ইনজেকশন ও ওষুধের হদিস মিলেছে। নার্সিংহোম চত্বরের মধ্যেই বায়োমেডিকেল ওয়েস্ট পোড়ানোর নমুনাও পাওয়া গিয়েছে। চিকিৎসাধীন এক মহিলার ব্লাড প্রেশার ১৮০/১১০০ হিসেবে লেখা ছিল। কী করে এভাবে প্রেশারের মাপ লেখা হয় তা তদন্তকারীদের প্রশ্ন। সব মিলিয়ে ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের ওপর তদন্তকারীরা খুবই রুষ্ট। সমস্ত তথ্য জেলা প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট হিসেবে তুলে দেওয়া হয়েছে। জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, ‘স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে কোনও গাফিলতি আমরা বরদাস্ত করব না। ইতিমধ্যে একাধিক নার্সিংহোম ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে। সম্প্রতি কালিয়াচকের একটি নার্সিংহোমেও বেশ কিছু গাফিলতি নজরে এসেছে। এদিন সে বিষয়ে রিপোর্ট জমা পড়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী আমরা উপযুক্ত পদক্ষেপ করব।’

বিজেপির রাজ্য যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় বলেন, ‘কোনও রোগী ভর্তি হলেই কিছু দালাল ভুল বুঝিয়ে রোগীদের নার্সিংহোমে পাঠিয়ে দিচ্ছে। শাসকদলের মদতপুষ্ট লোকজন একের পর এক নার্সিংহোম খুলছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার নামে সেখানে মানুষকে লুট করা হচ্ছে।’ বিজেপির অভিযোগ, কোনও রোগী গেলেই একগাদা টেস্ট লিখে দেওয়া হচ্ছে। বিশ্বজিতের কথায়, ‘প্রতিবাদে আমরা প্রতীকী শব নিয়ে এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন করছি। এসব চলতে থাকলে আমরা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে ঘেরাও করতে বাধ্য হব।’ এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বিজেপির রাজ্য যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়, সংগঠনের জেলা সভাপতি শুভঙ্কর চম্পটি, কাউন্সিলার সুতপা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

স্বেচ্ছাশ্রমে রাস্তা সংস্কারে এগিয়ে এলেন গ্রামবাসী

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ১৭ জুন : রাস্তার কঙ্কালসার অবস্থা, যার জেরে যাতায়াতে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছিল বহুদিন ধরেই। বহু জায়গায় রাস্তা সংস্কারের জন্য লিখিতভাবে আবেদন জানানো হলেও কোনও লাভ হয়নি। এই অবস্থায় বেহাল রাস্তা সংস্কারের কাজে এগিয়ে এলেন খোদ গ্রামবাসীরাই। ঘটনাটি বংশীহারীর এলাহাবাদ পঞ্চায়েতের চকচাঁদমুক উত্তর লক্ষ্মীপুর এলাকার।

রাঙ্গাপুকুর পাড়ার শেষপ্রান্ত থেকে চকচাঁদমুক হয়ে উত্তর লক্ষ্মীপুর পর্যন্ত ৮০০ মিটার কাঁচা রাস্তা রয়েছে। বহুবছর ধরে রাস্তাটি সংস্কার না হওয়ায় বর্তমানে কার্যত কঙ্কালসার অবস্থা। বিশেষত বর্ষার সময় ওখান দিয়ে চলাফেরা করা কার্যত দায় হয়ে ওঠে। সেসময় ঘুরপথে কয়েক কিলোমিটার পথ অতিরিক্ত পেরিয়ে জনজীবন স্বাভাবিক রাখেন এলাকাবাসী। উত্তর লক্ষ্মীপুর গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়াও আশপাশে রয়েছে চকচাঁদমুক, রাঙ্গাপুকুর, চাকলাকুরি সহ বেশ কয়টি গ্রাম। এই গ্রামগুলির প্রায় ৩০০টি পরিবার যাতায়াতের জন্য এই রাস্তার ওপরেই নির্ভরশীল। অথচ সামান্য বৃষ্টি হলেই সেই রাস্তায় একহাঁটু কাদা হয়ে যায়। তখন যানবাহন তো বটেই এমনকি পায়ে হেঁটে যাতায়াত করাও কার্যত দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

স্বেচ্ছাশ্রমে রাস্তা সংস্কার উত্তর লক্ষ্মীপুরে। -সংবাদচিত্র

এমনকি এই গ্রামের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লেও রাস্তা খারাপের জন্য কোনও অ্যাম্বুল্যান্স এখানে প্রবেশ করতে পারে না। এই গ্রামের শিক্ষকদের বর্ষার সময় পাশের গ্রাম নারায়ণপুরে বাইক রেখে পায়ে হেঁটে স্কুলে যেতে হয়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, প্রশাসনের সকল স্তরের আধিকারিককে লিখিতভাবে অভিযোগ জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত সমস্যার কোনওরকম সমাধান হয়নি। এমনকি একাধিকবার অবরোধ, ভোট বয়কট থেকে শুরু করে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হলেও কোনও লাভই হয়নি। প্রশাসন বরাবরের মতো কোনও উদ্যোগই নেয়নি। আর দীর্ঘদিন ধরে এভাবে সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় সকলের। একপ্রকার প্রশাসনের প্রতি আস্থা হারিয়ে রবিবার সকাল থেকে গ্রামবাসীরা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে রাস্তা সংস্কারের কাজে লেগে পড়েন। এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা বিপ্লব মাহাতো বলেন, ‘বাম আমলে একবার এই রাস্তা সংস্কারের কাজ হয়েছিল। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত এই রাস্তা সংস্কারের জন্য কোনওরকম কাজ হয়নি। প্রশাসনের প্রতি আস্থা হারিয়ে আমরা সকলে মিলে রাস্তা সংস্কারের কাজে নামতে বাধ্য হয়েছি।’ এই কাজে হাত লাগান বয়স্ক থেকে শুরু করে কচিকাঁচারাও।

বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগ করা হয়েছিল এলাহাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঊর্মিলা পারভিনের সঙ্গে। তিনি জানিয়েছেন, এলাকার রাস্তার কাজের জন্য বুথ লেভেল থেকে বিষয়গুলি উঠে আসে। এখনও পর্যন্ত মেম্বারদের পক্ষ থেকে রাস্তাটির কথা উঠে আসেনি। আগামীদিনে মিটিংয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালত

ই-সেবাকেন্দ্র চালু

বুনিয়াদপুর, ১৭ জুন : গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে ই-সেবাকেন্দ্রের উদ্বোধন হল। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জজ মানস বসু মঙ্গলবার বিকেলে এই কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন। আদালতের বিচার ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করতে এই ই-সেবাকেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করা হচ্ছে। এখন থেকে মামলার বর্তমান অবস্থা, পরবর্তী শুনানির তারিখ, সংশোধনাগারে বন্দি ব্যক্তির আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করার জন্য এই কেন্দ্র থেকে ই-মুলাকাত বুকিং করা যাবে। ই-মুলাকাত বুকিংয়ের মাধ্যমে সংশোধনাগারে বন্দিদের সঙ্গে দেখা করা সহজ হবে। আদালতের বিচারকরা ছুটিতে আছেন কি না তা এই ই-সেবাকেন্দ্র থেকে জানা যাবে।

এছাড়া জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, হাইকোর্ট আইনি পরিষেবা সমিতি এবং সুপ্রিম কোর্ট আইনি পরিষেবা সমিতি থেকে কীভাবে বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা পাওয়া যায় সে সব বিষয়েও এই কেন্দ্র থেকে তথ্য মিলবে। অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ মেলিসা গুরুং, সিভিল জজ দেবাশিস বর্মন, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোস্তাক আলম প্রমুখ এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

জেলা জজ মানস বসু বলেন, ‘সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের নির্দেশে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে ই-সেবাকেন্দ্র খোলা হল।’

রথ তৈরির ব্যস্ততা। মঙ্গলবার মানিকতলার ক্যানাল স্ট্রিটে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

চিকিৎসা ব্যয় লাগামে বিল

আলোচনায় পিছিয়ে বিজেপি

কলকাতা, ১৭ জুন : রাজ্যে বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলিতে চিকিৎসার খরচে লাগাম টানতে চলতি আইনের সংশোধন করে বিল পাশ করল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার বিধানসভায় এই লক্ষ্যে পাশ হয়েছে 'দ্য ওয়েস্টবেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্টস (রেজিস্ট্রেশন, রেগুলেশন অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি) সংশোধিত বিল ২০২৫'। বিলের মোদ্দা কথা, প্যাকেজে চিকিৎসা হলে নির্ধারিত টাকার বেশি রোগীর কাছে দাবি করা যাবে না। যদিও বিরোধীদের দাবি, এই বিলে অনেক খামতি রয়েছে।

এই বিল পাশকে কেন্দ্র করে আরজি কর সহ রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে সরকারের সমালোচনার সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারল না বিজেপি। বালুরঘাটের বিধায়ক অশোক লাহিড়ি ছিলেন এদিনের মূল বক্তা।

বিলে আরও স্বচ্ছতার দাবি করে তিনি বলেন, 'বেসরকারি হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসা ও খরচ সংক্রান্ত রেকর্ড যদি রাখা সম্ভব হয়, তাহলে সরকারি হাসপাতালে তা প্রযোজ্য হবে না কেন?'

জবাবি ভাষণে চন্দ্রিমা বলেন, 'সরকার নিখরচায় চিকিৎসা পরিষেবা দেয়। তাই সরকারি হাসপাতালে ওই রেকর্ডের প্রয়োজন নেই। এই বিলের উদ্দেশ্য বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থায় লাগামহীন খরচে রাশ টানার চেষ্টা।'

তবে বেসরকারি হাসপাতাল নিয়ে একাধিক অভিযোগ এদিন উঠে এসেছে শাসকদলের থেকেই। বিধানসভার স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান নির্মল মাজি বলেন, 'কিছু নেতার মদতে কিছু নার্সিংহোম গজিয়ে উঠেছে। এমন খবর আসে, যেখানে একবার সিটি স্ক্যান প্রয়োজন সেখানে তিনবার করা হয়। ভেন্টিলেশনে ডেডবডি রেখে দেওয়া হয় মৃত ঘোষণা না করে।

তবে নির্মলের এই সমালোচনাকে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হিসেবেই দেখছে বিজেপি। তাই কুকুরের ডায়ালিসিসের প্রসঙ্গ তুলে তাকে খোঁচা দিতে ছাড়েননি বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল। চন্দ্রিমার মতে, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার সবটা সরকারের পক্ষে এককভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। সেই কারণে গরিব মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় এই ধরনের বিলের মাধ্যমে কিছুটা লাগাম টানার চেষ্টা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ফের প্রাথমিকে নিয়োগে সুযোগ

কলকাতা, ১৭ জুন : ফের এনআইওএস থেকে ডিএলএড উত্তীর্ণদের ২০২২ সালের প্রাথমিক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশ দেন, এই বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ মামলকারীদের সুযোগ দেবে। ৩০ মে নথি যাচাইয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। তারপরই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এনআইওএস থেকে ডিএলএড উত্তীর্ণ একাধিক চাকরিপ্রার্থী। বিচারপতি আগেই তাঁদের আবেদনে সম্মতি দিয়েছিলেন।

এদিন আরও চাকরিপ্রার্থীদের আবেদনে বিচারপতির নির্দেশ, পর্ষদ এই চাকরিপ্রার্থীদের অন্যান্য সমস্ত নথি যাচাই করবে। সেখান থেকে যোগ্যদের যাচাই করে মেধাতালিকা তৈরি করবে। মেধা তালিকায় থাকা প্রার্থীদের নিয়োগে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। সেইসঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য দু'বছর ডিএলএড কোর্স বাধ্যতামূলক।

আইনজীবী সেল

কলকাতা, ১৭ জুন : রাজ্যের জেলাস্তরে শাসকদল তৃণমূলের আইনজীবী সেলের সব ধরনের কমিটি ভেঙে দেওয়া হল। নতুন করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে কমিটি গড়া হবে। তার ওপর বিস্তারিত আলোচনা করতে বুধবার টাউন হলে তৃণমূলের আইনজীবী সেলের সব সদস্যকে বৈঠকে ডেকেছেন নতুন চেয়ারপার্সন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

বিধানসভায় হিসাব পরিবহণমন্ত্রীর

'রাজ্যে কমছে পথ দুর্ঘটনা'

কলকাতা, ১৭ জুন : গত কয়েক বছরে রাজ্যে পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেক কমেছে। মঙ্গলবার বিধানসভায় শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে এই কথা জানালেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। ২০১৫ সালে যেখানে রাজ্যে ১৭ হাজারেরও বেশি দুর্ঘটনা হয়েছিল, সেখানে গত বছর ১৩ হাজারের কম পথ দুর্ঘটনা হয়েছে।

এদিন স্নেহাশিস বলেন, 'ব্ল্যাক স্পটে বিধিনিষেধ জোরদার করা হয়েছে। স্পিড ম্যানেজমেন্ট পলিসি এনেছে রাজ্য সরকার। যদিও আমরা চাই না একটি দুর্ঘটনাও ঘটুক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' কর্মসূচির জন্যই পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা কমানো সম্ভব হয়েছে। কোন রাস্তায় কত গতিতে গাড়ি চলতে পারবে, তা নিয়েও রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে দিয়েছে। দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ ও প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারিও জোরকদমে চলছে।'

এদিন বিধানসভায় রীতিমতো পরিসংখ্যান তুলে ধরে পরিবহণমন্ত্রী বলেন, '২০১৫ সালে রাজ্যে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা ছিল ১৭৫৫৫টি। ২০২৩ সালে দুর্ঘটনার সংখ্যা কমে হয়েছে ১৩৯৯৫টি। ওই বছর সড়ক দুর্ঘটনার জেরে ১৫১ জনের মৃত্যু হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে রাজ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় মোট ৫৯৬৩

> স্কুল, কলেজে সচেতনতামূলক প্রচার, ব্ল্যাক স্পট চিহ্নিতকরণ ও নিয়মিত রোড সেফটি কমিটির বৈঠকের ফলেই দুর্ঘটনা কমানো সম্ভব হয়েছে।
>
> **স্নেহাশিস চক্রবর্তী**
> *পরিবহণমন্ত্রী*

জনের মৃত্যু হয়েছিল। ক্ষতিগ্রস্তদের ১৯২৩টি আবেদন খতিয়ে দেখে রাজ্য ইতিমধ্যেই ৩৮ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছে।' মন্ত্রী বলেন, 'স্কুল, কলেজে সচেতনতামূলক প্রচার, ব্ল্যাক স্পট চিহ্নিতকরণ ও নিয়মিত রোড সেফটি কমিটির বৈঠকের ফলেই দুর্ঘটনা কমানো সম্ভব হয়েছে। কলকাতাতেও দুর্ঘটনার হার কমেছে। বিমানবন্দরের সঙ্গে সংযোগকারী ১০টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় গাড়ির গতিবিধির ওপর নজরদারি চালাতে একটি অ্যাপ্লিকেশন পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে চালু করা হয়েছে।'

বেতন-রিপোর্ট প্রকাশে নির্দেশ

কলকাতা, ১৭ জুন : ষষ্ঠ বেতন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ১ জুলাইয়ের মধ্যে রাজ্যের বেতন কমিশনের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে সুপারিশ প্রকাশ করতে বললেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। দেবপ্রসাদ হালদার নামে এক সরকারি কর্মী এই নিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন। অভিযোগ, অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এই সংক্রান্ত কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি। কিন্তু বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মামলায় রাজ্য দাবি করেছে, তারা ষষ্ঠ পে কমিশন মেনে চলছে। মঙ্গলবার এই মামলায় বিচারপতি সিনহা প্রশ্ন করেন, 'কবে জনসমক্ষে রিপোর্ট আসবে? পাবলিক ডোমেনে রিপোর্ট সামনে আনা হচ্ছে না কেন?' তারপরই সুপারিশ প্রকাশ করার নির্দেশ দেন বিচারপতি।

তিনি এদিন মন্তব্য করেন, 'বেতন কমিশনের সুপারিশ লুকোনোর বিষয় নয়। কোনও গোপন নথি নয়। তাহলে এত গোপনীয়তা কেন? যদিও রাজ্যের তরফে কোনও সদুত্তর দেওয়া হয়নি।

রাজ্যের ষষ্ঠ বেতন কমিশনের প্রথম, দ্বিতীয় ও পুরো অংশের সুপারিশ এখনও পর্যন্ত সামনে আনা হয়নি। আবেদনকারী তথ্যের অধিকার আইনে অর্থদপ্তরের কাছে এই সুপারিশ সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রশ্ন, বিধানসভায় যদি রিপোর্ট পেশ না হয়ে থাকে, তাহলে অর্থদপ্তর কোন রিপোর্টের ভিত্তিতে কার্যকর করল ও সেই সুপারিশের কপিটি কোথায়? উল্লেখ্য, অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকারের নেতৃত্বে কাজ করে ষষ্ঠ বেতন কমিশন। রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা ষষ্ঠ বেতন কমিশনের হিসেবে বেতন ও ডিএ পেয়ে থাকেন।

একদিনেই ৭০০ আবেদন এসএসসি-তে

কলকাতা, ১৭ জুন : স্কুল সার্ভিস কমিশন নতুন নিয়োগের জন্য অনলাইন আবেদন নিতে শুরু করেছে সোমবার। চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষকরা আবেদন করবেন না তা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেও এসএসসি সূত্র বলছে, ইতিমধ্যেই আবেদন করেছেন ৭০০ জনের বেশি। মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও এই তথ্যকে সমর্থন করেছেন। তার মধ্যেই এদিন নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির জন্য সহকারী শিক্ষকের শূন্যপদ নিয়ে তালিকা তৈরি করে এসএসসি-কে পাঠিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। নবম-দশম স্তরে বিষয়ভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা ২৩ হাজারেরও বেশি। একাদশ-দ্বাদশ স্তরে শূন্যপদ রয়েছে ১২ হাজারেরও বেশি।

নবম-দশম স্তরে মোট ঘোষিত ১১টি বিষয়ের শূন্যপদের মধ্যে সবথেকে বেশি শূন্যপদ রয়েছে ভৌত বিজ্ঞানে। সেখানে শূন্যপদের সংখ্যা ৪৩৫২। গণিতে ৩৯২২টি, ভূগোলে ১৮৪০টি, বাংলায় ৩০২৪টি, ইংরেজিতে ৩৩৩৬টি, ইতিহাসে ২১৪৯টি ও জীবন বিজ্ঞানে ৩৯১১টি শূন্যপদ রয়েছে। একাদশ-দ্বাদশ স্তরে ঘোষিত ৩৫টি বিষয়ের শূন্যপদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শূন্যপদ রয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে। এখানে শূন্যপদের সংখ্যা ১৩৭৩। জীববিদ্যায় ৯১৯টি, বাংলায় ৩৯০টি, অর্থনীতিতে ৫০৬টি, ইতিহাসে ৫৭২টি, ইংরেজিতে ৫৯৪টি, পদার্থবিদ্যায় ৮৮১টি, গণিতে ৭৮৫টি, রসায়নে ১১৯৪টি ও এডুকেশনে ১১৪৭টি শূন্যপদ রয়েছে।

৩৫ হাজারেরও বেশি শূন্যপদ থাকলেও কতজন নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আবেদন করবেন, সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সোমবার বিকাল ৫টায় আবেদন প্রক্রিয়া শুরুর কথা থাকলেও ওয়েবসাইট খোলে প্রায় ৫ ঘণ্টা দেরিতে। সেই নিয়েও সমালোচনার মুখে পড়েছে এসএসসি।

অনশনেই শিক্ষকরা

কলকাতা, ১৭ জুন : পুনর্নিয়োগ পরীক্ষায় বসতে নারাজ অধিকাংশ 'যোগ্য' শিক্ষক। মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু তাঁদের এই সিদ্ধান্তকে 'হঠকারী' বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর পরামর্শ, 'এটা সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন বিষয়। যাঁরা পরীক্ষায় বসতে চান না, তাঁরা সরাসরি উচ্চ আদালতের সঙ্গে গিয়ে যোগাযোগ করুন। ইতিমধ্যেই স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ পরীক্ষায় আবেদন করা শুরু করে দিয়েছেন অনেকেই।'

অবশ্য এদিনও 'যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ'-এর প্রতিনিধিরা শিক্ষামন্ত্রী ও এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারকে চিঠি পাঠিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, 'সকলের চিঠির রিসিভ কপি বিকাশভবন না দিলেও বেশ কিছু জনের চিঠি গ্রহণ করেছে।'

এদিন বিধাননগর (উত্তর) থানার তরফে আবারও শিক্ষক কৃষ্ণকান্ত রায়কে তলব করা হয়। তিনি হাজিরা দিয়েছেন। ১০ জন শিক্ষক অনশন শুরু করার প্রায় ৪৮ ঘণ্টা পেরোনোর পরেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তবু অনশন আন্দোলন প্রত্যাহার করেননি চাকরিহারারা। বিকাশভবনের অনতিদূরে সেন্ট্রাল পার্কের অনশন মঞ্চে এদিন অনশনে যোগ দিয়েছেন মুর্শিদাবাদের দিয়ারা হাজি নেসারত মল্লিক হাইস্কুলের দৃষ্টিহীন শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ সাহা। তাঁর মত, 'শিক্ষামন্ত্রীকে বলুন, অযোগ্যদের আলাদা করে তালিকা প্রস্তুত করতে। তবেই আমরা পরীক্ষায় বসব।'

কালিগঞ্জে প্রচারে সুকান্ত ও শুভেন্দু

কলকাতা, ১৭ জুন : কালিগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনে প্রচারের শেষদিনে সুকান্ত মজুমদার-শুভেন্দু অধিকারীর জোড়া ফলাতেও লোক টানতে পারল না বিজেপি। তবে সেই খামতি পুষিয়ে দিতে ভোটের মুখে ওবিসি মামলায় আদালতের অন্তর্বর্তী রায়কেই এদিন হাতিয়ার করেছেন সুকান্ত-শুভেন্দু।

১৯ জুন কালিগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচন। তার আগে এদিনই ছিল প্রচারের শেষদিন। সেই উপলক্ষ্যে দলীয় প্রার্থী আশিস ঘোষের সমর্থনে এদিন একসঙ্গে মিছিল করেন সুকান্ত-শুভেন্দু। কিন্তু মিছিলে আশানুরূপ লোক হয়নি বলে আক্ষেপ বিজেপির একাংশের। দলের স্থানীয় কর্মীদেরও সেভাবে চোখে পড়েনি। অভিযোগ কার্যত স্বীকার করে নিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'আবহাওয়া খারাপ ছিল। দলের কর্মীদের বলেছি ভিজে অসুস্থ হয়ে না পড়ে এলাকায় থাকুন। নাহলে ভোটের দিন তৃণমূলের চোরেরা ভোটলুট করবে।' কালিগঞ্জের ভোটে আসন জেতা বিজেপির লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য বিগত লোকসভার ভোটে দলের ৪৩ শতাংশ ভোট ধরে রাখা। আপাতত কালিগঞ্জের এই উপনির্বাচনই বিজেপির কাছে অ্যাসিড টেস্ট।

সাফাই মন্ত্রীর

কলকাতা, ১৭ জুন : খিদিরপুরের অরফ্যানগঞ্জ বাজার ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার জন্য সরকারের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগের আঙুল উঠেছিল। এদিন বিধানসভায় দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু বলেন, 'আগুন লাগার পর প্রথম খবর আসে রাত ২টো ৫ মিনিটে। তার ১০ মিনিটের মধ্যে দমকলের তিনটি গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। পরে মোট ২০টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায়।' ফলে দমকল দেরিতে পৌঁছেছিল এই দাবি সঠিক নয়।

চটি কাণ্ডে সরব তৃণমূল

শেষপর্যন্ত ক্ষমা চাইলেন সুকান্ত

কলকাতা, ১৭ জুন : চটি কাণ্ডে ধাক্কা খেয়ে শেষপর্যন্ত ক্ষমা চাইতে হল বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে। যদিও এদিন শিখ সম্প্রদায়ের একাংশকে কাজে লাগিয়ে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামে বিজেপি। এই ইস্যুতে ভোটের আগে শিখ সম্প্রদায়ের আবেগকে কাজে লাগাতে চেয়েছে তৃণমূল। এমনটাই দাবি বিজেপির।

মহেশতলা অভিযানের দিন জিঞ্জিরা বাজারে পুলিশের কাছে বাধা পেয়ে কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর

> এই অনিচ্ছাকৃত ঘটনায় যদি কোনও শিখ ভাই বা বোনের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগে থাকে তবে আমি বিনম্রভাবে তাঁদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**

বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন সপার্ষদ সুকান্ত। কিন্তু শেষপর্যন্ত পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হতে হয় সুকান্ত সহ বিজেপি নেতাদের। গ্রেপ্তারের সময় পুলিশকে লক্ষ্য করে কাগজের তৈরি চটি ছোড়েন সুকান্ত।

এরপরই তৃণমূল অভিযোগ করে, পাগড়ি পরা এক শিখ সম্প্রদায়ের পুলিশকে চটি ছুড়েছেন সুকান্ত। সোমবার বিধানসভায় এই প্রসঙ্গ তুলে সুকান্তকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে, অমৃতসরের শিরোমণি গুরদোয়ারা প্রবন্ধক কমিটির সভাপতি হরজিন্দর সিং ধামি এক প্রেস বার্তায় এই ঘটনার জন্য সুকান্তকে তীব্র আক্রমণ করেন। রাজ্যের সমস্ত শিখ সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সুকান্ত ও বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হওয়ার আবেদনও জানান তিনি।

ধামির এই প্রেস বার্তার পরই নড়েচড়ে বসেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। ভবানীপুরের মতো এলাকার শিখ সম্প্রদায়ের একাংশও বিজেপি নেতৃত্বের কাছে তাঁদের ক্ষোভ জানিয়ে বার্তা পাঠান। এরপরই এদিন এক্স হ্যান্ডেলে শিখ সম্প্রদায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন সুকান্ত।

তিনি লেখেন, 'পুলিশের উদ্দেশে ছোড়া একটি প্ল্যাকার্ড দুর্ঘটনাবশত আমার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক সিআইএসএফ কর্মীর পবিত্র পাগড়ির ওপর পড়ে। এই অনিচ্ছাকৃত ঘটনায় যদি কোনও শিখ ভাই বা বোনের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগে থাকে তবে আমি বিনম্রভাবে তাঁদের কাছে আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা করছি।' সমাজমাধ্যমে এই পোস্ট করার পরই এদিন সন্ধ্যায় ভবানীপুরের বিজেপি প্রভাবিত শিখ সম্প্রদায়ের একাংশের উদ্যোগে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রঘুবীর সিং নামে জনৈক শিখ সম্প্রদায়ের এক নেতা বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য এই ঘটনাকে ইস্যু করতে চাইছে। তা সত্ত্বেও শিখ সম্প্রদায়ের আবেগকে সম্মান করে সুকান্ত মজুমদার ক্ষমা চাওয়ার জন্য আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।'

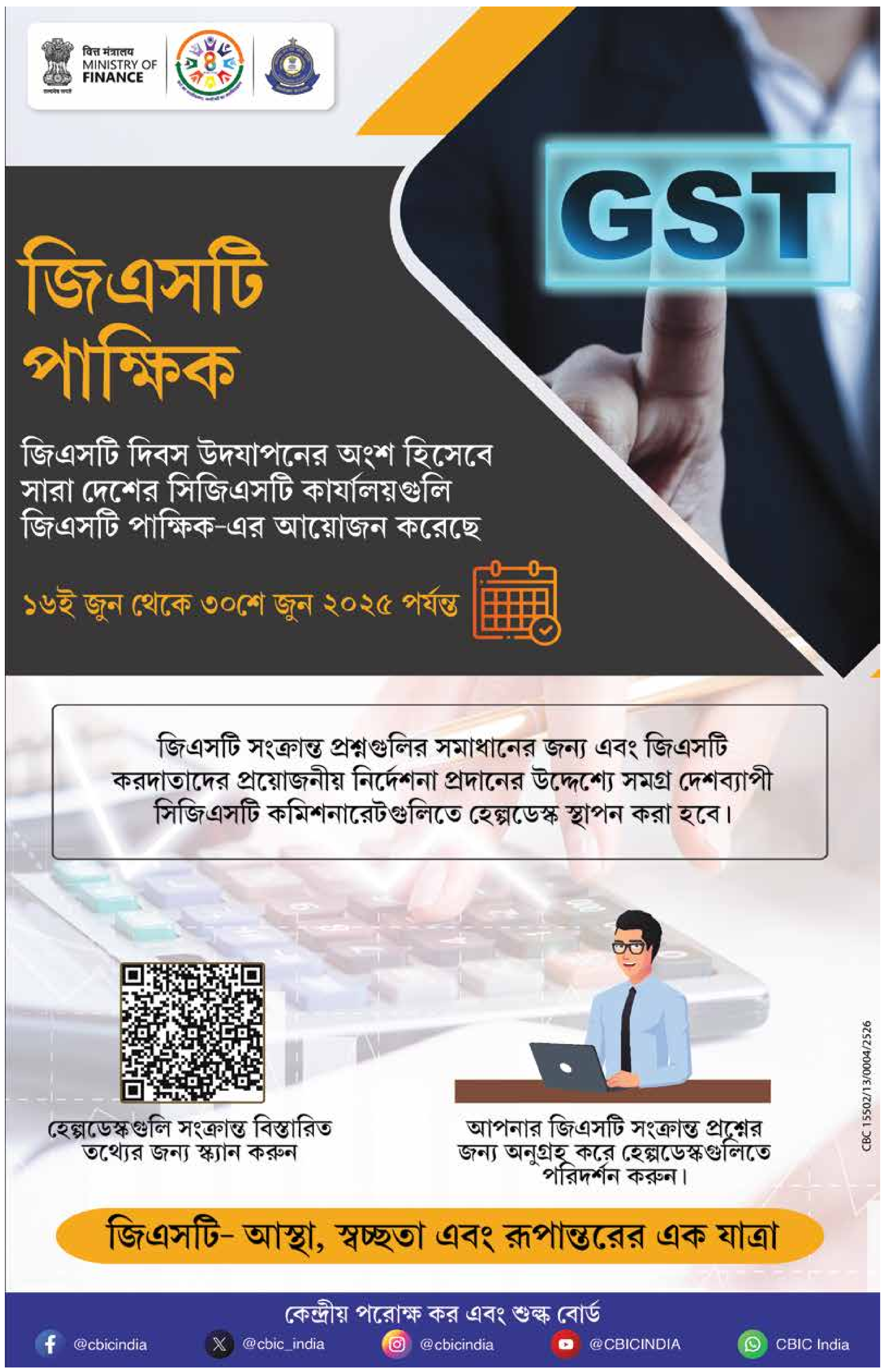

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩১ সংখ্যা, বুধবার, ৩ আষাঢ় ১৪৩২

বিপজ্জনক কারবার

পরিচয়ের ব্যবসা। নির্দিষ্ট করে বললে পরিচয়পত্রের কারবার। কথায় আছে টাকা দিলে বাঘের দুধও পাওয়া যায়। তাহলে পরিচয়পত্র কোন ছাড়! নগদ ছাড়লেই নাগরিকত্ব কেনা যায়, ভোটাধিকার পাওয়া যায়, র‍্যাশন পাওয়ার নথি জুটে যায়। মুদিখানায় চাল-ডাল-তেলের মতো আধার কার্ড, ভোটার কার্ড পাওয়া গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সদ্য শিলিগুড়ির কাছে ফকদইবাড়িতে স্টুডিও ও স্টেশনারি দোকানে পরিচয়পত্র বিক্রির চক্র ফাঁস হয়েছে।

স্টুডিও তো ছবি তুলে দেওয়ার কাজ করে। কিংবা ছবিকে বড়, ছোট করে বানিয়ে দেয়। সেই স্টুডিওতে বসানো রয়েছে বায়োমেট্রিক মেশিন। যেন আধার কার্ড তৈরির কেন্দ্র। ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকায় কেনা যায় আধার বা ভোটার কার্ড। আরেকটু কম মালকড়ি ১০ থেকে ১৫ হাজার দিলে মিলে যাবে প্যান কার্ডও। বাংলাদেশ থেকে আসা দলে দলে মানুষ এভাবে পরিচয়পত্রের ব্যবসার জাদুকাঠিতে রাতারাতি হয়ে যাচ্ছেন ভারতীয় নাগরিক।

নাগরিক পরিচয় অর্জন করতে হয়। জন্মসূত্রে বা দীর্ঘদিন বসবাসের সুবাদে। বৈধ নাগরিকত্বের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে। কিন্তু একদল দুষ্কৃতীর (যারা নাগরিকত্ব নিয়ে ব্যবসা করে, তাদের দুষ্কৃতী বলাই উচিত) কাছে সেই সংজ্ঞার কোনও মর্যাদা নেই। ফলে তারা দেশের সংবিধানকে মান্যতা দেয় না। এভাবে দেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব, সর্বজনীন ভোটাধিকার ইত্যাদিকে করে তুলেছে ব্যবসার পণ্য। এই দুর্বৃত্তায়ন দেশের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ংকর, বিপজ্জনক সন্দেহ নেই।

শিলিগুড়ির কাছে স্টুডিওতে ফাঁস হওয়া দুষ্কর্ম কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দেশজুড়ে এই কারবারের জাল ছড়িয়ে। কোথাও এর পিছনে আছে সংগঠিত চক্রের জাল। কোথাও ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে কয়েকজন এই ব্যবসায় মুনাফার পাহাড় গড়ছে বিনা পুঁজিতে, প্রায় বিনা পরিশ্রমে। শুধু দুষ্টু বুদ্ধি, অনৈতিকতাকে হাতিয়ার করে এই কারবারের জাল অনেক গভীরে পৌঁছে গিয়েছে। প্রায়ই জাল আধার কার্ডের হদিস মিলছে সেই কারণেই।

শুধু বাংলাদেশ নয়, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে গিয়েও একদল মানুষ এভাবে পরিচয়পত্র কিনছেন, ভোটাধিকার নিশ্চিত করছেন। এর পিছনে যেমন জীবিকার তাগিদ আছে, তেমনই আছে রাজনৈতিক চক্রের জাল। বাংলাদেশ থেকে দলে দলে মানুষ রোজগারের আশায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন। প্রায়ই এমন অনুপ্রবেশ ধরা পড়ে। সেই অনুপ্রবেশকারীদের একাংশ ওই কারবারের জালে নিজেদের জড়িয়ে হয়ে যায় বৈধ নাগরিক।

আরেক দল লোককে এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে পাঠানো হয়, নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক দলের ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি করার কুমতলবে। পরিচয়পত্রের কারবারের আবার দু'রকম পণ্য আছে। একধরনের পণ্য হল বৈধ পরিচয়পত্র পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা। তাতে খরচ বেশি। আরেক ধরনের পণ্য হল জাল পরিচয়পত্র পাইয়ে দেওয়া। এতে খরচ কম। বৈধ পরিচয়পত্র জোগাড় তুলনায় কিছুটা কঠিন। যে কাজ রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক প্রশ্রয় না থাকলে সম্ভব নয়।

মাত্র কয়েকদিন আগে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এমনই এক ব্যক্তির কাছে বৈধ পরিচয়পত্রের খোঁজ মিলেছে, যিনি বাংলাদেশে জুলাই অভ্যুত্থানের অন্যতম সৈনিক। তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য ও নেতার সংশ্রবে থেকে তিনি সেই পরিচয়পত্র জোগাড় করেছেন বলে অভিযোগ। তাঁর সেই পরিচয়পত্র অবশেষে বাতিল হয়েছে বটে। কিন্তু এরকম কাণ্ড দেশে ভূরিভূরি। তৃণমূল রাজত্বে শাসকদলের লোকেরা জড়িয়ে যাচ্ছেন এই কারবারে।

বাম আমলেও শাসকদলের একাংশের প্রশ্রয়ে পরিচয়পত্রের কারবার ছিল। সবক্ষেত্রে দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব এতে জড়িত থাকে না বা জানতেও পারে না। কিন্তু দলের একাংশের কারবারে কড়া পদক্ষেপ করে না। আর টাকা দিলে প্রশাসনের একাংশকে যে বশ করা যায়, তাতে সন্দেহ নেই। এতে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে জেনেও অবাধে চলছে এই কারবার। রাজনীতি ও প্রশাসনের লোকদের দায়ও তাই কম নয়।

অমৃতধারা

আমরা ভগবানের মধ্যে কেমনভাবে আছি জানো - যেমন মহাসমুদ্রে মাছেরা সব কিলবিল করে। তাঁকে ছেড়ে আমরা বেঁচে থাকতে পারি না, যেমন মাছেরা জল ছাড়া থাকতে পারে না। ভগবান যেন জল ও আমরা সকলে মাছ। তাঁকে ছেড়ে আমরা বাঁচতে পারি না। তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা। 'ঈশ্বর' 'ঈশ্বর' করছো, কিন্তু কে ঈশ্বর ? ঈশ্বর কি আকাশের উপরে আছেন ? তাঁর কী সেবা করবে ? এই সমস্ত মনুষ্যসমষ্টির মধ্যে তাঁকে দ্যাখো। তাঁকে বলা হয় 'বিরাট-পুরুষ'। পুরুষসূক্তে আছে ঃ 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ'। 'সহস্র' মানে বিশাল বা অনন্ত। তিনি আমাদের চোখ দিয়ে দেখছেন, আমাদের কান দিয়ে শুনছেন। আমাদের সকলের মনের সমষ্টি তাঁর মন (cosmic mind)। আমরা সব (সমস্ত জীব) কি রকম জানো ? যেমন সব ইলেক্ট্রিক ল্যাম্প, কিন্তু ইলেক্ট্রিসিটি আসলে এক।

-স্বামী অভেদানন্দ

আলোচিত

হ্যাঁ, ক্রিকেট বোর্ড আমাকে ক্যাপ্টেন হিসেবে চেয়েছিল। কিন্তু আমিই রাজি হইনি। আমার পক্ষে ৫ টেস্টের সিরিজে টানা খেলা সম্ভব নয়। নিজের পারফরমেন্স ভালো করতে কম ওয়ার্ক লোড নেওয়া উচিত। আমি সবসময় দলকে প্রাধান্য দিই। চাপ কম থাকলেই আমি দেশের হয়ে ভালো খেলতে পারব। - যশপ্রীত বুমরাহ

ভাইরাল

বুর্জ খলিফায় পর্যটকদের গরবা নাচ। বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ইমারতের ১২৪ তলায় কয়েকজন ভারতীয় গানের তালে গরবা নাচছেন। কচিকাঁচা থেকে বয়স্ক সবাই সেই নাচে অংশ নিয়েছেন। পর্যটনস্থলে নাচানাচি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া নেটপাড়ায়।

আজ

২০২১

আজকের দিনে প্রয়াত হন অ্যাথলিট মিলখা সিং।

২০০৯

ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ প্রয়াত হন আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

কেন এত গোপন রাখতে হয় ব্যাপারটা। বড় বয়সে বুঝেছি। আসলে গোপনীয়তা ম্যাজিকের প্রাণ। গোপনীয়তা নষ্ট হলে সব শেষ। আর অন্তর্ঘাত এত বেশি যে প্রায়ই বিপদে পড়ার সম্ভাবনা।

লোকটা মানুষ নাকি ভগবান, বাবা প্রায় বোবা !

পি সি সরকার

আমার তখনকার শোগুলো কীরকম হচ্ছে তা জানার জন্য বাবা লোক পাঠাতেন। ওরা গোপনে শো দেখে এসে রিপোর্ট দিত। এবং বাবার সহকারীদের চোখের দৃষ্টিতেই আমি বুঝতে পারতাম, কীরকম করছি। মনে মনে ভাবতাম, আমি বড় জাদুকর। কিন্তু আবার এও ভাবতাম, বড়ই যদি হব, তাহলে আমার শো করার জন্য লোক আসছে না কেন! কিশোর মনের মধ্যে উঁকি দিল, প্রচার চাই প্রচার। কিন্তু কীভাবে প্রচার করব? আমি যে ম্যাজিক পারি, ম্যাজিক বুঝি, তার জানান দিতে হবে। কিন্তু বিজ্ঞাপন দিতে তো প্রচুর টাকা দরকার। আর আমার হয়ে বলারও কেউ নেই। ঠিক করলাম, ম্যাজিকের উপর লেখা বই নিয়ে নিজেই যাব বিভিন্ন ম্যাগাজিনের অফিসগুলোতে। তখন ছোটদের কাগজ বলতে বোঝাত শুকতারা। আমরা শুকতারা গোগ্রাসে গিলতাম। কলেজ স্ট্রিটের ওদিকে শুকতারার অফিস, তা জেনে নিলাম গ্রুপের বড়দের কাছ থেকে। কিন্তু যাব কী করে? মাধববাবু বললেন, টু-বি বাসে চড়ে গোলদিঘির সামনে নেমে খোঁজ করতে। ওভাবেই বাড়ির কাউকে কিছু না বলে খুঁজে খুঁজে চলে গেলাম শুকতারার ঝামাপুকুর লেনের অফিসে। সম্পাদক মধুসূদন মজুমদার যে 'দৃষ্টিহীন' তা আমার জানা ছিল না। ঘরে ঢুকে পরিচয় দিতেই কাছে ডাকলেন, আর তারপর আমার মুখে হাত বুলিয়ে বললেন— কম বয়সে তোমার বাবারও ঠিক এমন চেহারা ছিল। আমি অবাক হয়ে যাই। ভদ্রলোক হাতের স্পর্শ দিয়ে দেখতে পান নাকি? ওঁকে বললাম, আমার আসার উদ্দেশ্য। আমার লেখা 'ম্যাজিকের কথা' আর্টিকেলটা উনি আমায় পড়ে শোনাতে বললেন। পড়তে শুরু করলাম। ভদ্রলোক সেসব শুনে হেসে ফেললেন। 'ওভাবে নয়, এভাবে লেখো।'

আসলে, ওইটুকু ছেলে নিজে থেকে এসে নিজের লেখা প্রকাশ করতে এসেছে দেখে উনি মনে হয় অবাকই হয়েছিলেন। আমি আরও অবাক হলাম মাস পাঁচেক পর শুকতারায় ওই লেখাটা বেরোতে দেখে। সাহস পেয়ে গেলাম। যেতে আরম্ভ করলাম লোকসেবক, যুগান্তর এবং অন্যান্য দপ্তরে। তখন ওইসব কাগজে ছোটদের বিভাগে আমার ম্যাজিকের লেখা বেরোতে লাগল। সংবাদও বেরোল। অবশ্যই প্রশংসা করে। সারা সপ্তাহ তাকিয়ে থাকতাম নির্দিষ্ট দিনটার দিকে। যেদিন সংবাদ বেরোত সেদিন আমায় পায় কে! সব কেটে কেটে সাজিয়ে রাখতাম। সেই ক্লিপিংগুলো এখনও আমার কাছে আছে। সারা জীবন থাকবে। ওগুলো আমার সম্পদ। আমার ম্যাজিকের খবর কাগজে বেরোচ্ছে— এই সংবাদ বাবার কানেও পৌঁছাল। মনে মনে আমি তখন নিজেকে বলছি, 'হুঁ হুঁ বাবা। আমিও কম নাকি!' আর রোজই ভাবছি, বাবা হয়তো কোনও দিন সকালে মাকে দিয়ে আমাকে ডাকবেন। এবং ম্যাজিক নিয়ে আলোচনায় বসবেন। দু-চারটে ম্যাজিক শেখাবেন। নাঃ, তা আর হল কোথায়! অতএব সেই মহাবিদ্যার সাহায্য নিতে হল। অপেক্ষা করে থাকতাম উনি কখন বাড়ির বাইরে যাবেন। কাউকে কিছু না বলে ওঁর পড়ার ঘরে ঢুকে পড়তাম। জানতাম, ম্যাজিকের সব গোপন ব্যাপারগুলো উনি ডায়েরির মধ্যে লিখে রাখতেন। বাবা চলে গেলেই বসে পড়তাম ডায়েরি নিয়ে। সাংকেতিক সব শব্দ, আঁকিবুকি। প্রথম প্রথম কিছুই বুঝতাম না। তবে নিজের ডায়েরিতে সেগুলো নোট করে নিই। বারবার দেখি। কিন্তু বোধগম্য হয় না। রাতে নিউ এম্পায়ারে শো দেখতে যাই বাবার। শো দেখার পর আঁকিবুকিগুলো যেন আস্তে আস্তে প্রাণ পেতে লাগল। দিনকয়েক পরে বুঝতে পারলাম, ব্যাপারগুলো কী! তারপর সবার অলক্ষে প্র্যাকটিস করতে করতে সড়োগড়ো হয়ে গেল। শিখে গেলাম বেশকিছু ম্যাজিক। তখন বুঝতাম না, কেন এত গোপন রাখতে হয় ব্যাপারটা। বড় বয়সে বুঝেছি। আসলে গোপনীয়তা ম্যাজিকের প্রাণ। গোপনীয়তা নষ্ট হলে সব শেষ। আর অন্তর্ঘাত এত বেশি যে প্রায়ই বিপদে পড়ার সম্ভাবনা। নন্দীবাবুদের কথা আগেই বলেছি। শুধু নন্দীবাবুরাই নন, ওরকম অনেক মানুষ ছিলেন আমাদের গ্রুপে যারা ম্যাজিকে নিয়মিত পার্ট করতে করতে নিজেদের ম্যাজিশিয়ান ভাবতে শুরু করেছিল। ওদের মনে হল, এ আর কি এমন ব্যাপার! এই জিনিস করে পি সি সরকার যদি দেশ-বিদেশ জয় করতে পারেন, আমরাও তাহলে পারব না কেন? ততদিনে ওদের ধারণা ওরা ম্যাজিকের সবকিছু শিখে ফেলেছে। প্রায় প্রতিবছরই ওদের কেউ না কেউ এসে বাবাকে বলত, 'দাদা, আমি আলাদা শো করছি। আপনি আশীর্বাদ করুন।'

চলে যেত। শুনতে পেতাম, অমুক নিজে শো করা শুরু করেছে। অচিরেই তাদের মোহভঙ্গ হত। কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে আছড়ে পড়ার পর ওরা দেখত, শো চালাতে গিয়ে ঘটিবাটি সব বেচা হয়ে গেছে। না খেয়ে মরতে বসার মতো অবস্থা। এই সময় ওরা দু'রকমভাবে বাঁচার চেষ্টা করত। একদল সোজা এসে ক্ষমা-টমা চেয়ে ঢুকে যেত গ্রুপে। অন্যদল ম্যাজিকের ট্রিকগুলো শিখিয়ে দেওয়ার নাম করে মোটা অঙ্ক রোজগার করতে আরম্ভ করত ম্যাজিশিয়ান হতে ইচ্ছুক কিছু অর্থবান লোকের কাছ থেকে। এভাবেই জন্ম হয়ে গেল বেশ কিছু ম্যাজিশিয়ানের। ওরা আমার বাবার খেলাগুলো কদর্যভাবে দেখাত বিন্দুমাত্র ঋণ স্বীকার না করে। বাবা দুঃখ পেতেন। কিন্তু কিছু বলতেন না। বুঝতে পারতাম, ভিতরে ভিতরে তিনি জ্বলছেন।

শুধু এভাবেই নয়। আরও নানাভাবে তাঁকে হেয় করার চেষ্টা হত। চেষ্টা হত বিপদে বা অপ্রস্তুতে ফেলার। যেমন ধরুন, কোথাও হয়তো শো করতে যাবেন, সকালবেলায় খবর নিয়ে এল এক ভদ্রলোক। কী ব্যাপার? 'আমি অমুক জায়গা থেকে আসছি। আমাকে অমুকে পাঠিয়েছে। আপনাদের আজ ওখানে শো করার কথা ছিল। ওদের প্যান্ডেল কাল রাতে পুড়ে গেছে। শো সাতদিন পরে হবে। এই যে চিঠি।' কী আর করা। গ্রুপের যারা এসেছে তাদের ছুটি হয়ে গেল। বেলা বারোটা নাগাদ সংগঠকদের তরফে ফোন, 'কখন বেরোচ্ছেন?'

'বেরোচ্ছেন মানে? আপনাদের শো তো আজ বাতিল!' 'কী বলছেন? হাউসফুল। এরকম রসিকতা করবেন না দাদা। মরে যাব।' 'না, না। একদমই রসিকতা নয়। সকালে যে একজন এসে বলল...!' বুঝতেই পারছেন, এর পরের সংলাপ। এবং শেষপর্যন্ত যখন আবার সবাইকে জোগাড়যন্ত্র করে বেরোনো হল, তখন শো শুরু হতে ঘণ্টাখানেক বাকি। আমার জীবনেও এরকম ঘটনা ঘটাবার চেষ্টা হয়েছে। একবার আমরা বোম্বাই যাব। দুপুরের গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস। হঠাৎ এগারোটা নাগাদ ফোন। 'ট্রাভেল এজেন্ট বলছি। আপনাদের ট্রেন বাতিল হয়ে গেছে। কালকের ট্রেনের রিজার্ভেশন চেষ্টা করে পাওয়া গেছে। আজ আর হাওড়া স্টেশনে যাওয়ার দরকার নেই।' প্রথমে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। হঠাৎ মনে হল, কোনও ষড়যন্ত্র নয় তো! হাওড়া স্টেশনের এনকোয়ারিতে কেউ টেলিফোন তুললেন না। তুললেও ভরসা পেতাম না। আলোচনা করে আমরা ঠিক করলাম, স্টেশনে যাব। যদি না যায় ট্রেন, ফিরে আসব। কী এমন ক্ষতি হবে তাতে? আমরা তো যাচ্ছিলামই। ভাগ্যিস গেলাম। গিয়ে দেখি, সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। গীতাঞ্জলি দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জন্য।

বারবার ঠেক খেতে খেতে বাবা ঠিক করলেন, কবে শো, কোথায় শো কাউকে বলবেন না। ধরা যাক, শুক্রবার সকালের বিমান। বাবা বলে দিলেন বৃহস্পতিবার সকালবেলা তোমরা সব আমার বাড়িতে চলে আসবে। কোথায় শো, কীভাবে যাওয়া হবে কিছুই বলতেন না। এটাকে উনি বলতেন, 'স্ট্যান্ডবাই' সিস্টেম চালু। ধরা যাক, গ্রুপের কাউকে বললাম, কাল সকাল সাতটায় চলে এসো। সে বলল, ঠিক আছে। যখন বললাম, সাতটা স্ট্যান্ডবাই কিন্তু এবার সে বেশ সিরিয়াস। শুধু ঘাড় নাড়ল হয়তো। মুখ দিয়ে শব্দ বেরোল না। একবার এরকম স্ট্যান্ডবাই টাইম মিস করেছিলেন বাবার দলের প্রধান সহকারী যতীন চৌধুরী। বিদেশ যাওয়া হবে। যেহেতু উনি বাবার খুব কাছের লোক ছিলেন, তাই জানতেন কবে যাওয়া হবে, কোথায় যাওয়া হবে। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত। যতীনবাবুর পাত্তা নেই। এদিকে ইমিগ্রেশন চেক ইন, কাস্টমস চেক ইন সব করতে সময় লাগবে। তারপর অতগুলো লোকের! বাবা দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বাড়িতে মার কাছে যতীনবাবুর ট্যাক্সিভাড়া রেখে গেলেন। এলেই যেন বিমানবন্দরে চলে যান। বিমানবন্দেরর দিকে যেতে যেতে ওঁরা আলোচনা করছিলেন, নিশ্চয়ই কোনও কারণে দেরি হয়েছে দেখে উনি সোজা বিমানবন্দরেই চলে গেছেন। তখন তো আর সেলফোনের যুগ ছিল না। কিন্তু সেখানে গিয়েও ওঁর পাত্তা নেই। বোর্ডিং পাস নেওয়া হয়ে গেল। বিমান ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। বাবা নিজস্ব প্রভাব খাটিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড় করালেন বিমানকে।

এই সময় দেখা গেল উশকোখুশকো চুলে, ময়লা কাপড় পরে চিন্তিত মুখে যতীনবাবু নামলেন ট্যাক্সি থেকে। বিদেশ যাবেন। অথচ হাতে সুটকেস নেই। তাড়াহুড়ো করে সবকিছু চেকিং-টেকিং করে ঢোকানো হল বিমানে। বিমান আকাশে ওড়ার পর বাবা যতীনবাবুর পাশে যিনি বসেছিলেন, তাঁকে বললেন, ওঁর সিটে গিয়ে বসতে। সবাই অপেক্ষা করছে, এবার বিস্ফোরণ হবে। এতক্ষণ বাবা একটি কথাও বলেননি। এইবার যতীনবাবুর অবস্থা হবে কাহিল। 'দেরি হল কেন?' গলা দিয়ে যেন বুলেট বেরোল। 'এর চেয়ে আর তাড়াতাড়ি পারলাম না।' 'পারলাম না মানে? আপনার জন্য প্লেন মিস হচ্ছিল সবার। আপনি বলছেন, পারলাম না! কী এমন রাজকার্য ছিল আপনার?' 'বললাম তো, বকবেন না। এর আগে পারা সম্ভব ছিল না। ছেলেটার মুখে আগুন দিয়েই চলে এসেছি। এখনও সবটুকু দাহ হয়নি। বাকিটা ওরাই সামলে নেবে।' 'তার মানে?' 'হ্যাঁ, সকালে মারা গেল বড় ছেলেটা।'

বাবা প্রায় বোবা। লোকটা মানুষ না ভগবান!

জনমন
জনমত

এত বাংলাদেশি কী করে এদেশে নাগরিকত্ব পান?

বেশ কিছুদিন যাবৎ উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হচ্ছে, শান ভৌমিক নামে এক বাংলাদেশি তরুণ কয়েক বছর ধরে শিলিগুড়িতে অবৈধভাবে বসবাস করছে। এটা ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ, এরই মধ্যে ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের অনেক সরকারি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হয়তো বা পাচার হয়ে গিয়ে থাকতে পারে।

শুধু শান ভৌমিক নয়, শিলিগুড়ির অনেক জায়গাতেই এরকম লোক পাওয়া যাবে। যাঁরা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। কাগজপত্র তৈরি করে দিব্যি ভারতীয় নাগরিক হয়ে গিয়েছেন।

ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের এত বাঘা বাঘা গোয়েন্দা সংস্থা, এত বিএসএফ, এসএসবি আরও কত সিকিউরিটি থাকতে একজন বাংলাদেশি বছরের পর বছর ধরে সব রকমের কার্ড বানিয়ে সব সিকিউরিটি সংস্থাকে ফাঁকি দিয়ে কী করে শহরের প্রাণকেন্দ্রে ফ্ল্যাট কিনে বহালতবিয়তে বসবাস করে? এই যদি আমাদের দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলির হাল হয় তাহলে তো ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করাই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। এই রকম কত যে সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তার কি কোনও হিসেব আছে? এ তো খুব মারাত্মক ধরনের গোয়েন্দা ব্যর্থতা! এতে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাই প্রশ্নের সম্মুখীন।

সমীরকুমার বিশ্বাস
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

সব তদন্ত শেষ প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে

যে কোনও প্রতিষ্ঠান, সংস্থার বৃহৎ পরিসরে অনেকগুলো কর্মপ্রবাহের স্তর থাকে। প্রতিটি স্তরের নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল পর্যবেক্ষণ সেই সংস্থার বৃহৎ পরিসরের কর্ম পরিকল্পনাকে দুর্ঘটনা ও ত্রুটি মুক্ত করতে পারে। কিন্তু পরস্পর সম্পর্কযুক্ত যে কোনও এক বা একাধিক কর্ম স্তরের কোনও রকম গাফিলতি থাকলে তা সমগ্র কর্ম পরিকল্পনার ওপর এক মারাত্মক অভিঘাত সৃষ্টি করে।

জল, স্থল, অন্তরীক্ষে জলযান, রেল, বাস, বিমান- প্রতিটি যাত্রাপথে সুষ্ঠু চলাচলের বৃহৎ পরিসরের কর্মকাণ্ড এমনই বহুস্তরীয় কর্ম পরিকল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেখানে যে কোনও স্তরের অবহেলা পুরো সিস্টেমকে ব্যাহত করে।

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কোনও স্তরে ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ বা শৃঙ্খলার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই উপেক্ষা, উদাসীনতার ভবিষ্যৎ পরিণতি 'ভবিতব্য' হয়ে কখনো-কখনো দুর্ঘটনায় পর্যবসিত হয়।

পরপর ঘটে যাওয়া বিভিন্ন দুর্ঘটনা সহ ১২ জুন আহমেদাবাদে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনাও কি সেই ভবিতব্য? যার নেপথ্যে থাকতেই পারে এক বা একাধিক কোনও স্তরের কর্মে গাফিলতি? ঢাকঢোল পিটিয়ে সব দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু হয়, কিন্তু শেষ হয় প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে।

বিগত বেশ কয়েকটি ডোমেস্টিক উড়ান যাত্রার অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণ খুব স্বস্তিদায়ক নয়। সংকীর্ণ প্যাসেজের দুই পাশে অপ্রতুল পরিসরে যাত্রীদের আঁটোসাঁটো হয়ে বসার ব্যবস্থা থেকে শীতাতপ যন্ত্রের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা- বিমানের টিকিটের দামের তুলনায় নিম্নমানের। দুই-আড়াই ঘণ্টার যাত্রাপথে এক কাপ চা 'কমপ্লিমেন্ট' তো নয়ই, বিনিময়ে দেড়শো-দুশো টাকা। অন্যান্য স্ন্যাকসের কথা উল্লেখ না করাই ভালো।

যেখানে প্রাইভেট ব্যবসার এতটা রমরমা সেখানে যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য প্রায় তলানিতে। এরপরের ল্যান্ডিং-টেক অফের ত্রুটিযুক্ত দুরুদুরু বক্ষ তো আছেই।

যেখানে বোয়িং বিমান এয়ার ইন্ডিয়ার মতো সফিস্টিকেটেড উড়ানের এই হাল, সেখানে অন্যান্য তথাকথিত 'লো কস্ট' (যদিও সাধারণের নাগালের বাইরে) প্রাইভেট ডোমেস্টিক উড়ান সংস্থার কথা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। শুধু কি গন্তব্যে খুব কম সময়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই অর্থ এবং জীবনের মূল্য দিয়ে এই ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত?

গৌতমেন্দু নন্দী
নতুনপাড়া, জলপাইগুড়ি।

মেলা, যানজটে হাসপাতালে যেতে সমস্যা

মেলা আমাদের জনজীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলে। নানাবিধ মেলার মাঝে এক্সপোমেলা অন্যতম আকর্ষণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক ছোঁয়ায় যার জুড়ি মেলা ভার। আনন্দ বিনোদনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে এই মেলা।

ইসলামপুর শহরের নিউটাউনে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও এক্সপোমেলা এসেছে। সেই মেলার আকর্ষণে প্রতিদিনই ভিড় হচ্ছে। মেলা ঘিরে শহরের বিভিন্ন মোড়ে যানজট হচ্ছে। যেমন আইটিএস মোড়, তিনপুল, রামকৃষ্ণপল্লি প্রভৃতি জায়গায় ব্যাপক যানজটের ফলে বিভিন্ন অসুবিধা হচ্ছে পথচলতি মানুষজনের।

নানাবিধ অসুবিধার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অসুবিধা, এক্সপোমেলার ঢিলছোড়া দূরত্বে রয়েছে

সুপারস্পেশালিস্ট হাসপাতাল। এই হাসপাতালে কোনও রোগী বা অন্তঃসত্ত্বাকে নিয়ে যেতে ভয়ংকর ভিড়ের জন্য অসুবিধা হচ্ছে।

এলাকাজুড়ে শুধু যানজট নয়, হাজার হাজার অবৈধ দোকাপাটের রমরমা। এসব দেখে অবাক হতে হচ্ছে প্রশাসনের উদাসীনতায়। একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় যেখানে হাসপাতাল রয়েছে সেখানে যানজট নিয়ন্ত্রণের কোনও রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেন? এমনও পরিস্থিতি হয়েছে যে, অন্তঃসত্ত্বা বেদনায় ছটফট করছেন, অথচ ভিড় সামাল দেওয়ার কেউ নেই। এক্ষেত্রে কোনও অঘটন ঘটলে দায় কে নেবে। শুধুমাত্র প্রশাসনের গাফিলতির জন্য সাধারণ মানুষকে ভুগতে হচ্ছে।

পম্পা দাস
থানা কলোনি, ইসলামপুর।

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৬৯

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। দেশ শাসন বা পরিচালনা করা ৫। মনের ভুল বা মায়া ৬। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ৮। সমাজমাধ্যমের ভাষায় জোরে হাসা ৯। কৃত্রিম আচরণ, জলে বা হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো ১১। উৎসবে হঠাৎ বাধা ১৩। কপালের ওপরে ও পাশে ছোট কোঁকড়ানো চুল ১৪। সাহিত্যিক চারুচন্দ্র চক্রবর্তীর ছদ্মনাম।

উপর-নীচ : ১। যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে ২। বড়শি বা অঙ্কুশ ৩। আকারে বড় হাঁস ৪। সকলের জন্য কল্যাণকর ৬। বিজেপি অথবা তৃণমূল ৭। মাটির তৈরি বড় সরা ৮। লোভাতুর বা লুব্ধ দৃষ্টি ৯। সত্যি নয়, কৃত্রিম আচরণ ১০। অভিমান জনিত স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য কলহ ১১। প্রতারণা বা কপটতা ১২। ভারতীয় একটি তারবাদ্য ১৩। বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি।

সমাধান ■ ৪১৬৮

পাশাপাশি : ১। আলুভাতে ৩। কাপাস ৫। আছাড়িপিছাড়ি ৬। নব্যতা ৭। বাবলা ৯। কথোপকথন ১২। নালিক ১৩। কটকার।

উপর-নীচ : ১। আকিঞ্চন ২। তেরছা ৩। কাহ্নপা ৪। সকড়ি ৫। আতা ৭। বান ৮। লাগাতার ৯। কল্পনা ১০। পলক ১১। থমক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

দিল্লিতে উদ্বেগে ইরানি ছাত্ররা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন : যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের খবর শুনে মন ভারাক্রান্ত হয়ে আসে। হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও বুক ধড়ফড় করে, চোখে ঘুম নামে না। ঠিক এমনই অবস্থা দিল্লিতে পড়াশোনা করা ইরানি পড়ুয়াদের।

দিল্লির ইরান কালচারাল হাউস সোমবার তাদের দরজা খুলে দিয়েছিল ভারতে বসবাসকারী ইরানি নাগরিকদের জন্য। উদ্দেশ্য একটাই, একসঙ্গে বসে উদ্বেগ ভাগ করে নেওয়া। ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া। দেশের মাটিতে যখন বোমা পড়ছে, মানুষ মারা যাচ্ছে, তখন বিদেশের মাটিতে থাকা প্রবাসীরা খুঁজে পেলেন এক টুকরো আশ্রয়। যেখানে শুধু চোখের জল আর নীরব প্রার্থনাই সম্বল।

কালচারাল হাউসের এক কোণে রাখা হয়েছে একটি কনডোলেন্স রেজিস্টার। যেটি থাকে ইরানি দূতাবাসে। কিন্তু পরিস্থিতি এমনই, এবার সেই শোকপত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে মানুষের আরও কাছাকাছি।

সেখানে কেউ লিখেছেন, 'আমার ভাই ফোন করেনি তিনদিন, শুধু প্রার্থনা করছি, ও যেন বেঁচে থাকে।' আরেকজনের লেখা, 'ইজরায়েলের ক্ষোভ আমাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আমরা শান্তি চাই।' একজন লিখেছেন, 'আমি চাই, পৃথিবী যুদ্ধহীন হোক।'

চারপাশে একটা নিঃশব্দ চাপা কষ্টের আবহ। ছোট ছোট বাচ্চা, তরুণ-তরুণী, অধ্যাপক থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেশার লোকজন সবাই একসাথে এসে জড়ো হচ্ছেন দিল্লির মান্ডি হাউসের ইরান কালচারাল হাউসে।

ভারতে বর্তমানে প্রায় ৮ হাজার ইরানি ছাত্রছাত্রী রয়েছেন। দিল্লি, হায়দরাবাদ, বারাণসী, আলিগড়, পুনে এবং চেন্নাইয়ে মেডিকেল, ফার্মাসি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ইসলামিক স্টাডিজ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাঁদের বড় অংশ। দিল্লিতে আছেন ২ হাজার ইরানি পড়ুয়া। তাঁদের পরিবার রয়েছে তেহরান, ইস্পাহান, কোম বা শিরাজে। যেখানে ইজরায়েল সরাসরি আঘাত হেনেছে।

জামিয়া হামদার্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি স্কলার মোহাম্মদ আমিন ফেইজি বলেন, 'একটা অদ্ভুত অসহায়তা। ফোনে মা'র গলা শুনতে পাই না। কখনও কখনও ফোনটাই আসে না। ইন্টারনেট বন্ধ। অথচ চোখ তো ফোনের স্ক্রিনেই পড়ে আছে।'

দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সেহের এব্রাহিমই। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে স্নাতকোত্তরে পড়াশোনা করছেন। টানা দু'দিন তেহরানে থাকা পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি। ইরান কালচারাল হাউসে এসেছেন যদি কোনওভাবে যোগাযোগ করতে পারেন পরিবারের সঙ্গে।

ইরান কালচারাল হাউস এখন আর শুধুই সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নয়, এই মুহূর্তে তা হয়ে উঠেছে প্রতিরোধ, শোক, সংহতি ও প্রার্থনার মঞ্চ। কেউ কোরান পাঠ করছেন, কেউ কবিতা লিখে পড়ছেন নিজের ভাষায়, কেউ নীরবে মোমবাতি জ্বালাচ্ছেন। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মধ্যবয়সি ব্যক্তি বলেন, 'ইরানিরা কখনও মাথা নীচু করে না। আমরাও করব না। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেও, মনটা আমার জন্মভূমিতেই রয়েছে।' ইরান কালচারাল হাউসের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা ফারিদ ফারিদাসর বলেন, 'ইরানের মাটিতে হামলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক সমাজের উচিত এর নিন্দা করা। এই হামলার দায় ইরানের নয়, ইজরায়েল আমাদের ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালাচ্ছে। আমরা শুধু প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছি।'

এদিকে ইরান আর ইজরায়েল দুই দূতাবাসের নিরাপত্তায় কড়াকড়ি শুরু করেছে দিল্লি পুলিশ।

একযোগে বাতিল ৭ উড়ান

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন : একদা আকাশের মহারাজার এখন রীতিমতো গলদঘর্ম দশা। গত বৃহস্পতিবার আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনের গ্যাটউইকগামী এআই-১৭১ ড্রিমলাইনারটি ওড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেঘানিনগরে ভেঙে পড়ে। ভয়াবহ ওই দুর্ঘটনায় বিমানের ২৪১ জন সহ মোট ২৭৯ জন প্রাণ হারান। ওই দুর্ঘটনার পর টাটাদের মালিকানাধীন এয়ার ইন্ডিয়ার যাত্রী পরিষেবা রীতিমতো বড়সড়ো প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড়িয়েছে। শুধুমাত্র মঙ্গলবারই আমেদাবাদ-লন্ডন, দিল্লি-প্যারিস, মুম্বই-স্যান ফ্রান্সিসকো সহ মোট সাতটি আন্তর্জাতিক উড়ান একযোগে বাতিল করেছে এয়ার ইন্ডিয়া। স্যান ফ্রান্সিসকোগামী বিমানটি ছাড়া প্রত্যেকটিই বোয়িংয়ের বি ৭৮৮ ড্রিমলাইনার বিমান।

মূলত যান্ত্রিক ত্রুটি এবং উড়ানের অভাবের কারণেই এই অবস্থা বলে এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছে তারা। যাত্রীরা যাতে নিজেদের গন্তব্যে

নাজেহাল 'মহারাজা'

পৌঁছোতে পারে সেজন্য বিকল্প ব্যবস্থাও করা হয়েছে বলে সংস্থা জানিয়েছে। পাশাপাশি যাত্রীদের টিকিটের টাকা ফেরত এবং হোটেলে থাকার বন্দোবস্তও করেছে এয়ার ইন্ডিয়া। এদিন যে উড়ানগুলি বাতিল করা হয়েছে সেগুলি হল এআই ১৫৯ আমেদাবাদ-লন্ডন, এআই ১৪৩ দিল্লি-প্যারিস, এআই ১৭৯ মুম্বই-স্যান ফ্রান্সিসকো, এআই ১৭০ লন্ডন-অমৃতসর, এআই ৯১৫ দিল্লি-দুবাই, এআই দিল্লি-ভিয়েনা এবং এআই ১৩৩ বেঙ্গালুরু-লন্ডন।

এই অবস্থায় মঙ্গলবার এয়ার ইন্ডিয়ার সিইও ক্যাম্পবেল উইলসনের সঙ্গে দেখা করে ডিজিসিএ। আহমেদাবাদ দুর্ঘটনার পর এয়ার ইন্ডিয়ার শীর্ষ কর্তার সঙ্গে প্রথম বৈঠকে ড্রিমলাইনার সহ সংস্থার বিমানগুলির সুরক্ষা, রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি উড়ানগুলি যাতে সঠিক সময়ে ছাড়ে সেদিকে নজর দিতে বলেছে ডিজিসিএ। এই ব্যাপারে সমস্ত নিয়মকানুন কঠোরভাবে মেনে চলতে বলা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী মুরলীধর মোহোল জানিয়েছেন, কমিটি তিনমাসের মধ্যে রিপোর্ট দেবে।

এদিকে চূড়ান্ত নাজেহাল হয়েছেন সান ফ্রান্সিসকো থেকে মুম্বইগামী এআই-১৮০ বিমানের যাত্রীরা। সোমবার রাত ১২টা ৪৫ মিনিটে সেটি কলকাতায় অবতরণ করেছিল। সান ফ্রান্সিসকো থেকে মুম্বই সরাসরি আসা-যাওয়া করলেও ইজরায়েল-ইরান সংকট, পাকিস্তানের আকাশসীমা বন্ধের কারণে ইদানীং ওই উড়ানটি কলকাতা হয়ে মুম্বই যায়। সেই কারণে সোমবার রাতেও নেমেছিল উড়ানটি। রাত ২টো নাগাদ সেটি ছাড়ার কথা ছিল। কিন্তু বিমানের বাম ইঞ্জিনে গোলযোগের কারণে সেটি মঙ্গলবার ভোর ৫টা ২০ মিনিট পর্যন্ত ছাড়তেই পারেনি।

শেষমেশ দীর্ঘ হয়রানির শেষে ওই বিমানের যাত্রীদের নামিয়ে নিকটবর্তী হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে বোমাতঙ্কের কারণে কোচি থেকে দিল্লিগামী ইন্ডিগোর একটি উড়ান নাগপুরে জরুরি অবতরণ করে। যাত্রীদের নিরাপদে বিমান থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

আহমেদাবাদ দুর্ঘটনায় নিহত বিমানচালক সুমিত সাভারওয়ালকে শেষশ্রদ্ধা বাবা ও আত্মীয়দের। মঙ্গলবার মুম্বইয়ে।

পাইলটকে চোখের জলে শেষ বিদায়

মুম্বই ও আহমেদাবাদ, ১৭ জুন : কান্না যেন বাঁধ মানছিল না। কারও মুখে কোনও কথা নেই। শুধু একরাশ নীরবতা আর বিষণ্ন মুখের সারি। গত সপ্তাহে ভয়াবহ আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় যাঁরা মারা যান, তাঁদের মধ্যে ছিলেন অভিশপ্ত এআই-১৭১ ড্রিমলাইনারের পাইলট ক্যাপ্টেন সুমিত সাভারওয়াল (৫৬)। মঙ্গলবার সকালে তাঁর মৃতদেহের কফিন পৌঁছোয় মুম্বইয়ের পোয়াইয়ের জলবায়ু বিহারে। ততক্ষণে সেখানে ভিড় জমিয়েছেন সুমিতের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী, পাড়া-প্রতিবেশী সহ বহু চেনা-অচেনা মানুষ। সকলের চোখেমুখে তখন স্বজনহারার যন্ত্রণা স্পষ্ট।

ছেলের মরদেহবাহী শকটকে জড়িয়ে দাঁড়িয়েছিলেন দুঃখ-শোকে বিধ্বস্ত সুমিতের ৮৮ বছরের বৃদ্ধ বাবা। কেউ চোখের জল মুছছেন। কেউ কেউ সুমিতের বাবাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। আহমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনায় ২৭৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ১৩৫ জনের দেহ শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। ১০১ জনের মৃতদেহ বা দেহাংশ পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে আহমেদাবাদ সিভিল হাসপাতাল। ক্যাপ্টেন

দেহাবশেষ
শনাক্ত : ১৩৫
হস্তান্তরিত : ১০১

সাভারওয়ালের ৮২০০ ঘণ্টা বিমান চালানোর অভিজ্ঞতা ছিল। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, রানওয়ে থেকে ওড়ার পরই যান্ত্রিক গোলযোগ টের পান তিনি। মে ডে জারি করেও শেষরক্ষা করতে পারেননি ক্যাপ্টেন সাভারওয়াল। বৃদ্ধ বাবার দেখাশোনা করার জন্য অবসর নেওয়ার চিন্তাভাবনা করছিলেন সুমিত। ঊষা তালওয়াদেকার নামে এক প্রাক্তন কেবিন ক্রু সদস্য বলেন, 'সুমিত সবসময় লো প্রোফাইল থাকতেন। আপাদমস্তক ভদ্রলোক ছিলেন উনি। কোনও ইগো ছিল না। সবসময় হাসিখুশি থাকতেন।'

জলবায়ু বিহারে আবাসনের মন্দিরে প্রার্থনার পর সুমিতের কফিন নিয়ে যাওয়া হয় চাকালা শ্মশানে। সেখানেই তাঁর শেষকৃত্য হয়। এদিকে একটি নতুন ভিডিও সামনে এসেছে। ২১ সেকেন্ডের ওই ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, যে মেডিকেল কলেজের বিল্ডিংয়ে ড্রিমলাইনারটি ভেঙে পড়েছিল তার ব্যালকনি থেকে কলেজ পড়ুয়া এবং কর্মচারীরা লাফ দিচ্ছেন। ভয়াবহ আগুন ও কালো ধোঁয়ায় চারপাশ ঢেকে গিয়েছে।

ওডিশায় ছাত্রীকে গণধর্ষণ, ধৃত ১০

ভুবনেশ্বর, ১৭ জুন : এক কলেজছাত্রী বন্ধুর সঙ্গে ঘুরতে গিয়েছিলেন ওডিশার গঞ্জাম জেলার গোপালপুর সমুদ্রসৈকতে। তাঁরা দু'জনে সৈকতের একটু নির্জন স্থানে বসে গল্প করছিলেন। ওই সময় ১০ তরুণের হাতে গণধর্ষণের শিকার হন ছাত্রী। রবিবার রাতের ঘটনা। পুলিশ ১০ জনকে আটক করেছে। ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কি না পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে।

অভিযুক্তরা প্রথমে তরুণীকে লক্ষ্য করে অশ্লীল কথাবার্তা বলতে শুরু করে। তরুণীর বন্ধু তাতে আপত্তি জানালে তাঁকে মারধর শুরু করে। অভিযোগ, তারপর তারা তরুণীকে টেনে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ চালায়।

গোপালপুর সমুদ্রসৈকত পর্যটকদের কাছে খুব প্রিয়। সাধারণ মানুষেরও পছন্দের জায়গা। ওই কলেজছাত্রী বন্ধুকে নিয়ে ১৫ জুন সন্ধ্যায় সেখানে গিয়েছিলেন। সেই সময় তিনটি বাইকে চেপে ১০ জন সেখানে এসে ওই কাণ্ড ঘটায়। দুষ্কৃতীরা চলে যাওয়ার পর নির্যাতিতা ও তাঁর বন্ধু কোনওরকমে সেখান থেকে বেরিয়ে থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে গোপালপুর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে যায়। তরুণীর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ট্রান্সকে হেনস্তা, খুন অভিযুক্ত

চেন্নাই, ১৭ জুন : রূপান্তরকামী এক তরুণীকে যৌন হেনস্তা করেছিলেন বছর পঞ্চাশের এক ব্যক্তি বলে অভিযোগ। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে তরুণী ক্ষিপ্র হয়ে প্রৌঢ়ের ওপর চড়াও হন। এর মধ্যে তাঁর সঙ্গী ফিরে এসে প্রৌঢ়কে বেদম প্রহার করেন। প্রহৃত ওই ব্যক্তি সমুদ্রসৈকতে অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিলেন। পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তামিলনাড়ুর মেরিনা সমুদ্রসৈকতে ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার। পুলিশ রূপান্তরকামী, তাঁর সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করেছে।

ধৃত দু'জনকেই সোমবার ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের বিচারবিভাগীয় হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন। দু'জনকেই পুঝল কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তরুণী ও তাঁর সঙ্গীকে পুলিশ আটক করে। তাঁরা দোষ স্বীকার করলে গ্রেপ্তার করা হয়।

কিভে রুশ হামলায় হত ১৫

কিভ, ১৭ জুন : রাশিয়া সোমবার রাতভর ইউক্রেনের রাজধানী কিভে ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে। এই হামলায় অন্তত ১৫ জন নিহত হয়েছেন এবং ৪৪ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন ইউক্রেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইগোর ক্লাইমেঙ্কো। তিনি জানান, কিভ শহরের বিভিন্ন এলাকায় মোট ২৭টি স্থানে হামলা চালানো হয়েছে। এর মধ্যে আবাসিক ভবন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো রয়েছে। একটি আবাসিক ভবনে অন্তত ৩০টি আবাসন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ফুটেজে দেখা গিয়েছে, একটি ড্রোন সরাসরি একটি উঁচু আবাসনে আঘাত হানছে। এই হামলায় শহরের সলোমিয়ানস্কি ও স্বিয়াতোশিনস্কি জেলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রুশ আক্রমণের জবাব দিয়েছে কিভও। যদিও ইউক্রেনের ছোড়া শতাধিক ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে বলে দাবি রাশিয়ার।

কিভ সহ ইউক্রেনের বিভিন্ন শহরে সোমবার রাত থেকে হামলা চালায় রুশ বাহিনী। একের পর বোমারু ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়ে ইউক্রেনের মাটিতে। ক্লাইমেঙ্কো বলেন, সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার সকালের মধ্যে মোট ৪৪০টি ড্রোন এবং ৩২টি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে তাদের ওপর। অন্য দিকে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, গত রাতে রাশিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষা বিভাগ ১৪৭টি ইউক্রেনীয় ড্রোন হানা প্রতিহত করেছে এবং সেগুলিকে ধ্বংস করেছে।

গাজায় হত ৩৪

গাজা, ১৭ জুন : গাজায় ফের রক্তপাত ঘটাল ইজরায়েল। সোমবার খাদ্য সহায়তাকেন্দ্রের কাছে ইজরায়েলি বাহিনীর গুলিতে অন্তত ৩৪ জন প্যালেস্তিনীয় নিহত হয়েছেন। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন বেশ কয়েকজন শিশু ও মহিলা। গাজার স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, এটি এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে প্রাণঘাতী হামলা, যা প্রায় প্রতিদিনই ত্রাণশিবিরগুলিকে নিশানা করে ঘটানো হচ্ছে। এই খাদ্য বিতরণকেন্দ্রগুলি পরিচালনা করছে গাজা হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন (জিএইচএফ)। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সোমবার খুব ভোরে ইজরায়েলি সেনা দক্ষিণ গাজার রাফা কেন্দ্রে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে গুলি চালায়। রাফা কেন্দ্রটি অঞ্চলটির অন্যতম ব্যস্ত ত্রাণ বিতরণ স্থান। যদিও ইজরায়েলি সেনাবাহিনী এই নির্দিষ্ট দিনের ঘটনার বিষয়ে কিছু বলেনি। তারা আগেই জানিয়েছে, যে কেউ সেনা অবস্থানের কাছাকাছি গেলেই তারা 'সন্দেহভাজন' হিসাবে নিশানায় চলে আসে সশস্ত্র বাহিনীর।

তেহরান থেকে সরছেন ভারতীয়রা

তেহরান, ১৭ জুন : ইরানে ইজরায়েলি হামলার তীব্রতা বাড়তেই সেখান থেকে নাগরিকদের সরিয়ে নিতে শুরু করেছে ভারত। বিদেশমন্ত্রকের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে ইরানে প্রায় ১০ হাজার ভারতীয় রয়েছেন। তাঁদের বড় অংশ পড়ুয়া। মূলত তেহরান ও তার আশপাশের এলাকাগুলিতে রয়েছেন তাঁরা। মঙ্গলবার সকালে ভারতীয়দের তেহরান ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল সেখানকার ভারতীয় দূতাবাস। সেইমতো পড়ুয়া ও কর্মসূত্রে তেহরানে থাকা ভারতীয়রা শহর ছাড়তে শুরু করেছেন।

ইজরায়েলের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মধ্যেই এদিন প্রায় ৬০০ ভারতীয় পড়ুয়াকে ১৪৮ কিলোমিটার দূরে কুওম শহরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ১১০ জনকে সড়কপথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আর্মেনিয়ায়। এছাড়া হাজারের বেশি ভারতীয় নিজেদের উদ্যোগে তেহরান থেকে দূরে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ শহরগুলিতে চলে গিয়েছেন। তবে এখনও কয়েক হাজার ভারতীয় ইরানের রাজধানীতে আটকে রয়েছেন। তাঁদের জন্য আরও বাসের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে দূতাবাসের তরফে।

শহিদ বেহেস্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় পড়ুয়া শেখ আজহান বলেন, 'প্রতিটি বাসে ৪০ জন করে পড়ুয়াকে কাছের শহরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তবে রাস্তায় প্রচণ্ড যানজট। বহু মানুষ শহর ছেড়ে যেতে চাইছেন। আমরা রাস্তায় আটকে রয়েছি।' জাকির শেখ নামে এক ছাত্রের বক্তব্য, 'আমরা ভারতীয় দূতাবাসের আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। আমাদের তেহরানের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তবে ভারতে কবে ফিরতে পারব সে ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি।' তাঁদের বাসে জম্মু ও কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের পড়ুয়ারা রয়েছেন বলে জাকির জানিয়েছেন।

মাঝপথে জি৭ বৈঠক ছেড়ে ফিরছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। কানাডায়।

'সব সময় ভুল করেন ম্যাক্রোঁ'

অটোয়া, ১৭ জুন : কানাডায় চলতি জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে ছায়া ফেলেছে ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধ। সম্মেলনে যৌথ বিবৃতিতে ইরানকে পরমাণু অস্ত্রমুক্ত করার পক্ষে সওয়াল করা হয়েছে। কিন্তু সেই বিবৃতি জারি হওয়ার আগেই দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন ট্রাম্প। তাঁর আচমকা ওয়াশিংটনে ফেরার কারণ ব্যাখ্যা করে হোয়াইট হাউস। স্বাভাবিকভাবে ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তন নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছে। যা উসকে দিয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। আর তাঁর অনুমানে ক্ষুব্ধ হয়েছেন ট্রাম্প। এতটাই যে ফরাসি প্রেসিডেন্টকে উল্লেখ করেই সামাজিক মাধ্যমে বড়সড়ো পোস্ট করেছেন।

ম্যাক্রোঁ বলেছিলেন, 'আমার মনে হয় না মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হবে। তবে আমেরিকা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ওরা যুদ্ধবিরতির চেষ্টা করবে। অবস্থার যাতে অবনতি না ঘটে সেজন্য ইজরায়েলের ওপর চাপ তৈরি করবে।' সেই উদ্দেশ্যেই ট্রাম্প তড়িঘড়ি আমেরিকায় ফিরে গিয়েছেন বলে জানিয়েছেন ম্যাক্রোঁ। ফরাসি নেতার মন্তব্য সম্পর্কে ফিরতি বিমানে অবগত হন ট্রাম্প।

তারপরেই ট্রুথ সোশ্যালে তাঁর নয়া পোস্ট, 'ভুল! তিনি জানেন না কেন আমি এখন ওয়াশিংটনে যাচ্ছি। যুদ্ধবিরতির সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। সবচেয়ে বড় কথা, ইচ্ছাকৃতভাবে হোক বা না হোক, ইমানুয়েল সবসময় ভুল করেন।'

সমন এড়ালেন রবার্ট ভদরা

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন : ফের ইডির সমন এড়ালেন ওয়েনাডের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার স্বামী রবার্ট ভদরা। পলাতক অস্ত্র ব্যবসায়ী সঞ্জয় ভাণ্ডারীর সঙ্গে সম্পর্কিত একটি মানি লন্ডারিং মামলায় তাঁকে তলব করেছিল ইডি। কিন্তু মেয়ের গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রবার্ট ভদরা বর্তমানে দেশের বাইরে রয়েছেন। মঙ্গলবার ফের তাঁকে সমন পাঠিয়েছে ইডি। এর আগে ১০ জুন ইডি দপ্তরে আসার জন্য সমন পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেবারও সমন এড়িয়ে গিয়েছিলেন ভদরা।

কানাডায় মোদি, খালিস্তানি ক্ষোভ

ক্যালগারি (কানাডা), ১৭ জুন : জি৭ বৈঠকে যোগ দিতে মঙ্গলবার সকালে কানাডার ক্যালগারিতে পৌঁছোলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি কানানাস্কিসে ওই বৈঠকে অন্যান্য বিশ্বনেতাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। ক্যালগারিতে পৌঁছে মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'জি৭ বৈঠকে বিভিন্ন নেতার সঙ্গে সাক্ষাত করার পাশাপাশি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ইস্যুতে আমার চিন্তাভাবনা তুলে ধরব।' জি৭ নেতাদের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতেও কথা বলবেন মোদি। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান কানাডার আধিকারিকরা। প্রবাসী

জি৭ বৈঠকে যোগ

ভারতীয়রাও তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।

তবে অভ্যর্থনার পাশাপাশি প্রবল বিক্ষোভের আঁচও রয়েছে মোদির এই কানাডা সফরে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কানানাস্কিসে খালিস্তানি চরমপন্থীরা ইতিমধ্যে জড়ো হয়েছেন। বৈঠকস্থলের বাইরে তাঁরা মোদি বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অবশ্য মোদি আসার আগে থেকেই খালিস্তানি সংগঠনগুলি বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। এবার জি৭ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর যোগদান ঘিরে প্রবল সংশয় তৈরি হয়েছিল। একেবারে শেষমুহূর্তে তাঁকে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর পর থেকেই ক্ষোভের পারদ চড়ছে কানাডার খালিস্তানিদের মধ্যে। বস্তুত খালিস্তানপন্থী নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর খুনের পর থেকেই কানাডা-ভারত টানাপোড়েন চরমে ওঠে।

কানাডায় বিমানবন্দরে মোদিকে অভ্যর্থনা। মঙ্গলবার।

এই পরিস্থিতিতে জি৭ বৈঠকে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রীর কানাডায় আগমন ঘিরে রীতিমতো তেতে উঠেছে খালিস্তানি সংগঠনগুলি।

কানাডার সাংবাদিক ড্যানিয়েল বর্ডম্যান জানিয়েছেন, ক্যালগারিতে লাগাতার মোদি বিরোধী প্রতিবাদ, বিক্ষোভ দেখাচ্ছে খালিস্তানি সংগঠনগুলি। মোদির হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি বন্ধ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নিকে আর্জিও জানিয়েছে তারা। সেই সঙ্গে ভারতে 'বলকানাইজেশন'-এর ডাক দিয়েছে ওই সংগঠনগুলি। বর্ডম্যান এও জানিয়েছেন, কিছু প্রতিবাদী ভারতের জাতীয় পতাকা ছিঁড়ে দিয়েছে। শিখস ফর জাস্টিস নামে ভারতে নিষিদ্ধ একটি সংগঠন প্রধানমন্ত্রীর রাজনীতিতে ইতি টানার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে। খালিস্তানি সংগঠনগুলির এহেন প্রতিবাদ, বিক্ষোভের নিন্দা করেছে পাটনা সাহিব গুরদোয়ারা তখত। এদিকে মোদিকে কানাডায় স্বাগত জানিয়ে ভ্যাঙ্কুভারের জনপ্রতিনিধি ডালাস ব্রডি বলেন, এই সফরের মাধ্যমে ভারত-কানাডা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নত করার একটি সুযোগ এসেছে। এদিকে কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে কটাক্ষ করেছে।

ইনফ্লুয়েন্সার হত্যাকে সমর্থন

চণ্ডীগড়, ১৭ জুন : পঞ্জাবের ভাটিন্ডায় সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার কাঞ্চন কুমারীর হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিতর্কের ঝড় বইছে। অকাল তখত সাহিবের প্রধান গ্রন্থী জ্ঞানী মালকিত সিং সোমবার এই হত্যাকে 'যথাযথ' বলে সমর্থন করেন।

'কমল কৌর ভাবি' নামেও পরিচিত ছিলেন কাঞ্চন। তাঁর বিরুদ্ধে অশ্লীলতা ছড়ানোর অভিযোগ এনে গ্রন্থী বলেন, 'এই ধরনের মানুষদের এরকম পরিণতিই হওয়া উচিত... কিছুই ভুল হয়নি।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের উচিত অশ্লীল গান না শোনা। যারা শিখ সমাজকে বদনাম করে, তাদের এই ধরনের শাস্তিই দেওয়া উচিত।' কাঞ্চনের দেহ ১১ জুন ভাটিন্ডার আদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্কিং লটে তাঁর গাড়ির ভিতরে পাওয়া যায়। পুলিশ জানায়, তাঁকে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ৫

লখনউ, ১৭ জুন : উত্তরপ্রদেশের মহোবার শ্রীনগর এলাকায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ জন নিহত এবং ৩ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। সোমবার দুপুর প্রায় ১টা ৩০ মিনিটে নানৌরা গ্রামের কাছে শ্রীনগর-বেলাতাল রোডে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানিয়েছে, দ্রুতগতির চার চাকার গাড়ির সঙ্গে একটি মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

আশা কুহকিনী, তিহারে উপলব্ধি খালিদের

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন : দিল্লি হিংসার ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত তিহার জেলে বন্দি সমাজকর্মী ও গবেষক উমর খালিদ তাঁর পাঁচ বছরের বন্দিজীবনের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন একটি চিঠিতে। তাঁর কারাবাসের কাহিনীতে নিঃসঙ্গ লড়াইয়ের কথা উঠে এসেছে।

খালিদ লেখেন, রুশ লেখক ফিওদর দস্তয়ভস্কির বই 'দ্য হাউস অফ দ্য ডেড' পড়ে তিনি অবাক হয়েছেন যে, ১৫০ বছর আগে জারের রাশিয়ার জেলজীবনের সঙ্গে আজকের ভারতীয় জেলের কত মিল! দস্তয়ভস্কির বই থেকে 'আমরা বেঁচে থাকলেও জীবিত নই, আবার কবরেও যাইনি, তবুও মৃত' পংক্তিটি উদ্ধৃত করে খালিদ বলেছেন, লেখকের এই উপলব্ধি যেন আজকের তিহারেও প্রতিধ্বনিত হয়।

২০২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে তিনি তিহার জেলে বন্দি। দিনের পর দিন তিনি অপেক্ষা করে থেকেছেন আগামী কোনও জামিন শুনানির দিকে চেয়ে। সেই ছোট ছোট দিন গোনাই তাঁকে টিকিয়ে রেখেছে। তাঁর মতে, বন্দিদের জীবনে আশা বলতে কিছু নেই। একজন মুক্ত মানুষ আশায় বাঁচেন, কিন্তু কাজও করেন। আর বন্দিদের আশায় বেঁচে থাকাই যেন একমাত্র কাজ। দস্তয়ভস্কির উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লেখেন, 'বিনা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। আশা না থাকলে, মানুষ ভিতরে ভিতরে এক দানবে পরিণত হয়।'

খালিদের মতে, জেলে আশা রাখা বিপজ্জনক কাজ। যত বেশি আশা, ভেঙে পড়ার ঝুঁকিও তত বেশি। তাই তিনি চেষ্টা করেন আশাহীন থাকতে। তবু তিনি বলেন, আশার শক্তি এতই প্রবল যে, সবচেয়ে নিরাশ পরিস্থিতিতেও বন্দিরা সেটাই আঁকড়ে থাকেন। এক সহবন্দির কথা লিখেছেন খালিদ। ওই বন্দি গত ২৯ বছর ধরে

জেলে রয়েছেন। মৃত্যুদণ্ড থেকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমায় তিনি মুক্তি পান। তবে শর্ত ছিল- জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জেলেই থাকতে হবে।

এই বন্দি সম্পর্কে খালিদ লেখেন, 'ওরা প্রধানমন্ত্রীকে মেরেছিল। কিন্তু আমি তো কাউকে মারিনি।' তিনি হয়তো আশা করছেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দণ্ডও হালকা হবে। খালিদ দস্তয়ভস্কির উক্তি টেনে বলেন, কারাগারে যারা অনেক বছর পার করেছে, তারা আর পালানোর চেষ্টা করে না। তারা আশা করে, হয়তো একদিন আদালত তাদের মুক্তি দেবে।

খালিদ লিখেছেন, এই পাঁচ বছরে অনেক কিছু বদলেছে। মানুষ পিএইচডি করে চাকরি পায়, প্রেম করে বিয়ে করে, সন্তানের বাবা-মা হয়, গাজায় গণহত্যা 'স্বাভাবিক' হয়, বাবা-মা বুড়িয়ে যান। এই সময় কি মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়?

বছরে ১০০ পরমাণু বোমা চিনের

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন : ইরানের পরমাণু শক্তিধর দেশ হওয়া ঠেকাতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে ইজরায়েল। এ ব্যাপারে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকারকে সমর্থন করছে আমেরিকা ও পশ্চিমী দেশগুলি। এদিকে কিছুটা নীরবেই নিজেদের পরমাণু অস্ত্রের ভাঁড়ার ভরিয়ে চলেছে চিন। সোমবার প্রকাশিত স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস ইনস্টিটিউটের (এসআইপিআরআই) রিপোর্ট বলছে, গত একবছরে ১০০টি পরামাণু ওয়ারহেড তৈরি করে ফেলেছে চিন। ২০২৪-এ তাদের কাছে এ ধরনের ৫০০টি পারমাণবিক অস্ত্র ছিল। বর্তমানে সেই সংখ্যা ৬০০-য় পৌঁছে গিয়েছে। বাৎসরিক পরমাণু অস্ত্রের বিস্তারে আমেরিকা, রাশিয়াকেও ছাপিয়ে গিয়েছে শি জিনপিংয়ের সরকার।

এসআইপিআরআই-এর হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে সবচেয়ে বেশি পরমাণু ওয়ারহেড রয়েছে রাশিয়ার কাছে। সংখ্যাটা ৪,৩০৯। দ্বিতীয় আমেরিকা। তাদের কাছে রয়েছে ৩,৭০০টি পরমাণু বোমা। তৃতীয় চিন। এরপর যথাক্রমে রয়েছে ফ্রান্স (২৯০), ব্রিটেন (২২৫), ভারত (১৮০) এবং পাকিস্তান (১৭০)। ইজরায়েলের কাছে রয়েছে ৯০টি পরমাণু ওয়ারহেড। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা কিম জং উনের উত্তর কোরিয়ার কাছেও ৫০টি পরমাণু ওয়ারহেড রয়েছে বলে এসআইপিআরআই জানিয়েছে।

পারমাণু শক্তিধর অধিকাংশ দেশই নিজেদের পরমাণু অস্ত্রের ভাঁড়ার ভরাতে ব্যস্ত। তবে এক্ষেত্রে বাকিদের টেক্কা দিয়েছে চিন। ভারতের ৩ গুণের বেশি পরমাণু ওয়ারহেড মজুত করে ফেলেছে তারা। ভারতের অপারেশন সিঁদুর নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে রিপোর্টে। এসআইপিআরআই-এর এক শীর্ষ গবেষকের মতে, ভারত-পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সংঘর্ষের সময় বিভিন্ন মাধ্যমে পরমাণু কাঠামোয় হামলা নিয়ে নানা গুজব ছড়ানো হচ্ছিল। এই ধরনের বিভ্রান্তি একটি প্রচলিত যুদ্ধকে পারমাণবিক সংকটে পরিণত করতে পারে।

বাবু ভাইয়া কি ফিরছে?

অক্ষয়কুমার খুব ব্যস্ত। স্কাই ফোর্স, কেসরি চ্যাপ্টার ২, হাউসফুল ৫—কোনওটা হিট বা সুপার হিট। বছরটা ভালো কাটছে তাঁর। আসছে কন্নাপ্পা—এই কন্নড় ছবিতে তিনি শিবের ভূমিকায়। যাই হোক, হেরা ফেরি ৩ কোন অবস্থায় আছে, জানতে চান সকলেই। সম্প্রতি অক্ষয় কুমারকে এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, 'যা হচ্ছে তা সকলের চোখের সামনেই হচ্ছে। আমি ফিঙ্গার ক্রশ করে রেখেছি। আশা করে আছি। আমি চাই সব ঠিক হয়ে যাক। আমি নিশ্চিতভাবেই আপনাদের বলছি, সব ঠিক হবেই।'

অক্ষয়ের এই কথায় মনে হচ্ছে পরেশ রাওয়ালের সঙ্গে তাঁর বিরোধ কি তাহলে মিটল? ছবির বাবু ভাইয়া মানে পরেশ রাওয়াল ছবি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরই এই বিরোধের শুরু, বিতর্কও। তাঁর বিরুদ্ধে ছবির প্রযোজক অক্ষয় মামলা পর্যন্ত করেছেন কারণ ছবির চুক্তি সাক্ষর করে, টিজার শুটিং করে তিনি ছবি ছেড়েছেন, এতে তাঁর আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। তাই ২৫ কোটির ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা হয়েছে। সাইনিং অ্যামাউন্ট পরেশ ফেরতও দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, তিনি ছবির চিত্রনাট্য পাননি, ছবির নাম নিয়েও পুরনো প্রযোজক ফিরোজ নাডিয়াডওয়ালার সঙ্গে বর্তমান প্রযোজকের মামলা চলছে। তাই এই অনিশ্চয়তার মধ্যে তিনি থাকতে চান না। কিন্তু পরেশকে ফেরাতে চান অনুরাগীরা। অনুরোধও আসছে। পরেশও সম্প্রতি এক পোস্টের উত্তরে বলেছেন, হেরা ফেরির তিনজন হিরো মানে নিজেকেও তিনি এখনও ছবির হিরোই ভাবেন। ফলে পরেশ ফিরছেন কিনা, আগ্রহ থেকেই যাচ্ছে। তার থেকেই অক্ষয়কে এই প্রশ্ন

দীপিকার বিপরীতে জেনেলিয়া

সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার 'স্পিরিট' ছবিতে ৮ ঘণ্টা কাজ করার দাবি করে পরিচালকের রোষের মুখে পড়েন তিনি। ছবি থেকে বাদও পড়েন দীপিকা পাড়ুকোন। অনেকে অবশ্য বলছে, ছবিতে মাত্রাতিরিক্ত সাহসী দৃশ্যে থাকতে হবে, তাই দীপিকা সরে গিয়েছেন। তবে গহরাইয়াঁ ছবিতে তাঁর সাহসী দৃশ্যে অভিনয়ই তাঁকে সন্দীপের ছবিতে নিয়ে এসেছিল। যাই হোক, এরপর অনেকেই দীপিকার এই দাবিকে সমর্থন করেছেন নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। এখন জেনেলিয়া দেশমুখ, চিত্রাঙ্গদা সিং দীপিকার বিপরীতে দাঁড়িয়েই কথা বলেছেন। তিনি এখন ব্যস্ত তাঁর ছবি 'সিতারে জমিন পর'-এর প্রচার নিয়ে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, '৮ ঘণ্টা কাজ করায় অসুবিধে হয়, তবে তা অসম্ভব নয়। আমি ১০ ঘণ্টাও কাজ করেছি। অনেক সময় পরিচালক তা বাড়িয়ে ১২-১৩ ঘণ্টাও করতে বলেন। এটা খারাপ নয়, তা করা যায় তবে অন্য জায়গায় বোঝাপড়া ঠিক রাখতে হবে। পুরো একদিন বা দু দিন কাজ করলে অন্য কাজকর্মে অ্যাডজাস্টমেন্টটা জরুরি।'

আবার চিত্রাঙ্গদা সিং বলেছেন, 'সবটাই নির্ভর করে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর। পরিচালক-অভিনেতার সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে পরিচালক কাজের শিডিউল বদলাতে পারেন, তবে অনেক সময় সেটা সম্ভব হয় না কারণ সময় এবং টাকার দিকটাও দেখতে হয়।' দীপিকার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'দীপিকা অনেক বড় স্টার, অভিনেত্রী। তাঁর কাজের সময়ের ক্ষেত্রে তিনি কোনও শর্ত রাখতেই পারেন, এ তাঁর অধিকার।' উল্লেখ্য, স্পিরিট থেকে দীপিকা বেরিয়ে যাওয়ার পর তাঁর জায়গায় এসেছেন তৃপ্তি ডিমরি। নায়ক প্রভাস। অন্যদিকে দীপিকা সম্ভবত আল্লু অর্জুন ও অ্যাটলির সঙ্গে এএ২২Xএ৬ ছবিটি করবেন।

একনজরে সেরা ৫

অক্ষয় বললেন

অক্ষয়কুমারের আগামী ছবি জলি এলএলবি ৩। ছবি নিয়ে তিনি বলেছেন, প্রথম দুটো ভাগের মতো এই ভাগেও বাস্তব ঘটনা আছে। সহ অভিনেতা আরশাদ ওয়ার্সি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ওর সঙ্গে কাজ করে ভালো লেগেছে। পরিচালক সুভাষ কাপুর প্রসঙ্গে বলেছেন, আমি ওঁর ফ্যান। আড়াই মাসে শুটিং শেষ হয়েছে। মুক্তি ১৯ সেপ্টেম্বর।

আশ্রমে জ্যাকলিন

হাউসফুল ৫-এর প্রচার ও মুক্তির ব্যস্ততা থেকে বিরতি নিয়ে জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ সময় কাটালেন শ্রীশ্রী রবিশংকরের কাছে। অন্য সন্ন্যাসীদের ও ভক্তদের সঙ্গে তিনি সময় কাটান, নিজের ছবি ইন্সটায় পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, আমার অন্তর ভরে গিয়েছে গুরুদেব, আপনার পথ নির্দেশনা ও আলোর প্রদর্শনের জন্য। ধন্যবাদ।

পরিণত প্রেম

আর মাধবন ও ফতিমা সানা শেখ অভিনীত আপ জ্যায়সা কোই মুক্তি পাবে নেটফ্লিক্সে ১১ জুলাই। ছবিতে এক সংস্কৃত শিক্ষক ও ফরাসি প্রশিক্ষক—এই দুই বিপরীতমুখী ব্যক্তিত্বের প্রেম দেখা যাবে যা প্রমাণ করবে ভালোবাসা বয়স, ঐতিহ্য বা কোনও নিয়ম মানে না। পরিণত প্রেমের এই ছবির পরিচালক মীনাক্ষী সুন্দরেশ্বর।

পাইরেসিই কারণ

সলমন খানের সিকান্দর ১০০ কোটির ব্যবসা করেই থেমে গিয়েছিল। তার কারণ খুঁজতে নির্মাতা ফিরোজ নাডিয়াডওয়ালার সংস্থা একটি সমীক্ষা করে। তার রিপোর্ট বলেছে, মুক্তির আগের দিনই ছবির পাইরেটেড কপি লিক হয়েছিল পাইরেটেড ওয়েবসাইটে। এতে ক্ষতি হয় ৯১ কোটি। নির্মাতারা এই পরিমাণ ইনসিয়োরেন্স দাবি করে কেস ফাইল করেছেন।

গোলমাল ৫

রোহিত শেট্টির কমেডি-অ্যাকশন গোলমাল ৩-এর শুটিং শুরু হবে আগামী বছর মার্চ-এপ্রিলে, মুক্তি ২০২৭-এ। রোহিত, রাকেশ মারিয়ার বায়োপিক শেষ করে গোলমাল শুরু করবেন। নতুন একগুচ্ছ লেখক এর গল্প আর চিত্রনাট্য লিখছেন, যা সম্ভবত চলতি বছর সেপ্টেম্বরেই শেষ হবে। ছবিতে অজয় দেবগণ, তুষার কাপুর, আরশাদ ওয়ার্সি প্রমুখ আছেন।

প্রিয়াংকা চোপড়ার শোক

কাছের মানুষকে হারালেন প্রিয়াংকা চোপড়া। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে শোকপ্রকাশ করলেন তিনি। রমন রাই হান্ডা, পরিচয়ে প্রিয়াংকার পিসেমশাই হন। প্রিয়াংকার পিসি কামিনীকে নিয়ে দিল্লিতেই থাকতেন তিনি। তাঁর দুই মেয়ে মান্নারা আর মিতালি। মান্নারা বিগ বস-এও অংশ নিয়েছিলেন।

কয়েকদিনের স্বল্প রোগভোগের পরে রমন রাই হান্ডা আচমকা প্রয়াত হন। খবর পেয়ে মুম্বই থেকে তাঁর মেয়েরাও এসে উপস্থিত হয়েছেন। শেষকৃত্যের ছবিও পোস্ট করেছেন তাঁরা।

এর পরই প্রিয়াংকা নিজেও তাঁর তরফে শোক সংবাদ পোস্ট করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'তুমি সবসময় আমার হৃদয়ে থাকবে। এবার শান্তিতে বিশ্রাম নাও ফুফাজি'।

স্বরা ভাস্করকে প্যালেস্তাইনে পাঠাচ্ছে নেটপাড়া?

আবার একবার ট্রোলড হলেন স্বরা ভাস্কর। গাজার সমর্থনে পোস্ট করে ট্রোলড হলেন তিনি। বেশ কয়েকটি বামপন্থী দল মিলে মুম্বইয়ে গাজায় গণহত্যার প্রতিবাদে সম্মেলনের আহ্বান করেছিল। সেই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আর্জি জানিয়ে পোস্টটি শেয়ার করেছিলেন স্বরা। আর এর পরেই নেটপাড়া খেপে ওঠে।

একজন লেখেন, 'আপনি ফিলিস্তিনে চলে যান। এখানে কেন আছেন?' কেউ লেখেন যে, পহেলগাঁও হামলা আর অপারেশন সিঁদুরের সময় স্বরার পোস্ট কোথায় ছিল? কেন তিনি একটা কথাও লেখেননি? কেউ আবার বলছেন যে, পাকিস্তানে আর বাংলাদেশে হিন্দু হত্যার সময় তিনি চুপ কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর অবশ্য দেননি স্বরা ভাস্কর।

তবে এইবারই প্রথম না। এর আগেও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের হয়ে পোস্ট করেছিলেন স্বরা। তখনো তাঁকে ট্রোলড হতে হয়। যদিও আন্তর্জাতিক ইস্যু নিয়ে বরাবরই সরব তিনি, কিন্তু দেশীয় প্রসঙ্গে তাঁকে সেভাবে কিছু বলতে দেখা যায় না।

শুটিংয়ে ফিরলেন শাহরুখ

শাহরুখ খান শুটিংয়ে ফিরলেন। তাঁর মাচো লুক, নতুন হেয়ারস্টাইল, এমনিতেই চর্চার বিষয় হয়েছে, তার ওপর নিরাপত্তার বলয়ে তাঁর এই শুটিং চর্চা বাড়াল। এটি জেলের অ্যাকশন দৃশ্য। ২১ জুন পর্যন্ত চলবে। জানা গিয়েছে, এক বিদেশি জেলে তিনি অ্যাকশন দৃশ্য করেছেন। এই অ্যাকশন দৃশ্যে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর বিপরীতে ছিল কিছু দুষ্টু লোক। আর সেই কারণেই অ্যাকশন। অ্যাকশনের কোরিয়োগ্রাফি করতে তিনজন বিদেশি স্টান্ট বিশেষজ্ঞকে আনা হয়েছে। দৃশ্যটিতে ২০০ স্টান্ট পারফর্মার থাকবেন। শাহরুখ ছবিতে আন্ডারওয়ার্ল্ডের লোক বা মাফিয়া জাতীয় কেউ কিনা তা অবশ্য জানা যায়নি, তবে এই চরিত্রের জন্য তিনি নিজের শারীরিক পরিবর্তন করেছেন।

রথযাত্রা দেখলেন আমির খান

ছবির প্রচারে কী-ই না করতে হয়! আমির খানকেও রথে আসতে হল। না না, রথ টানেননি তিনি। টানা দেখলেন। ডান্স বাংলা ডান্স শো-র মঞ্চে রথ এল এবার। আর দূর মুম্বইয়ে বসে সে দৃশ্য দেখলেন আমির খান। এই শো-র বিশেষ পর্বে কনীনিকা এসেছেন। নাচলেন তিনি। অন্য প্রতিযোগীরাও নাচল তাঁর সঙ্গে। রথযাত্রার বিশেষ এই পর্বে জগন্নাথদেব, প্রভু বলরাম আর দেবী সুভদ্রাকে নিয়ে রথ চলল চ্যানেলের এই শো-র মঞ্চে। সে দৃশ্য লাইভ দেখলেন আমির খান।

শুধু দেখলেন না তিনি। নাচের প্রশংসা করলেন। রথযাত্রার শুভেচ্ছা জানালেন সকলকে। হাতজোড় করে জগন্নাথদেবকে প্রণাম করলেন। যদিও আমিরের এই কাজের সমালোচনা শুরু হয়ে গেছে। তা যে হবে, সে কথা আমিরও নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু প্রচারের এই গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চটাকে হাতছাড়া করতে চাননি আমির খান। 'সিতারে জমিন পর'-এর প্রোমোশনের জন্য এভাবেই একের পর এক চমক আনছেন আমির।

প্রিমিয়ারে গৌরীর সঙ্গে আমির

সিতারে জমিন পর ছবির বিশেষ প্রদর্শনীতে আমির খান প্রেমিকা গৌরী স্প্রাটের সঙ্গে এলেন, সঙ্গে ছিলেন নিক্কত খান হেগড়ে। ছবির মুক্তি ২০ জুন। সে উদ্দেশে নির্মাতারা মুম্বাইয়ে ছবির বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। সেখানেই এই তিনজনকে একই গাড়িতে আসতে দেখা যায়। আমির ও গৌরী পাশাপাশি বসেছিলেন। পরে ছবির অন্যতম অভিনেত্রী জেনেলিয়া ডিসুজা তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। ছবিতে এই প্রথম অভিনয় করতে দেখা যাবে আমিরের মা জিনাত হুসেনকে। আমিরের দিদি নিক্কতও এই প্রথম অভিনয় করছেন ছবিতেই। ছবির পরিচালক আরএস প্রসন্ন।

অবশেষে জটমুক্ত সিতারে

আমির খানের ছবির অগ্রিম বুকিং বন্ধ করে দিতে হয়েছিল হঠাৎ করেই। কারণ আমিরের সঙ্গে সেন্সর বোর্ডের দড়ি টানাটানি। সেন্সর বোর্ড চায়, এ ছবির দু-একটা দৃশ্যে কাঁচি চালানো হোক। আমির খান তা চান না। সেই নিয়ে অনড় দু-পক্ষই। অবশেষে জটিলতা কেটেছে। সেন্সর বোর্ড থেকে ছাড়পত্র পেল 'সিতারে জমিন পর'। এবার খুলে দেওয়া হল অগ্রিম বুকিং।

একটি সিঙ্গল স্ক্রিনের কর্ণধার জানিয়েছেন, 'আমিরের ছবির জন্য দর্শক অপেক্ষা করে আছেন। শহরের অধিকাংশ সিঙ্গল স্ক্রিনে চারটে করে শো-তে চলবে আমিরের এই ছবি। শাহরুখ খান বা সলমন খানের ছবির ক্ষেত্রে অগ্রিং বুকিং খুলে দেওয়া হয় ছবি মুক্তির চার দিন আগে। সেই নিরিখে এই ছবির অগ্রিম বুকিং খুলতে দেরি হল। তবে টিকিট বিক্রি হবে দারুণ, সেটা আশা করছেন সকলেই।'

ইডি'র জেরায় সোনু, উর্বশী

একটি অনলাইন জুয়ার ওয়েবসাইটের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সোনু সুদ ও উর্বশী রাওতেলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। এই বেটিং অ্যাপ ও অন্য একটি নিষিদ্ধ বেটিং প্ল্যাটফর্মের প্রচারে তাঁদের কি ভূমিকা জানার জন্য এই জিজ্ঞাসাবাদ বলে জানা গিয়েছে। ইডির বক্তব্য, এই অ্যাপ ও প্ল্যাটফর্ম নানা সেলেবদের দেখিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রচুর টাকা তোলে। এর আগে হরভজন সিং, যুবরাজ সিং, সুরেশ রায়নাকেও জেরা করা হয়েছে। গত মার্চে হায়দরাবাদে ২৫ জন সেলেবের বিরুদ্ধে এই একই অভিযোগে এফআইআর করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রকাশ রাজ, বিজয় দেবারাকোন্ডা প্রমুখ।

টাকা নেই, শুটিং বাতিল

এই ঘটনা ঘটেছে ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গলের শুটিংয়ে। সূত্রের খবর, গত ছ মাসে তিনটি শুটিং শিডিউল বাতিল হয়েছে। ফিরোজ নাডিয়াডওয়ালা প্রযোজিত এই ছবির জন্য অভিনেতারা যে নির্ধারিত ডেট দিয়েছেন, তা বাতিল হওয়ায় তাঁরা ওই দিনগুলোয় বাড়িতে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছেন। বলা হচ্ছে শুটিংয়ের দরকারি জিনিসপত্র এবং টাকার অভাবে শুটিং বাতিল হচ্ছে। ফলে, অনেক তারকাই ছবি ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, অন্য অভিনেতারা আসছেন সেই জায়াগায় এবং এটা বারবার হচ্ছে। আবার অনেকে এই ফ্র্যাঞ্চাইজির লাভের কথা ভেবে এবং ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ভালোবেসে থেকে গিয়েছেন। গত একবছর ধরে শুটিং চলছে, অনেক খরচই হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে অনেক তারকা এবং তাঁদের কর্মচারীরা পারিশ্রমিক পাননি। শুটিং বাতিলের ফলে অভিনেতাদের নির্ধারিত ডেট অন্য কোথাও দেওয়াও যাবে না। তাই তাঁরা যেকোনও ভাবে শুটিং শেষ করতে চাইছেন।

রেলের সতর্কতায় লাগাম মৃত্যুতে

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

মালদা, ১৭ জুন : কেউ অসাবধানতাবশত দুর্ঘটনার শিকার। কেউ আবার স্বেচ্ছায় প্রাণ দিতে চেয়েছিলেন। মৃত্যুর মুখ থেকে তাঁদের ফিরিয়ে এনেছে রেলের 'অপারেশন জীবন রক্ষা'। গত দেড় বছরে মালদা টাউন স্টেশন, ভাগলপুর সহ মোট তিনটি স্টেশনে পাঁচজনের জীবন বেঁচে গিয়েছে রেল পুলিশের তৎপরতায়। তাঁদের চারজন মহিলা, একজন পুরুষ। মালদার ডিআরএম মণীশকুমার গুপ্তর বক্তব্য, 'আমরা যেমন প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করি, তেমনই ওই মানুষগুলোকে জীবনের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়ে অন্যদের সচেতন করার চেষ্টা করি।'

গত বছর মালদা টাউন স্টেশনে ট্রেন ধরতে গিয়ে এক বৃদ্ধ দম্পতি বিপদের মুখে পড়েছিল। তাঁরা যখন স্টেশনে পৌঁছেছিলেন তখন সবে মাত্র ট্রেন ছেড়েছে। গতি কম থাকায় ওই দম্পতি চলন্ত ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করে। বৃদ্ধা উঠতে পারলেও, বৃদ্ধ সন্তোষ চৌধুরী পা ফসকে পড়ে যান। তখন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কর্তব্যরত মহিলা আরপিএফ শুলতা মণ্ডল ওই বৃদ্ধকে টেনে তুলে তার প্রাণ বাঁচান।

ঘটনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরালও হয়। সেই দুঃসহ স্মৃতি এখনও সন্তোষের মনে টাটকা। তিনি বলেন, 'সেদিন আমার একটা ভুল জীবন শেষ করে দিতে পারত। যখন পা ফসকে যায়, তখন আমি বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। ওই মহিলা আরপিএফ যেভাবে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন, সেটা কোনওদিন ভুলব না।'

আবার, গত বছর নভেম্বর মাসে মালদা টাউন স্টেশনের অদূরে লাইনের ধারের বস্তির বাসিন্দা এক গৃহবধূ সাংসারিক অশান্তির কারণে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। রেললাইনের ধারে বিভ্রান্ত হয়ে ওই গৃহবধূকে ঘুরতে দেখে এক রেল পুলিশকর্মী তাঁর ওপর নজর রেখেছিলেন। ট্রেনের সামনে ওই গৃহবধূ ঝাঁপ দিতে গেলে তিনি তাঁকে টেনে আনেন। পরে ওই গৃহবধূকে রেল পুলিশ পরিবারের হাতে তুলে দেয়। একইভাবে ভাগলপুর স্টেশনেও দুজনের জীবন রক্ষা করে রেল পুলিশ।

মালদা ডিভিশনের আরপিএফ আধিকারিক একে কুল্লু বলেন, 'অপারেশন জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যই হল কেউ রেললাইনে আত্মহত্যা করতে গেলে বা কেউ দুর্ঘটনার শিকার হলে তাঁকে বাঁচানো। প্ল্যাটফর্ম এবং লাইনের ধারে নজরদারি চলে। যাত্রীদের ওপরেও নজর রাখা হয়। কাউকে অতিরিক্ত বিভ্রান্ত বা চিন্তিত দেখলে রেল পুলিশ প্রয়োজনে জিজ্ঞাসাবাদ করে। মানুষের জীবনের চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই হতে পারে না। এই বিশ্বাস থেকেই রেল কাজ করে।' রেল পুলিশের এমন ভাবনায় প্রাণহানি এরানো যেতে পারে বলেই মত সাধারণ মানুষের।

যেভাবে অপারেশন

- প্ল্যাটফর্ম এবং লাইনের ধারে চলছে রেল পুলিশের নজরদারি
- ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিতে গেলে তাঁকে দ্রুত উদ্ধার
- কেউ দুর্ঘটনার শিকার হলে তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা
- কাউকে বিভ্রান্ত বা চিন্তিত দেখলে প্রয়োজনে জিজ্ঞাসাবাদ

ছবি : এআই

বৃষ্টিভেজা দিনের গল্প।। বালুরঘাটে মঙ্গলবার ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

চেয়ারম্যান বদল নিয়ে জল্পনা কালিয়াগঞ্জে

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১৭ জুন : পুর চেয়ারম্যান কি বদল হতে চলেছে কালিয়াগঞ্জে? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস থেকে আসা বিশেষ এক প্রতিনিধি কালিয়াগঞ্জ পুরসভার বিভিন্ন তৃণমূল কাউন্সিলার ও দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকের পর থেকেই পুর চেয়ারম্যান বদল নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে কালিয়াগঞ্জে।

ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সোমবার দিনভর রায়গঞ্জের বিধান মঞ্চে দলের সাংগঠনিক নেতৃত্ব ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠক করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তর থেকে আসা বিশেষ প্রতিনিধি অর্ঘ্য দত্ত। গত লোকসভা নির্বাচনে কালিয়াগঞ্জে ধরাশায়ী তৃণমূলের সংগঠনকে ফের চাঙ্গা করতেই দলের সাংগঠনিক ক্ষেত্রে ফাঁকফোকর খুঁজে তা মেরামত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে সূত্রের খবর। সেই প্রক্রিয়ারই অঙ্গ হিসেবে সোমবার কালিয়াগঞ্জের বিভিন্ন স্তরের তৃণমূল নেতাকে নিয়ে সোমবার বৈঠক করেন অভিষেক প্রেরিত প্রতিনিধি। ওই বৈঠকে তৃণমূলের কালিয়াগঞ্জ শহর ও ব্লক সংগঠনে নেতৃত্ব পরিবর্তনের পাশাপাশি কালিয়াগঞ্জ পুরসভার পুর চেয়ারম্যানও পরিবর্তন করা হতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। ২১ জুলাইয়ের পরেই ওই পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছে দলের অন্দরে। কালিয়াগঞ্জ পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার বিশ্বজিৎ কুণ্ডু বলেন, 'আমার সঙ্গে প্রায় চল্লিশ মিনিট এককভাবে কথা হয়েছে। দলের সংগঠন ও পুর চেয়ারম্যানের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি।'

কালিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি বুলি রায় বর্মনের কথায়, 'মূলত ব্লকের সাংগঠনিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমার মতামত চাওয়া হয়েছিল। আমি দলের উর্ধ্বতন নেতৃত্বের হাতে বিষয়টি ছেড়ে দিয়েছি।' যাঁর পরিবর্তন নিয়ে জল্পনা সেই পুর চেয়ারম্যান রামনিবাস সাহার বক্তব্য, 'বিধানসভা নির্বাচনে দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা কাটাতে দলের সাংগঠনিক নেতৃত্ব ও পুর চেয়ারম্যান নিয়ে আলোচনা হয়েছে।' মুখ ফসকে বললেও সঙ্গে সঙ্গে কথা ঘুরিয়ে তিনি বলেন, 'ভুল বললাম। পুর চেয়ারম্যান নিয়ে নয়। শুধুমাত্র সাংগঠনিক নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে সম্পূর্ণ দলের অন্দরের ব্যাপার।'

সোমবার বেলা ১২টা থেকে রায়গঞ্জের বিধান মঞ্চে কালিয়াগঞ্জ শহরের তৃণমূল কাউন্সিলার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ সভাপতি, জেলা পরিষদের সদস্য এবং দলের অঞ্চল সভাপতিদের সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠক করেন ওই প্রতিনিধি। বৈঠক পর্ব চলে প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত।

বৈঠকে চর্চা

- তৃণমূলের কালিয়াগঞ্জ শহর ও ব্লক সংগঠনে নেতৃত্ব পরিবর্তন করা হতে পারে
- কালিয়াগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যানও পরিবর্তন করা হতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে
- ২১ জুলাইয়ের পরেই ওই পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছে দলের অন্দরে
- প্রকাশ্যে যদিও এই ব্যাপারে কেউ মুখ খুলতে চাইছেন না

রাস্তার নাম চায় গঙ্গারামপুর

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ১৭ জুন : দক্ষিণ দিনাজপুরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর গঙ্গারামপুর। ১৯৯৩ সালে এই শহরে পুরসভা গঠিত হয়। এখানে ১৮টি ওয়ার্ড রয়েছে। শহরের বিস্তৃতি ও জনসংখ্যা দুই-ই দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু এতদিন পরও শহরের বেশিরভাগ রাস্তা ও গলির কোনও নাম নেই, যা নাগরিক পরিষেবা এবং শহরের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহরের বিভিন্ন রাস্তার নামকরণে বাসিন্দারা সোচ্চার হয়েছেন। গঙ্গারামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র বলেন, 'আমরা কিছু মনীষীর মূর্তি তৈরি করার ব্যবস্থা করছি। যাঁদের মূর্তি তৈরি করা হচ্ছে, তাঁদের নামেই রাস্তার নামকরণ হবে।'

গঙ্গারামপুর শহরজুড়ে হাতেগোনা যে কয়েকটি রাস্তায় নাম রয়েছে, সেগুলির অন্যতম হল রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নামে 'জ্যোতি বসু রোড'। এছাড়া শহরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, গলি বা আবাসিক এলাকার রাস্তা আজও বিভিন্ন পাড়ার নামে রয়েছে। আধুনিক শহর ব্যবস্থাপনায় রাস্তার নামকরণ একটি মৌলিক চাহিদা। শহরের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও গর্বের প্রতীক হিসেবে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম রাস্তায় প্রতিফলিত হলে একদিকে যেমন শহরের গর্ব বাড়ে, অন্যদিকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ঐতিহ্য সংরক্ষণের মাধ্যম হিসেবেও কাজ করে। সেক্ষেত্রে গঙ্গারামপুরের যাঁরা ভূমিপুত্র, যাঁদের সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রয়েছে, তাঁদের নামে রাস্তার নামকরণ হলে ওইসব মানুষকে সম্মান জানানো হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

শিক্ষারত্ন সম্মানিত শিক্ষাবিদ পার্থ সরকার বললেন, 'প্রতিটি রাস্তাকে মনীষীদের নামে বা কোনও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির নামে নামকরণ করে তাঁদের আগামী প্রজন্মের সঙ্গে পরিচয় করানো এবং মানুষের মনে তাঁদের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করা জরুরি।' বিশিষ্ট অধ্যাপক অভিজিৎ সরকার বললেন, 'গঙ্গারামপুর শহরের রাস্তা ও গলিগুলির এখনও কোনও নামকরণ করা হয়নি। বাইরে থেকে কেউ শহরে এলে এই সমস্যায় বিপত্তিতে পড়েন।'

> আমরা কিছু মনীষীর মূর্তি তৈরি করার ব্যবস্থা করছি। যাঁদের মূর্তি তৈরি করা হচ্ছে, তাঁদের নামেই রাস্তার নামকরণ হবে।
>
> **প্রশান্ত মিত্র**
> *চেয়ারম্যান, গঙ্গারামপুর পুরসভা*

এখানেই ছিল যাত্রী প্রতীক্ষালয়।

প্রতীক্ষালয় নেই, সমস্যায় নিত্যযাত্রীরা

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৭ জুন : কয়েক বছর আগেও বালুরঘাটের চকভৃগু এলাকার ভিডিও হল মোড়ে রাস্তার ধারে যাত্রী প্রতীক্ষালয় ছিল। কিন্তু এখন তা ভেঙে ফেলা হয়েছে। ফলে রোদ, ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়েই রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন যাত্রীরা। রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য ভেঙে ফেলা সেই প্রতীক্ষালয় কেন নতুন করে করা হচ্ছে না? আওয়াজ তুলছেন বাসিন্দারা। শহরের প্রায় সব জায়গায় প্রতীক্ষালয় থাকলেও পুরসভায় নতুন সংযোজিত এই এলাকায় কেন নেই, প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা। আবেদন করলে পুরসভার তরফে বিষয়টি বিবেচনা করে পদক্ষেপ করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

আত্রেয়ী নদী বালুরঘাট শহরকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। যার পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে চকভৃগুর বিস্তীর্ণ এলাকা। যেখানে নতুন করে তিনটি ওয়ার্ড তৈরি করে পুরসভার অধীনে নেওয়া হয়েছে। চকভৃগুতেই রয়েছে বাসস্ট্যান্ড। যেখান থেকে প্রতিদিনই ছোট বাস, অটো, ম্যাক্সিক্যাব সহ সমস্ত যানবাহন যাতায়াত করে। মূলত তপন, নয়াবাজার, জলঘর, বালাপুর সহ একাধিক এলাকায় যেতে এই বাসস্ট্যান্ড থেকেই যাত্রীরা ওঠেন। বাসস্ট্যান্ড থেকে কিছুটা দূরেই বালুরঘাট রেলস্টেশনের আগে বাঁদিকে রয়েছে ভিডিও হল মোড়। সেখানেই কয়েক বছর আগেও আস্ত যাত্রী প্রতীক্ষালয় ছিল। স্বাভাবিকভাবেই দাঁড়াল হাট, নয়াবাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় যাত্রা করতে যাত্রীরা সেই প্রতীক্ষালয় অপেক্ষা করতেন। কিন্তু সেই প্রতীক্ষালয় আর নেই। রাস্তা সম্প্রসারণের সময় সেই প্রতীক্ষালয় ভেঙে ফেলা হয়েছে। কিন্তু এখনও রাস্তার পাশে ছোট প্রতীক্ষালয় করার মতো জায়গা রয়েছে বলে বাসিন্দাদের দাবি। বর্তমানে ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে যাত্রীরা বাসের জন্য অপেক্ষা করেন। শিশু থেকে শুরু করে বয়স্কদের ছাতা মাথায় বর্ষাকালে এখানে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এখনও নিয়মিত সেখানে যাত্রী নামা-ওঠার জন্য বাস দাঁড়ায়। কিন্তু প্রতীক্ষালয় নেই। ভেঙে ফেলা সেই যাত্রী প্রতীক্ষালয় নতুন করে তৈরি করার দাবিতে সরব হয়েছেন বাসিন্দারা।

চকভৃগুর প্রাক্তন শিক্ষক অজিত মহন্ত বলেন, 'এলাকার বহু শিক্ষক ও বিভিন্ন দপ্তরে কর্মীরা ওই এলাকা থেকেই বাসে যাতায়াত করেন। সেই প্রতীক্ষালয় ভেঙে ফেলার ফলে সমস্যা হয়েছে। সেখানে একটি প্রতীক্ষালয় তৈরি হলে সমস্ত স্তরের মানুষই উপকৃত হবেন। পুরসভার আওতায় আমরা এসেছি। পরিষেবাও তেমনটা হলে ভালো হয়।'

বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্রের আশ্বাস, 'বাসিন্দারা আমাদের আবেদন করলে বিষয়টি নিশ্চয়ই ভাবনাচিন্তা করা হবে। পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে পদক্ষেপ করা যেতে পারে। এখনও যদি সেখানে জায়গা থেকে থাকে, তাহলে যাত্রীদের সুবিধার্থে তা করা যেতে পারে।'

উদ্বোধন

পুরাতন মালদা, ১৭ জুন : মঙ্গলবার পুরাতন মালদা শহরের সদরঘাটে অবস্থিত মহানন্দা কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের উদ্বোধন হয়। দীর্ঘদিনের পুরাতন টিনের একচালা ভবন ভেঙে প্রায় ৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই অত্যাধুনিক ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন ভবনে ১৪০ জন পড়ুয়াদের জন্য ডাইনিং সহ মোট পাঁচটি শ্রেণিকক্ষ তৈরি করা হয়েছে। এদিন ভবনের উদ্বোধন করেন জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান বাসন্তী বর্মন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান রঞ্জিত সরকার সহ অন্যরা। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ভরত ঘোষ জানান, পড়ুয়াদের অসুবিধা হবে না।

সংবর্ধনা

রায়গঞ্জ, ১৭ জুন : গত ১৪ জুন বিশ্ব রক্তদাতা দিবস গিয়েছে। সেই উপলক্ষ্যে কলকাতায় স্বাস্থ্য ভবনে উত্তর দিনাজপুর জেলার ৩ জন রক্তদাতাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হল। মঙ্গলবার রায়গঞ্জের সুব্রত সরকার ও কৌশিক ভট্টাচার্য এবং কালিয়াগঞ্জের সন্তোষ ব্যাঙ্গানীকে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে সম্মান জানানো হয়। সুব্রত সরকার ১০৬ বার, সন্তোষ ব্যাঙ্গানী ১৬৫ বার রক্তদান করেছেন।

মিছিল

মালদা, ১৭ জুন : মুক্ত প্যালেস্তাইনের দাবিতে মঙ্গলবার বিকেলে শহরে 'সংহতি মিছিল' করল মালদা জেলা বামফ্রন্ট। জেলা সিপিএম কার্যালয় মিহির দাস ভবন থেকে মিছিলের সূচনা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে নেতাজি মোড়ে এসে শেষ হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা সিপিএম সম্পাদক কৌশিক মিশ্র, বিশ্বনাথ ঘোষ, জামিল ফিরদৌস, দেবজ্যোতি সিনহা প্রমুখ।

টুকরো খবর

সাইবার জালিয়াতি

বালুরঘাট, ১৭ জুন : সাইবার জালিয়াতি কাণ্ডে ১০ জুন কুমারগঞ্জের ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাদের কাছে তথ্য পেয়ে ফের ২ জনকে গ্রেপ্তার করল বালুরঘাট সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। ধৃতরা মূলত সাইবার প্রতারকদের এজেন্ট হিসেবেই কাজ করে বলে অভিযোগ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম বাপি সরকার ও সাবির আলম সরকার। ধৃতদের বাড়ি কুমারগঞ্জে। ধৃতদের এদিন বালুরঘাট আদালতে পেশ করা হয়।

সংঘর্ষ

বালুরঘাট, ১৭ জুন : বারোয়ারি মন্দিরের পুজোর বাসন নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ হয়। দুই পক্ষই মামলা করেছে। কিন্তু ওই মামলা তুলতে এক পক্ষ অভিযোগকারীদের বাড়িতে ঢুকে হুমকি দিচ্ছে আরেক পক্ষ মামলাকারী। ফের বালুরঘাট থানার দ্বারস্থ হয়েছেন ছায়া দাস নামে ওই অভিযোগকারিণী। তিনি বালুরঘাট থানায় নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন বলে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পরিদর্শন

গঙ্গারামপুর, ১৭ জুন : কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের উদ্যোগে জেলার অন্যান্য পুর শহরের পাশাপাশি গঙ্গারামপুর শহরের চিত্তরঞ্জন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে বিশেষ প্রযুক্তিগত শিক্ষা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে মঙ্গলবার সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন আইআইটি মাদ্রাজের বিদ্যাশক্তির গ্লোবাল কনভেনার ডঃ শিবা সুব্রহ্মনিয়াম। মূলত পড়ুয়াদের প্রযুক্তিগত শিক্ষায় উৎসাহী করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পড়ুয়াদের বিক্ষোভ

বালুরঘাট, ১৭ জুন : চতুর্থ সিমেস্টারে পৌঁছে গেলেও, প্রথম সিমেস্টারে ব্যাক পাওয়া সাবজেক্টে পাশ করতে পারেনি বালুরঘাট কলেজের প্রায় ৬০ শতাংশ পড়ুয়া। পাশ করিয়ে দেওয়ার দাবি নিয়ে মঙ্গলবার কলেজের সামনে বিক্ষোভ দেখান অকৃতকার্য পড়ুয়াদের একাংশ। কয়েকদিন আগে তাঁরা এবিষয়ে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে লিখিতভাবে আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। দাবি পূরণ না হলে আগামীদিনে আরও বড় আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পড়ুয়ারা। কলেজের অধ্যক্ষ পঙ্কজ কুণ্ডু জানান, পরীক্ষা নেওয়া থেকে শুরু করে খাতা দেখা পর্যন্ত সব প্রক্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ করে। এবিষয়ে কলেজের কিছু করার নেই।

> পরীক্ষা নেওয়া থেকে শুরু করে খাতা দেখা পর্যন্ত সব প্রক্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ করে। এবিষয়ে কলেজের কিছু করার নেই।
>
> **পঙ্কজ কুণ্ডু**
> *অধ্যক্ষ, কলেজ*

নতুন জেলা সংযোজক

রায়গঞ্জ, ১৭ জুন : সোমবার রাতে উত্তর দিনাজপুর জেলার আরএসএসের ছাত্র সংগঠন এবিভিপির নতুন জেলা সংযোজক হলেন শুভজিৎ দাস। সম্প্রতি সংগঠনের প্রদেশ অভ্যাসবর্গ থেকে শুভজিতকে মনোনীত করা হয়েছিল। রায়গঞ্জের দুর্গাপুর সংলগ্ন জামবাড়ির বাসিন্দা শুভজিৎ ইটাহারের ডঃ মেঘনাদ সাহা কলেজ থেকে ভূগোলে সাম্মানিক স্নাতক শেষ করেছেন।

পাশাপাশি জেলার প্রধান হিসেবে রাকেশ ঘোষ, বিভাগ প্রধান হিসেবে কিশোর বসাক এবং বিভাগ সংযোজক হিসেবে কৌস্তভ আচার্যকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

চৈতন্য যোগসূত্রে ভিড় রামকেলির মেলায়

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ১৭ জুন : চৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতিধন্য পুরাতন মালদা শহরের তৈল মন্ডাই মহাপ্রভু মন্দির প্রাঙ্গণে প্রতি বছর রামকেলি মেলা উপলক্ষ্যে ভক্তদের ভিড় জমে, যেখানে তাঁরা নগরকীর্তন ও ধর্মীয় আলোচনায় মেতে ওঠেন। প্রাচীন এই মন্দিরের মূল দেবতা রাধাগোবিন্দের বার্ষিক পুজো উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাতদিনের এই মেলার মঙ্গলবার ছিল তৃতীয় দিন। দূরদূরান্ত থেকে লোক আসছেন। অনেকেই আশ্রয় নিচ্ছেন মন্দিরের ধর্মশালায়। বাকিরা স্থানীয় লজ, আত্মীয়ের বাড়িতে থাকছেন। মেলার বাকি চারদিন আরও ভিড় হবে বলেই আশা পুজো তথা মেলার কর্মকর্তাদের।

তৈল মন্ডাই মহাপ্রভু মন্দিরের সঙ্গে জড়িত জনশ্রুতির জেরেই এই ভক্তসমাগম। জনশ্রুতি আছে, একসময় চৈতন্য মহাপ্রভু মহানন্দা নদীপথে এই তৈল মন্ডাই মহাপ্রভু মন্দিরে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। বিশেষ করে সেই টানেই বালুরঘাট, তপন, কোচবিহার এবং দুই দিনাজপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে ভক্তরা পুণ্যলাভের আশায় এখানে আসেন। তাঁরা প্রথমে রামকেলিমেলায় অংশ নেন এবং পরে পুরাতন মালদার তৈল মন্ডাইয়ে এসে মন্দিরের ধর্মশালায় আশ্রয় নিয়ে নামকীর্তন করেন। ধর্মশালায় ভক্তদের থাকা-খাওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকে বলে জানান মন্দিরের সেবায়েত দেবলীনা ত্রিপাঠী।

যদিও সেবায়েত ও স্থানীয়দের মতে, আগের মতো জনসমাগম এখন আর দেখা যায় না। তবে ঐতিহ্য আজও অটুট রয়েছে। স্থানীয় কাউন্সিলার বিশিষ্ট ত্রিবেদী বলছেন, 'এক দশক আগেও রামকেলিমেলাকে ঘিরে প্রচুর ভক্তসমাগম হত এবং তাঁরা নিজেরাই প্রসাদ বিতরণ করতেন। তবে উদ্যোক্তাদের উৎসাহের অভাবে সম্প্রতি ভক্তদের আনাগোনা কিছুটা কমেছে। তা সত্ত্বেও এই এলাকার ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব বজায় রয়েছে।' তপনের বাসিন্দা পুষ্পা দাসের কথায়, 'চৈতন্য মহাপ্রভুর পদধূলি পুরাতন মালদায় পড়েছিল, এই বিশ্বাসেই আমরা প্রতি বছর এখানে আসি।' বালুরঘাটের আহিরীপাড়ার সাগর সিংহের মন্তব্য, 'ধর্মের টানে পুরাতন মালদায় আসি। এই এলাকা এবং এখানকার প্রাচীন মন্দির দর্শন করে খুব ভালো লাগে।'

চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর যাত্রাপথে মহানন্দা নদী হয়ে পুরাতন মালদা শহরে প্রবেশ করেছিলেন। তৈল মন্ডাই এলাকার মন্দিরে আশ্রয় নেওয়ার পর যে পথ দিয়ে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন, সেই পথটি তখন থেকে চৈতন্য মহাপ্রভুর আরেক নামানুসারে 'নিমাই সরাই' নামে পরিচিতি পায়। এই ঐতিহাসিক যোগসূত্রই পুরাতন মালদার এই স্থানটিকে বৈষ্ণবদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর যাত্রাপথে মহানন্দা নদী হয়ে পুরাতন মালদা শহরে প্রবেশ করেছিলেন। তৈল মন্ডাই এলাকার মন্দিরে আশ্রয় নেওয়ার পর যে পথ দিয়ে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন, সেই পথটি তখন থেকে চৈতন্য মহাপ্রভুর আরেক নামানুসারে 'নিমাই সরাই' নামে পরিচিতি পায়। এই ঐতিহাসিক যোগসূত্রই পুরাতন মালদার এই স্থানটিকে বৈষ্ণবদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর যাত্রাপথে মহানন্দা নদী হয়ে পুরাতন মালদা শহরে প্রবেশ করেছিলেন। তৈল মন্ডাই এলাকার মন্দিরে আশ্রয় নেওয়ার পর যে পথ দিয়ে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন, সেই পথটি তখন থেকে চৈতন্য মহাপ্রভুর আরেক নামানুসারে 'নিমাই সরাই' নামে পরিচিতি পায়। এই ঐতিহাসিক যোগসূত্রই পুরাতন মালদার এই স্থানটিকে বৈষ্ণবদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

পুরাতন মালদার তৈল মন্ডাইয়ে বৈষ্ণব সমাগম।

রায়গঞ্জ বাইপাসে রিল বানাচ্ছেন কয়েকজন তরুণ।

রিলের নেশা হার মানাচ্ছে মৃত্যুভয়কেও

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ১৭ জুন : একসময় ছিল বাইকের স্টান্টবাজির ভয়। জোরকদমে রায়গঞ্জ বাইপাস দিয়ে গাড়ি চলাচল শুরু হওয়ার পর তার বদলে নতুন সমস্যার আবির্ভাব হয়েছে। বাইপাসে প্রতি মুহূর্তে দ্রুত ছুটে চলা গাড়ির গতিকে কার্যত পাত্তা না দিয়ে নয়া প্রজন্মের একাংশ রাস্তায় রিল বানানোর নেশায় মত্ত হয়ে উঠেছে। ব্যস্ত রাস্তায় রিল বানাতে গিয়ে যে কোনও মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে, এ যেন তাঁদের ধারণাতেই নেই। বাইপাসে তীব্রগতিতে ছোট গাড়ি চলার পাশাপাশি ছয় বা দশ চাকার গাড়িও ছোটে। তবে এ নিয়ে প্রশাসনের তরফে কোনও বিশেষ নজরদারিও নেই বলে অভিযোগ শহরবাসীর। তাঁদের মতে, একটা বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটে গেলে তখন কেবল দোষ চাপানোর পালা চলবে। যদিও রায়গঞ্জ থানা জানিয়েছে, বাইপাসে পুলিশি টহলদারি চলে। তবে এবার রিল বন্ধ করতে বিশেষভাবে অভিযান চালানো হবে।

মাত্র কয়েক বছর আগে রায়গঞ্জ সংলগ্ন বাইপাসটি চালু হয়েছে। ট্রেন লাইনের ওপরের বাইপাসের একটি অংশ ধনুকের মতো বাঁকানো। সেই অংশেই রিল বেশি বানানো হচ্ছে। রায়গঞ্জ সংলগ্ন রূপাহার থেকে পানিশালা পর্যন্ত বাইপাসের মধ্যে বিশেষ চার থেকে পাঁচটি জায়গা রিল বানানোর জন্য বেছে নেন মানুষ। সেখানে প্রায়ই দেখা যায় তরুণ-তরুণীরা রিল বানাতে ব্যস্ত। কোমরের ও পায়ের তালে বা হাতের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিতে বানানো হয় নাচের রিল। লক্ষ্য একটাই, রিল পোস্ট করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিউ বাড়ানো। সেখানে রোজগারের সম্ভাবনাও থাকে। কিন্তু এর ফলে যে মানুষের জীবন সংকট তৈরি হচ্ছে তা বুঝতে রাজি নয় কেউই। তুষার বর্মন নামে এক তরুণ বললেন, 'আমার ফেসবুকে দশ হাজারের বেশি ফলোয়ার। চাকরি তো নেই। তাই এটাকেই অর্থ উপার্জনের রাস্তা হিসেবে বেছে নিয়েছি। বাইপাসের সুন্দর দৃশ্য ভিডিওর জন্য ভালো। তাই এখানেই রিল বানাই।'

অন্যদিকে, এব্যাপারে তরুণ বা তরুণীদের পরিবারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। অনেক সময় পরিবারের সদস্যরাই দুর্ঘটনাগ্রস্ত এলাকায় রিল বানাতে সাহায্য করেন। রিল বানানোর জন্য মূলত টেনহরি, ভিটিহার সংলগ্ন বাইপাসকে বেছে নিচ্ছে পার্শ্ববর্তী গৌরী, মাড়াইকুড়া, রায়গঞ্জ শহর এলাকার বাসিন্দারা। আবার অনেকে গাড়ি করে এসে কিছুটা দূর থেকেও রিল বানিয়ে যান। মাম্পি ঘোষ নামের এক বধূর কথায়, 'মাঝেমধ্যে পরিবারের সঙ্গে বাইপাসে ঘুরতে গিয়ে কিছু রিল বানিয়ে নেওয়া হয়।'

তবে এ নিয়ে স্থানীয় এক প্রধান শিক্ষক শোভন মৈত্রের কথায়, 'চলন্ত গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে রিল বানানো বিপজ্জনক। স্রোতে গা ভাসিয়ে ছেলেমেয়েরা যে হঠাৎ মৃত্যুমুখে চলে যেতে পারে তা তারা বুঝতে পারছে না।' এর আগে বাইকের স্টান্ট দেখাতে গিয়ে ওই এলাকায় দুর্ঘটনায় মৃত্যুও হয়েছে।

চোখে কম্পাস ঢোকাল সহপাঠী

ঢিল ছুড়ে আম পাড়াতেই এমন কাণ্ড তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়ার

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৭ জুন : স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় রাস্তার ধারের গাছে ঢিল ছুড়ে আম পাড়াকে কেন্দ্র করে খুদের চোখে কাঁটা কম্পাস ঢুকিয়ে দিল অপর এক সহপাঠী। স্টিলের কম্পাসের কাঁটা চোখে ঢোকায় মারাত্মক জখম হল তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র নাজিম আলম।

মঙ্গলবার দুপুরে রায়গঞ্জ ব্লকের জগদীশপুর পঞ্চায়েতের পাঁচভায়া এলাকার এই ঘটনায় প্রবল চাঞ্চল্য ছড়ায়। অভিযুক্ত সহপাঠী ১২ বছরের সাদ্দাম আনসারি। ঘটনার পরে রক্তাক্ত ও আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই পড়ুয়াকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করেন তার বাবা মহম্মদ আজারুদ্দিন। নাজিম স্থানীয় পাঁচভায়া প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র। আক্রান্তের পরিবার জানিয়েছে এব্যাপারে শীঘ্রই থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হবে।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরে স্কুল ছুটির শেষে দুই বন্ধু একসঙ্গে বাড়ি ফিরছিল। সেইসময় নাজিম রাস্তার পাশের আমগাছে ঢিল ছুড়ে একটি পাকা আম পাড়া। এরপরই অন্য সহপাঠী সাদ্দাম জানায় যে এটা তাঁদের বাগান। কেন নাজিম না বলে আম পারল? কথোপকথনের মধ্যেই সাদ্দাম স্কুল ব্যাগ থেকে কাঁটা কম্পাস বের করে সজোরে বন্ধুর বাম চোখে ঢুকিয়ে দেয়। আঘাতে নাজিমের চোখ দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। চোখে হাত চাপা দিয়ে সে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। জখম ছাত্রের বাবা আজারুদ্দিন বলেন, 'একটা আমের জন্য সারাজীবনের মতো আমার ছেলের বিরাট ক্ষতি করে দিল।' যদিও এব্যাপারে অভিযুক্ত ছাত্রের বাবা তহিদুর রহমান আনসারি তথা ওই আম বাগানের মালিকের কোনও বক্তব্য মেলেনি।

অন্যদিকে জখম হওয়া ছাত্রের চোখ তড়িঘড়ি অপারেশন করার ব্যবস্থা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসকরা। চক্ষু বিশেষজ্ঞ অসিতকুমার বিশ্বাস বলেন, 'ছেলেটির বাম চোখের রেটিনার মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। অপারেশনে সে কতটা সুস্থ হবে, তা ৭২ ঘণ্টার আগে বলা সম্ভব নয়। ছেলের খবর পেয়ে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পৌঁছে নাজিমের মা আমেশা বিবি কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'একটাই তো আম পেড়েছিল। সেজন্য স্কুলের বন্ধু এভাবে চোখের মণিতে কাঁটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। ছেলেটা এই বয়সেই অন্ধ হয়ে যাবে।'

গুরুদণ্ড

মঙ্গলবার স্কুল ছুটির শেষে নাজিম রাস্তার পাশে সাদ্দামদের আম গাছে ঢিল ছুড়ে একটি পাকা আম পাড়ে

সেই অপরাধে সাদ্দাম স্কুল ব্যাগ থেকে কাঁটা কম্পাস বের করে সজোরে বন্ধুর বাম চোখে ঢুকিয়ে দেয়

চোখে হাত চাপা দিয়ে নাজিম রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে

আশঙ্কাজনক অবস্থায় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ছেলেকে ভর্তি করেন ছাত্রের বাবা

৭২ ঘণ্টার আগে কিছু বলা যাবে না, মত চিকিৎসকদের

চোলাই বিক্রির অভিযোগে গ্রেপ্তার ১

কালিয়াগঞ্জ, ১৭ জুন : চোলাই বিক্রির অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। সোমবার রাতে স্টেশন রোড থেকে কালিয়াগঞ্জ হাসপাতালপাড়ার বাসিন্দা বিজয় কুণ্ডুকে গ্রেপ্তার করে কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতকে মঙ্গলবার সকালে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে বলে জানালেন কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায়।

বাবার নামে জলাধার স্থাপন

মালদা, ১৭ জুন : বাবার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে বাসস্ট্যান্ডে শীতল পানীয় জলের জলাধার বসালেন ছেলে। মঙ্গলবার গৌড়কন্যা বাসস্ট্যান্ডে এই জলাধারটির উদ্বোধন করেন মালদা শহরের পুর চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। জলাধারটির নামকরণ গোবর্ধন দাস সারদার নামে করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারপার্সন সুমালা আগরওয়াল সহ সারদা পরিবারের সদস্যরা। পুর চেয়ারম্যান জানান, গোলাপট্টির বাসিন্দা গোবর্ধন দাস সারদার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে বসানো এই জলাধারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকবে বাস ও মিনিবাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের ওপর।

বিজ্ঞান সেমিনার

ডালখোলা, ১৭ জুন : মঙ্গলবার ডালখোলার শ্রী অগ্রসেন মহাবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কালিয়াগঞ্জ কলেজ ও ডঃ মেঘনাদ সাহা কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার পবিত্র চট্টোপাধ্যায়, কিশানগঞ্জ মাড়োয়ারি কলেজের ফিজিক্স বিভাগের প্রধান পার্থ বাগচী, শ্রী অগ্রসেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জয়িতা বসু প্রমুখ। বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে পড়ুয়াদের উৎসাহিত করতে এই সেমিনার বলে জানান জয়িতা। তিনি বলেন, 'বিজ্ঞান নিয়ে লেখাপড়া করার মানে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়া নয়। আমাদের এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।'

প্রশিক্ষণ শিবির

কুশমণ্ডি, ১৭ জুন : পঞ্চায়েত আইন ও পঞ্চায়েতের প্রকল্প নিয়ে দুই দফায় মোট চারদিনের প্রশিক্ষণ শিবির মঙ্গলবার শেষ হল। কুশমণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতি সভাগৃহে পঞ্চায়েত সদস্যদের জন্য এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। বিডিও নয়না দে, জয়েন্ট বিডিও মহম্মদ জাহিরুল ইসলাম ও পঞ্চায়েত আধিকারিক জিয়াউর রহমান ব্লকের ১৫০ পঞ্চায়েত সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেন। জয়েন্ট বিডিও মহম্মদ জাহিরুল ইসলাম বলেন, 'এই প্রশিক্ষণের ফলে পঞ্চায়েত সদস্যরা নিজের এলাকার উন্নয়নে আরও বেশি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবেন।'

সামসী ইউনিট

সামসী, ১৭ জুন : 'ওয়েবকুপা'-র জেলা নেতৃত্বের উপস্থিতিতে মঙ্গলবার সামসী কলেজে সংগঠনের ইউনিট গঠন করা হয়। কলেজের অধ্যাপকদের নিয়ে এই ইউনিট গঠন করে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা ওয়েবকুপা কমিটি। উপস্থিত ছিলেন ওয়েবকুপা-র জেলা সভাপতি মহিদুর রহমান, সামসী কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি রিয়াজুল করিম বক্সী প্রমুখ।

'পুশব্যাক'

প্রথম পাতার পর

তিন বাংলাদেশিকে আটক করে অনুপ্রবেশ রুখে দিল বিএসএফ। সোমবার রাতে ঘন অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে তেলাইন ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় তিন বাংলাদেশি নাগরিক ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল।

সূত্রের খবর, ওপারের এক দালাল টাকার বিনিময়ে মহিলা সহ তিনজনকে সীমান্ত পার করানোর চেষ্টা করছিল। এদিকে, এপারে থাকা আরও এক দালাল সেই তিনজনকে ভারতে ঢোকানোর চেষ্টা করছিল। বিএসএফ জওয়ানরা ধাওয়া করতেই অনুপ্রবেশকারীরা পালিয়ে সীমান্ত লাগোয়া জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ে।

এরপর তল্লাশি চালিয়ে বিএসএফ তিনজনকে আটক করে। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে দুজন পুরুষ ও একজন মহিলা। তাদের বাড়ি বাংলাদেশের যশোর ও সিরাজগঞ্জ জেলায়। মঙ্গলবার সকালে বিএসএফ ও বিজিবি'র মধ্যে একটি ফ্ল্যাগ মিটিংয়ে আলোচনার পর আটক তিন বাংলাদেশি নাগরিককে বিজিবি'র হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিন মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি এলাকার সীমান্তেও অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয় এক বাংলাদেশি তরুণ। ধৃতের বাড়ি বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলায়।

চল রে জীবন... বালুরঘাটের আত্রেয়ী নদীতে মাছ ধরার প্রস্তুতি। ছবি : মাজিদুর সরদার

চলতি কা নাম 'রেলগাড়ি'

দুর্ঘটনাতেও হুঁশ ফেরে না

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৭ জুন : রোদ-বৃষ্টিতে মুছেছে রক্তের দাগ। দু-একটি চাকা ইতিউতি ছড়িয়ে থাকলেও কালের নিয়মে আবছা হয়েছে গত বছরের ভয়ংকর ট্রেন দুর্ঘটনার স্মৃতি। কুণ্ডলী পাকানো দেহগুলি যেখানে পড়েছিল, সেখানে এখন সবুজ ঘাস হাওয়ায় খেলে বেড়াচ্ছে। পাশ দিয়ে একটু পরপরই ছুটে চলেছে রেলগাড়ি। যাত্রীদের কেউ আর সেদিকে ফিরেও তাকাচ্ছেন না।

দিনটা ছিল ১৭ জুন, ২০২৪। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় শিরোনামে উঠে এসেছিল রাঙ্গাপানির ছোট নির্মলজোতের নাম। অখ্যাত এই গ্রামে ছুটে এসেছিলেন খোদ রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে কাঁটাছেড়াও হয়েছিল বেশ। কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস)-এর রিপোর্টে উঠে এসেছিল রেলের একাধিক গাফিলতির কথা। সেইসঙ্গে তুলে ধরা হয়েছিল পরিকাঠামোর অভাবও। যাত্রীসুরক্ষা নিশ্চিত করতে কী কী পদক্ষেপ প্রয়োজন তা সেই রিপোর্টের পরতে-পরতে তুলে ধরা হলেও ছবিটা কিন্তু বদলায়নি এতটুকু। বরং সেই দুর্ঘটনার বর্ষপূর্তিতে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে বলেই তুলে ধরছেন রেলকর্মীরা।

রাঙ্গাপানির দুর্ঘটনা তার মধ্যে একটি। এই দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল রেলের সিগন্যালিং ব্যবস্থায় বড় গলদের কথা। সিআরএসের দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ২০ জুন পর্যন্ত কাটিহার ডিভিশনে ২৭৫ বার স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছিল। এই ধারা এখনও বজায় রয়েছে বলেই জানাচ্ছেন রেলকর্মীরা। যদিও তা মানতে নারাজ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা। তিনি বলছেন, 'রেলকর্মীদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ওয়াকি-টকি দেওয়া হচ্ছে। কবচ সিস্টেম চালু করার জন্য আর্থিক বরাদ্দও হয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।'

বাস্তব অবশ্য বলছে অন্য কথা। রেল সূত্রেই খবর, গত এক বছরে কাটিহার ডিভিশনেই অন্তত ৫০ বার স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনেও এমন ঘটনা ঘটেছে একাধিকবার। কাটিহার ডিভিশনের কাটিহার স্টেশনে ২৬০টি ওয়াকি-টকি থাকার কথা। কিন্তু ২০২৪ সালে সেটা ছিল মাত্র ৭২টি। দুর্ঘটনার পর ওয়াকি-টকি বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন সিআরএস। তারপর সংখ্যাটা ৭২ থেকে ১০০-এর কাছাকাছি হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেক কম। অন্যদিকে, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ৩৭৭টি ওয়াকি-টকির প্রয়োজন হলেও ২০২৪ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত ছিল মাত্র ১৬৯টি। দুর্ঘটনার পর মাত্র এক জোড়া ওয়াকি-টকি বাড়ানো হয়েছে।

যেদিন দুর্ঘটনা ঘটেছিল, সেদিন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে ১৮টি মালগাড়ি রওনা হয়েছিল বিভিন্ন গন্তব্যে। ওই মালগাড়িগুলির কোনও ক্রু'র কাছেই ওয়াকি-টকি ছিল না। রেলকর্মীরাই জানাচ্ছেন, বর্তমানে যা পরিস্থিতি তাতে এখনও একাধিক ট্রেনের ক্রুদের ওয়াকি-টকি দেওয়া হয় না। রেলের দেওয়া সিইউজি সিম ব্যবহার করেই কাজ চালাতে হচ্ছে লোকোপাইলট এবং ট্রেন ম্যানেজারদের।

যা হয়নি

- স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থা চালু হলেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি লোকোপাইলটদের
- কাটিহার ডিভিশনের অধিকাংশ জায়গায় পর্যাপ্ত ওয়াকি-টকি নেই
- এখনও পর্যন্ত চালু করা যায়নি কবচ প্রযুক্তি

জমি দখল রুখতে প্রশাসনের দ্বারস্থ

দক্ষিণ দিনাজপুর ব্যুরো

১৭ জুন : নানাভাবে দখল হচ্ছে আদিবাসীদের জমি। এমনকি এই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে জড়িত একশ্রেণির আধিকারিক। এমনই গুরুতর অভিযোগে সরব হল ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহল। মঙ্গলবার মোট পাঁচ দফা দাবিতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরে স্মারকলিপি দিলেন সংগঠনটির সদস্যরা। জমির পাট্টা ও রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও অন্য জনজাতির মানুষ তাঁদের জমি দখল করে নিজেদের নামে নথিভুক্ত করছেন বলে অভিযোগ তোলেন আদিবাসীরা। আদিবাসীদের দাবি, খাস ও রায়ত জমির ওপর অবৈধভাবে রেকর্ড বন্ধ করতে হবে। এছাড়াও পুরোনো পাট্টার রেকর্ড হয়নি এইরকম জমির রেকর্ড করানোর দাবি জানানো হয়েছে। কুমারগঞ্জে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের ব্লক সভাপতি মুন্সি হেমরম। গঙ্গারামপুরে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি রমেশ টুডু। মূলত আদিবাসীদের জমি জবরদখল রোধ, অবৈধভাবে জমি রেজিস্ট্রি বন্ধ সহ একাধিক দাবি নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে এদিন।

পিটিয়ে খুন

বহরমপুর, ১৭ জুন : জমি কেনাবেচা নিয়ে বিবাদের জেরে প্রতিবেশীর হাতে লাঠির আঘাতে খুন হলেন এক ব্যক্তি। এমনকি প্রতিরোধ করেও বাবাকে বাঁচাতে ব্যর্থ মেয়ে। মৃতের নাম আয়ুব খাঁ (৫৬)। মুর্শিদাবাদের সালার এলাকায় মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে। আয়ুবের প্রতিবেশী মিলন শেখ আয়ুবের কাছ থেকে জমি কিনতে চেয়ে প্রস্তাব দেয়। আয়ুব জমি বিক্রি করতে রাজিও হন। সেইমতো মিলন আগাম কিছু টাকাও দিয়েছিল। তারপর থেকেই দুই পরিবারে বিবাদ শুরু হয়।

আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

মালদা, ১৭ জুন : একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ সহ কুখ্যাত অস্ত্র ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। ধৃত অস্ত্র ব্যবসায়ীর নাম মণিরুল ইসলাম। বাড়ি কালিয়াচকের মোজমপুর এলাকায়। ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। বুধবার তাকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হবে।

পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার মোজমপুর ইদগাহ সংলগ্ন লিচু বাগান থেকে কালিয়াচক থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। তার কাছ থেকে চারটি অত্যাধুনিক অটোম্যাটিক আগ্নেয়াস্ত্র, দুটি পাইপগান, আট রাউন্ড কার্তুজ সহ ম্যাগাজিন ও আট মিলিমিটারের ২৮টি কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে।

চাল বিক্রির অভিযোগ

ডোমকল, ১৭ জুন : কালোবাজারে মিড-ডে মিলের চাল বিক্রির ক্ষেত্রে এবার নাম জড়াল প্রধান শিক্ষকের। যথারীতি গ্রামবাসীদের চরম বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ডোমকল এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জুগিন্দা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খুরশেদ আলম তাঁর কয়েকজন অনুগামীকে দিয়ে বিদ্যালয়ের প্রায় চার কুইন্টাল মিড-ডে মিলের চাল কালোবাজারে বিক্রির জন্য পাঠান। বিষয়টি জানতে পেরেই স্থানীয়রা মাঝপথে চালের বস্তাবোঝাই একটি টোটোকে আটকান। অবস্থা বেগতিক বুঝে চম্পট দেন টোটোচালক। এরপরই উত্তেজিত জনতা বিদ্যালয়ে এসে প্রধান শিক্ষককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। যদিও প্রধান শিক্ষকের সাফাই, ওই চাল তিনি বিক্রির জন্য বাজারে পাঠাননি।

প্রতারণায় ধৃত চার

বেলডাঙ্গা, ১৭ জুন : বহুজাতিক সংস্থায় কাজ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ভুয়ো সংস্থা খুলে প্রতারণা চলছিল অনেকদিন ধরেই। অবশেষে ওই চক্রের হদিস পেয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করল বেলডাঙ্গা পুলিশ। পঞ্জাবের বাসিন্দা দুই মাস্টারমাইন্ড সহ চারজনকে গ্রেপ্তারের অভিযানে নেতৃত্ব দেন খোদ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক উত্তম গড়াই। ঘটনায় শোরগোল পড়েছে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর মহকুমায় বেলডাঙ্গা এলাকায়। জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকদিন ধরে বেলডাঙ্গা এলাকায় একটি অফিস খুলে বহুজাতিক সংস্থার ক্রেডিট কার্ড কোম্পানির নামে কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছিল। বহুজাতিক সংস্থায় চাকরির আশায় ওই অফিসটিতে ভিড় বাড়তে থাকে বেকার তরুণ, তরুণীদের।

কর্মশালা

হিলি, ১৭ জুন : নতুন প্রজন্মকে সেনাবাহিনীতে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করতে মঙ্গলবার হিলি রমানাথ উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি কর্মশালা করল বালুরঘাটের সেভেন বেঙ্গল বিএন এনসিসি। বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়া ও আগ্রহী তরুণ-তরুণীরা ওই কর্মশালায় অংশ নেন। হিলি সীমান্ত সেনার নানা গৌরবময় বীরত্ব তুলে ধরা হয়।

প্রেমিকার ঘরে

প্রথম পাতার পর

মহিলা যেতে রাজি না হওয়াতেই সাদ্দাম আত্মঘাতী হয়েছেন বলে পুলিশের দাবি। সাদ্দামের কাকা সাদিকুল ইসলাম বলেন, 'সকালে ওকে বাড়িতে দেখেছিলাম, তারপরে কিছুক্ষণ পর শুনি সাদ্দামের গুলি লেগেছে। কী হয়েছে, সেটা পুলিশই খুঁজে বের করুক।'

যদিও সাদ্দামের দাদা ওয়েস আলির কথায় সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছে। দাদা ওয়েসের দাবি, 'আমরা জানতাম ওই মহিলাকে আমার ভাই বাড়ি তৈরি করার সময় ইট সহ অন্যান্য নির্মাণসামগ্রী দিয়ে সাহায্য করেছিল। তার টাকা পাওনা ছিল। সেই টাকা আদায়ের জন্যই ওই মহিলার বাড়িতে যায় ভাই। এরপরই আমরা গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা জানতে পারি। আমরা থানায় অভিযোগ দায়ের করব।'

ঘটনায় রাজনৈতিক বিতর্ক দানা বেঁধেছে। পশ্চিমবঙ্গ এখন সন্ত্রাসের মাটি। এত আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে আসছে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। এদিকে, বিজেপির জেলা সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক রূপেশ আগরওয়াল বলেন, 'তৃণমূলের হাতে অস্ত্র থাকবে না এটা হতে পারে না। সামনেই ভোট, এখন শাসকদের নেতারা অস্ত্র নিয়ে এলাকায় ঘুরে বেড়াবে।'

যদিও হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি(এ) জিয়াউর রহমান বলেন, 'সাদ্দাম তৃণমূলের সমর্থক ছিলেন ঠিকই, তবে এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। পুলিশ তদন্ত করে দেখুক প্রকৃত ব্যাপার কী।'

শ্রমিকের মৃত্যু

তপন, ১৭ জুন : মঙ্গলবার তপন ব্লকের রামপুর বাজার রেলস্টেশনে রেকপয়েন্টে সিমেন্ট আনলোডিংয়ের সময় অসাবধানতাবশত লরি ও রেলের বগির মাঝে চাপা পড়ে এক শ্রমিক গুরুতরভাবে জখম হন। চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ি নিয়ে যাওয়ার পথে ওই শ্রমিকের মৃত্যু হয়। সমীর মহন্ত (৪৯) নামে ওই ব্যক্তি রামপুর পাওয়ারহাউস পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন।

এদিন স্টেশনে আনলোডিংয়ের কাজ চলছিল। সেই সময় সমীর লরিটিকে ট্রেনের বগির কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেন। তবে কোনও কারণবশত তিনি লরির পিছনদিকে চলে গিয়েছিলেন। তারপরই তিনি রেলের বগি এবং লরির মাঝে চাপা পড়ে গুরুতরভাবে জখম হন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে কালদিঘি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে চিকিৎসক তাঁকে শিলিগুড়িতে রেফার করেন। শিলিগুড়ির যাত্রাপথে বুনিয়াদপুরে ওই শ্রমিক মারা যান। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।

ঝুলন্ত দেহ

কুশমণ্ডি, ১৭ জুন : নিজের ঘরে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় এক প্রৌঢ়ের দেহ উদ্ধার হল মঙ্গলবার। সরলা গ্রামের ওই ব্যক্তির নাম ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার (৬৫)। তাঁর পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ থাকায় ওই ব্যক্তি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

অর্ধনগ্ন করে

প্রথম পাতার পর

ছেলে ও পরিবারের অন্য সদস্যরা ওই কমবয়সি মহিলা ঘটকের কাপড় ছিঁড়ে তাঁকে অর্ধনগ্ন করে মারধর করেন। পালটা ওই বধূর পরিবারের সদস্যরাও ছুটে এসে বৃদ্ধা ঘটককে চুলের মুঠি ধরে টেনেহিঁচড়ে মারধর করেন বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে কর্ণজোড়া ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। জখম দুই মহিলা ঘটককে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আপাতত দুইজনেই মেডিকেলের শল্য বিভাগে চিকিৎসাধীন। ঘটনার পর দুই পরিবারের পক্ষ থেকেই কর্ণজোড়া পুলিশ ফাঁড়িতে পরস্পরের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রেখা বর্মন বলেন, 'এদিন দুপুরে দুইপক্ষের মধ্যে একটা গণ্ডগোল হয়েছে। দুই পক্ষের দুইজন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। বিষয়টি পুলিশ দেখছে।'

ওবিসি তালিকা স্থগিত

প্রথম পাতার পর

রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত বিচারাধীন মামলায় সুপ্রিম কোর্টে সমস্ত বিষয় জানানো হয়েছে এবং শীর্ষ আদালত রাজ্যকে কাজ চালিয়ে যেতে বলেছে বলে মন্তব্য করায় বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা প্রশ্ন করেন, 'আপনারা বিজ্ঞপ্তির কথা বলেছেন?'

অ্যাডভোকেট জেনারেল উত্তর দেন, শীর্ষ আদালতে তালিকা জমা দেওয়া হবে। উত্তরের জন্য অপেক্ষা করা উচিত। এই মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, এটা জনস্বার্থ মামলা হিসেবে বিবেচনা করা দরকার। নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে রয়েছে। এরপর রাজ্যের সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণিত হলে সমস্যা তৈরি হবে।

বিচারপতি মান্থা পালটা প্রশ্ন করেন, 'আপনাদের পদক্ষেপ ঠিক কী? বিজ্ঞপ্তিতে আদালতের নির্দেশ মানা হয়েছে কি? লেজিসলেটিভ প্রসেস মেনেছেন?' বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী অ্যাডভোকেট জেনারেলকে বলেন, 'আপনি আমাদের রায় নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা কেন দিচ্ছেন? প্যান্ডোরার বাক্স খুলছেন। সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে ব্যাখ্যা করুন। রায়ে স্থগিতাদেশ দিতে বলুন। ৬৬টি জনগোষ্ঠীকে নিয়ে তো কিছু বলা হয়নি।'

বিধানসভায় বিষয়টি পেশ করা হয়েছে বলে দাবি করে অ্যাডভোকেট জেনারেল জানান, অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক বিধানসভায় উল্লেখ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। এ কথা শুনে ডিভিশন বেঞ্চ প্রশ্ন করে, 'বিধানসভায় পেশ করার আগে বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করে দিলেন?' অ্যাডভোকেট জেনারেল উত্তর দেন, ড্রাফট প্রকাশ হয়েছে, গেজেট প্রকাশিত হয়নি।

আদালতের মঙ্গলবারের রায়ে অসন্তুষ্ট আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আপনাদের রায়ে কিছু অস্পষ্ট অংশ রয়েছে।' মূল মামলাকারীদের আইনজীবী এস শ্রীরাম বলেন, 'আদালত আইন বুঝে রায় দিয়েছে।' শীর্ষ আদালতে ১৫ জুলাই এই মামলার শুনানি রয়েছে। তারপর ২৪ জুলাই হাইকোর্টে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। তবে ৩১ জুলাই পর্যন্ত নতুন তালিকা সহ সমস্ত বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ থাকবে।

এদিকে, শিক্ষামন্ত্রীর উদ্বোধন করা পোর্টালে বুধবার সকাল ১০টা থেকে পড়ুয়ারা কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। আদালত স্পষ্ট করেছে, আগে তালিকাভুক্ত ৬৬টি জনগোষ্ঠী নিয়ে কোনও আপত্তি নেই। ২০১০ সালে বাম সরকার ৪১টি মুসলিম ও ১টি অমুসলিম সম্প্রদায়কে ওবিসি চিহ্নিত করে। ২০১২ সালে ৩৪টি মুসলিম ও ১টি অমুসলিম সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করা হয়। এই ৭৭টি জনগোষ্ঠী আদালতের প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

অ্যাডভোকেট জেনারেলের আদালতের বক্তব্য সর্বৈব মিথ্যা দাবি করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁর অ্যাডভোকেট লাইসেন্স বাতিল করার আর্জি জানিয়ে মামলা করবেন বলেছেন।

খালির বার্তা

প্রথম পাতার পর

তেহরান খালি করার পরামর্শ দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, 'আমি ইরানকে পরমাণু চুক্তিতে সই করতে বলেছিলাম। ওরা তা করেনি। আমি আবার বলছি, ইরানের পরমাণু অস্ত্র রাখার অধিকার নেই।' কানাডায় জি৭ সম্মেলনের মাঝপথে আচমকা তাঁর দেশে ফিরে যাওয়ার পথে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'আমরা যুদ্ধবিরতির চেয়ে ভালো কিছুর চেষ্টা করছি। সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাইছি।'

সেই সমাধান কী, তা অবশ্য খোলসা করেননি। বরং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ইরান-ইজরায়েলের যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে পদক্ষেপ করতেই তিনি ফিরে গিয়েছেন বলে মন্তব্য করায় বেজায় চটেছেন ট্রাম্প। ট্রুথ সোশ্যালে তিনি লিখেছেন, 'ভুল! তিনি জানেন না কেন আমি ওয়াশিংটনে যাচ্ছি। ওঁর বাজে বকার অভ্যাস আছে।'

মঙ্গলবার সারাদিন তেহরানজুড়ে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। অনবরত বেজেছে সাইরেন। ভারত প্রথম ধাপে ৬০০ জন পড়ুয়াকে তেহরান থেকে ১৪৮ কিলোমিটার দূরে কোম শহরে সরিয়ে নিয়েছে। ১১০ জনকে সড়কপথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আর্মেনিয়ায়। বাকি পড়ুয়া ও নাগরিকদের দ্রুত তেহরান ছাড়ার পরামর্শ দিয়েছে ভারতীয় দূতাবাস। নিজ নিজ দেশের নাগরিকদের একই পরামর্শ দিয়েছে আমেরিকা, পোল্যান্ড ও চিন।

গত সপ্তাহে ইজরায়েলের হামলায় ইরানি সেনার এলিট ফোর্স রেভলিউশনারি গার্ডের কমান্ডার হোসেন সালামি এবং সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অফ স্টাফ মহম্মদ হোসেন বাগেরির পর মেজর জেনারেল শাদমানির মৃত্যু ইরান সরকার ও সেনাবাহিনীর পক্ষে বড় ধাক্কা। যদিও তাঁর মৃত্যু নিয়ে ইরান মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত সরকারিভাবে কিছু জানায়নি।

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি বজায় রাখার কথা বলেও ইজরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছে জি৭। এই গোষ্ঠীর আমেরিকা, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, ব্রিটেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন যৌথ বিবৃতিতে বলেছে, 'ইরানের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র থাকা অনুচিত।' বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আত্মরক্ষার প্রশ্নে আমরা ইজরায়েলের পাশে আছি।' পশ্চিমী দেশগুলির সমর্থন পাওয়ায় আরও আত্মবিশ্বাসী ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী।

নেতানিয়াহু বলেন, 'আমরা এই সংঘর্ষকে বেশিদিন টেনে নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী নই। দ্রুত রাশ টানা দরকার।' শুধু আকাশপথে নয়, মঙ্গলবার হামলা হয়েছে ইরানি রেভলিউশনারি গার্ড পরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান সেপাহ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে। ইজরায়েলি হ্যাকারবাহিনী প্রিডেটরি স্প্যারো ওই ব্যাংকের ডেটাবেস হ্যাক করে বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি মুছে দিয়েছে।

আইপিএলের সময়ই নেতৃত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্ত বুমরাহর

লিডস, ১৭ জুন : চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। নিয়েছিলেন পরামর্শ। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সঙ্গেও আলোচনা করেছিলেন।

শুধু তাই নয়, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের সঙ্গেও কথা বলেছিলেন তিনি। আর তারপরই জাতীয় দলের নেতৃত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছিলেন জসপ্রীত বুমরাহ। কারণ, তিনি বুঝে গিয়েছিলেন পাঁচ টেস্টের দীর্ঘ সিরিজের ধকল তাঁর শরীর নিতে পারবে না। তাই ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণেই টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট অধিনায়কত্ব থেকে সরে যান বুমরাহ।

শুক্রবার থেকে লিডসের হেডিংলের মাঠে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের টেস্ট সিরিজ। প্রথম টেস্টের আগে আজ লন্ডন থেকে ভারতীয় দল পৌঁছে গিয়েছে লিডসে। কোচ গৌতম গম্ভীরও নয়াদিল্লি থেকে পৌঁছে গিয়েছেন লিডসে। বুধবার থেকে হেডিংলের মাঠে চূড়ান্ত পর্বের অনুশীলন শুরু করছে টিম ইন্ডিয়া। তার আগে আজ স্কাই স্পোর্টসে প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার দীনেশ কার্তিককে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন বর্তমান ক্রিকেট দুনিয়ার সেরা বোলার। জাতীয় দলের নেতৃত্ব গ্রহণ না করার সিদ্ধান্তের রহস্য ফাঁস করে বুমরাহ বলেছেন, 'আমার সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনও বিতর্ক বা রূপকথার গল্প খুঁজবেন না। বিরাট-রোহিতদের অবসরের সিদ্ধান্তের আগেই আমি বিসিসিআইয়ের সঙ্গে কথা বলেছিলাম।

যে ফিজিও ও চিকিৎসকরা আমার পিঠের চোটের সময় থেকে জড়িয়ে, তাঁদের সঙ্গেও কথা বলি। তার পরই ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কথা বিবেচনা করে জাতীয় দলের নেতৃত্ব না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই আমি।'

স্কোয়াডে যুক্ত হলেন হর্ষিত রানা

শুভমান গিল ইতিমধ্যেই টিম ইন্ডিয়ার নতুন অধিনায়ক হয়েছেন। তাঁর ডেপুটির দায়িত্বে রয়েছেন ঋষভ পন্থ। শুক্রবার থেকে হেডিংলে স্টেডিয়ামে নয়া পরীক্ষা শুরু হচ্ছে টিম ইন্ডিয়ার। তার আগে আজ বুমরাহ বলেছেন, 'সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনার পরই আইপিএলের মাঝেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছিলাম আমি। কারণ, আমি বুঝে গিয়েছিলাম পাঁচ টেস্টের ধকল নিতে হলে আমার ক্রিকেট কেরিয়ারের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে।'

শুক্রবার থেকে হেডিংলে ক্রিকেট মাঠে টিম ইন্ডিয়ার নয়া অভিযান শুরুর আগে একজন অধিনায়কের দায়িত্ব সম্পর্কেও মুখ খুলেছেন বুমরাহ। বলেছেন, 'বিসিসিআই আমায় দলের অধিনায়ক হিসেবে ভেবেছিল। কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমার মনে হয়েছিল, অধিনায়কত্ব একটা বিশেষ দায়িত্ব।' সেই দায়িত্ব পালন করতে বুমরাহ তৈরি ঠিকই। কিন্তু দলের অধিনায়ক হিসেবে না থেকে লিডারশিপ গ্রুপের অংশ হওয়ার পরিকল্পনা করে ফেলেছেন তিনি। বুমরাহর কথায়, 'অধিনায়কের দায়িত্ব একজনেরই থাকে। কিন্তু একটা দলের লিডারশিপ গ্রুপে অনেকেই থাকেন। আপাতত আমি সেটাই করতে চাই। কারণ, যদি অধিনায়কের দায়িত্ব নিয়ে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টকে গুরুত্ব না দিয়ে সব টেস্ট খেলার কথা ভাবি, তাহলে আমার বাকি কেরিয়ার নিয়ে সংশয় তৈরি হতে পারে।'

জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে বুমরাহর। তিনি জানেন নেতৃত্বের গুরুত্বের কথাও। এই দায়িত্বের জন্য তিনি অতীতে কঠিন পরিশ্রমও করেছেন। কিন্তু একইসঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির দাবিও মেনে নিয়েছেন বুমরাহ। আসন্ন সিরিজে মোট কয়টা টেস্টে বুমরাহ খেলতে পারবেন, স্পষ্ট নয়। কিন্তু হেডিংলেতে প্রথম টেস্টে খেলার জন্য তৈরি বুমরাহ। ভারতীয় পেসারের কথায়, 'সিরিজের কটা টেস্ট খেলতে পারব, জানি না। আপাতত প্রথম টেস্টের জন্য আমি তৈরি। বাকিটা সময়ের উপরই ছেড়ে দেওয়া ভালো।'

এদিকে, আজ সরকারিভাবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে হর্ষিত রানাকে দলের সঙ্গে যুক্ত করার কথা জানিয়ে দিয়েছে। প্রাথমিকভাবে হর্ষিত বিলেত সফরের সিনিয়ার দলে ছিলেন না। ১৯ নম্বর সদস্য হিসেবে তাঁকে টিম ইন্ডিয়ার স্কোয়াডে যুক্ত করা হল।

হেডিংলেতে সবুজের সমারোহ

রুট, স্টোকসদের হুংকার শার্দূলের

লিডস, ১৭ জুন : অপেক্ষা আর কয়েক ঘণ্টার। চূড়ান্ত কাউন্ট ডাউনও শুরু হয়ে গিয়েছে। শুক্রবার থেকে লিডসের হেডিংলের মাঠে শুরু হয়ে যাচ্ছে ভারত বনাম ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ।

তার আগে আজ দুই দলই লিডসে পৌঁছে গিয়েছে। আগামীকাল থেকে শুভমান গিলদের অনুশীলন শুরু হচ্ছে হেডিংলে স্টেডিয়ামে। যেখানে বাইশ গজে সবুজের সমারোহ। ঘাসে ঢাকা পিচ। যেখানে শুরু থেকে জোরে বোলারদের দাপটের অপেক্ষা। এমন কঠিন পরিবেশে বিলেতের মাটিতে ক্রিকেটীয় চ্যালেঞ্জ সামলানোর আগে বেন স্টোকস, জো রুটদের উদ্দেশ্যে আজ হুংকার ছেড়েছেন ভারতীয় অলরাউন্ডার শার্দূল ঠাকুর। বলেছেন, 'ইংল্যান্ডের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলাটা সবসময়ই চ্যালেঞ্জিং। এখানকার পরিবেশ, পিচ সবই ভিন্ন। কখনও আকাশ মেঘলা থাকে, আবার কখনও রোদ থাকে। সঙ্গে সারাদিনই হাওয়া চলে। এমন পরিবেশের চ্যালেঞ্জ সামলানোর জন্য দল হিসেবে আমরা তৈরি।'

শুভমান গিলের নেতৃত্বে নয়া শুরুর অপেক্ষায় টিম ইন্ডিয়া। শুক্রবারই হতে চলেছে পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলা ভারতীয় ক্রিকেটের শুভ মহরত। তার আগে প্রতিপক্ষকে সতর্ক করে দিয়ে শার্দূল আজ বলেছেন, 'আমরা নতুন শুরু করতে চলেছে। নয়া সিরিজের পাশে ভারতীয় দলও পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে। অনেক তরুণ উঠে আসছে। ইংল্যান্ডও এখন ভিন্ন ধরনের খেলছে। এমন দলের বিরুদ্ধে বাইশ গজের চ্যালেঞ্জ নিতে আমরা তৈরি। ইংল্যান্ডকে চমকে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে আমাদের। সেটা মাঠে করে দেখাতে হবে।' অতীতে বিলেতে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে শার্দূলের। তিনি ভালোই জানেন ইংলিশ কন্ডিশনের কথাও। সেই অভিজ্ঞতা থেকে অতীত ও বর্তমানের মেলবন্ধন ঘটিয়ে শার্দূল আজ বলেছেন, '২০২১ সালের সিরিজে ইংল্যান্ডে আমরা খারাপ করিনি। সিরিজ জিততে না পারলেও আমরা কয়েকটি ম্যাচ জিতেছিলাম। বর্তমান দলের ক্ষমতা রয়েছে বিপক্ষকে চমকে দেওয়ার। দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলে ইংল্যান্ডকে চমকে দেওয়ার জন্য আমরা তৈরি।'

আত্মবিশ্বাসী শার্দূলের হুংকারের পাশে হেডিংলের বাইশ গজ নিশ্চিতভাবে চিন্তা বাড়িয়েছে ভারতীয় শিবিরের। পিচে ঘাস রয়েছে ভালোরকম। সঙ্গে শুরুর আর্দ্রতাও। হেডিংলের পিচ কিউরেটার রিচার্ড রবিনসন আজ বলেছেন, 'উইকেটে ঘাস রয়েছে ঠিকই। কিন্তু খেলার আগে ঘাস আরও কাটা হবে। লিডসে এখন প্রবল গরম। তাই পিচে বেশি করে জল দেওয়া হচ্ছে। খেলার শুরুতে পিচে আর্দ্রতাও থাকবে। যদিও খেলা গড়ানোর সঙ্গে পিচ ব্যাটিংয়ের জন্য সহজ হবে। চতুর্থ-পঞ্চম দিন থেকে বল ঘুরতেও পারে।'

শেষ পর্যন্ত কী হবে, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে হেডিংলের সবুজ পিচের মাঝেও শার্দূলের হুংকার নিশ্চিতভাবেই তাৎপর্যের।

চেনা দায়। আলাদা করা যাচ্ছে না হেডিংলের পিচ ও আউটফিল্ডকে।

লিডসে পৌঁছানোর পর ক্যাফেতে বসে নীতীশ কুমার রেড্ডির থেকে তেলুগু ভাষা শেখার চেষ্টা করছেন ধ্রুব জুরেল। মঙ্গলবার।

সিরিজ জয়ী অধিনায়ককে পতৌদি মেডেল

লন্ডন, ১৭ জুন : পতৌদি ট্রফির নাম বদলে তেন্ডুলকার-অ্যান্ডারসন ট্রফি। নতুনভাবে নামাঙ্কিত এই ট্রফির জন্য ২০ জুন থেকে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ইংল্যান্ডের টক্কর নেবে শুভমান গিলের 'নয়া' ভারত। কিন্তু স্বয়ং শচীন তেন্ডুলকার চেয়েছিলেন, ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে দীর্ঘদিন ধরে জুড়ে থাকা পতৌদির নামকে কোনওভাবে ধরে রাখা হোক। মাস্টার ব্লাস্টারের এহেন ইচ্ছেতে সবুজ সংকেত দিল ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। সিরিজ জয়ী অধিনায়ককে পতৌদির নামাঙ্কিত মেডেল দেওয়া হবে।

শচীনের অনুরোধে সায় ইসিবি-র

ট্রফির নাম পরিবর্তন হওয়ার পর শচীন ব্যক্তিগতভাবে ইসিবি-র সঙ্গে যোগাযোগ করেন। অনুরোধ জানান, যাতে পতৌদির ঐতিহ্য ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের সঙ্গে অক্ষুণ্ণ থাকে। শচীনের ইচ্ছেকে গুরুত্ব দিতে যেখানে আইসিসি-র চেয়ারম্যান জয় শা-ও অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছেন। শেষপর্যন্ত জয়ের হস্তক্ষেপেই সিরিজ জয়ী অধিনায়ককে পতৌদি মেডেল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসিবি। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি সূত্র জানিয়েছে, শচীন নিজে ইসিবি-র কাছে অনুরোখ রেখেছিল, যাতে ভারত-ইংল্যান্ড দ্বৈরথে পতৌদির নাম জুড়ে থাকে। জয় শা-ও সেই আলোচনায় মতামত রেখেছিলেন। তারপরই পতৌদির নামাঙ্কিত মেডেল দেওয়ার সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়ে।

গিলে রোকো-র ছায়া দেখছেন বাটলার

লিডস, ১৭ জুন : পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট। শুক্রবার থেকে ভারতীয় ক্রিকেটে শুরু হতে চলেছে শুভমান গিল জমানা।

শুভমানের নেতৃত্ব ভারতীয় ক্রিকেটকে কোন পথে নিয়ে যাবে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে শুভমানের সাফল্য নিয়ে মজে রয়েছেন তাবড় ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। জস বাটলার, গ্রাহাম গুচ, দীনেশ কার্তিকরা ইতিমধ্যেই শুভমানের নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেটে সাফল্যের দিশা দেখছেন। শুধু তাই নয়, কিংবদন্তি প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক গুচ মনে করছেন, নেতা শুভমান যদি তাঁর ব্যাটিংয়ের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারেন, তাহলে নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জটা সহজ হয়ে যাবে। বাটলার আবার শুভমানের মধ্যে দুই প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার ছায়া দেখছেন।

পারফর্ম করো : গুচ

কোহলি মানেই ছিল আগ্রাসন। ব্যাটিংয়েও যেমন, নেতা হিসেবেও তেমনই। আবার রোহিত ছিলেন ঠান্ডা মাথায় দলকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কান্ডারি। রোকো জুটির ছায়া শুভমানের মধ্যেও রয়েছে বলে মনে করছেন বাটলার। এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে বাটলার আজ বলেছেন, 'শুভমান দুর্দান্ত প্রতিভা। ব্যাট হাতে শুভমানের স্কিলের কথা সবারই জানা।' রোহিত-কোহলিদের সঙ্গে দীর্ঘসময় খেলেছেন বর্তমান ভারতীয় দলের টেস্ট অধিনায়ক শুভমান। তাঁদের নেতৃত্বের ধরন নেতা শুভমানের মধ্যে দেখার আশায় বাটলার। তাঁর কথায়, 'আইপিএলে অধিনায়ক হিসেবে শুভমানকে আমরা দেখেছি। কিন্তু আইপিএল আর জাতীয় দলের নেতৃত্ব এক নয়। বিলেতের মাটিতে অধিনায়ক শুভমানকে দেখার অপেক্ষায় রয়েছি আমি।' ক্রিকেটার হিসেবে বাটলার রোহিত-কোহলিদের বিরুদ্ধে খেলেছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই বাটলারের মনে হচ্ছে, 'রোকো জুটির ছায়ায় বেড়ে উঠেছে শুভমান। ফলে আমি নিশ্চিত রোকো জুটির ছায়া শুভমানের নেতৃত্বে দেখা যাবে।'

বাটলার যখন মনে করছেন শুভমানের মধ্যে রোকো জুটির ছায়া দেখা যাবে। তখন কিংবদন্তি প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ক গুচের ভাবনা একটু ভিন্ন। তাঁর মনে হচ্ছে, শুভমান যদি ব্যাট হাতে সফল হতে পারেন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে, তাহলে নেতা হিসেবে নতুন ভারত অধিনায়কের কাজটাও সহজ হবে। গুচের কথায়, 'ভারতীয় ক্রিকেটে প্রতিভার অভাব নেই। নয়া সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এখন ভারতীয় ক্রিকেট। আমার মনে হয়, ২৫ বছরের তরুণ শুভমানকে জাতীয় দলের অধিনায়ক করা ভালো সিদ্ধান্ত। ও যদি ব্যাট হাতে সফলভাবে নিজের কাজটা করতে পারে, তাহলে অধিনায়কত্বের চ্যালেঞ্জটাও সহজে সামলে নিতে পারবে ও।' তুলনায় অভিজ্ঞ ও সিনিয়ার হিসেবে জসপ্রীত বুমরাহ ও ঋষভ পন্থকে পাশে পাওয়া শুভমানের জন্য আশীর্বাদ হতে পারে বলে মনে করছেন গুচ।

বাটলার, গুচের তুলনায় অনেক কাছ থেকে শুভমানকে দেখেছেন কার্তিক। তাঁরা পরস্পরের বিরুদ্ধে ও একসঙ্গে খেলেছেনও। এহেন শুভমান নেতৃত্বের দায়িত্ব সম্পর্কে প্রবলভাবে সচেতন বলে মনে করছেন ডিকে। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটারের শুভমান সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ হল, 'শুভমান দুর্দান্ত ক্রিকেটার। পজিটিভ ভাবনার ছেলে। ওকে আমি কাছ থেকে দেখেছি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, শুভমান ভালোই জানে ও বোঝে জাতীয় দলের নেতৃত্ব বিষয়টা কেমন। মনে হয় না খারাপ করবে ও।'

সহ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ ও অধিনায়ক শুভমান গিল জুটির ওপর অনেকাংশে নির্ভর করবে ইংল্যান্ডে ভারতের ভাগ্য।

গড়াপেটা রুখতে উদ্যোগ আইএফএ-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুন : কলকাতা ফুটবল লিগে গড়াপেটা রুখতে 'ইন্টিগ্রিটি অফিসার' নিয়োগ করছে আইএফএ।

সাম্প্রতিক অতীতে কলকাতা লিগে একাধিকবার মাথাচাড়া দিয়েছে গড়াপেটার ছায়া। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বছর খানেক আগে অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তিকে আজীবন নির্বাসিতও করে আইএফএ। তারপরও ওই ব্যক্তিকে কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের একটি ম্যাচে মাঠে দেখা গিয়েছিল। তা নিয়ে শোরগোল পড়ে যায় ময়দানে। ঘটনায় কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্সকে শোকজ করা হয়। শাস্তিস্বরূপ প্রাথমিকভাবে কালীঘাটের ক্লাবটিকে আর্থিক জরিমানা করার পরিকল্পনা থাকলেও মঙ্গলবার আইএফএ-র কার্যকরী সমিতির সভায় তা বাতিল করা হয়। পরিবর্তে তাদের আইএফএকে জানাতে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে একইরকম কোনও ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না। অন্যথা আইএফএ যা শাস্তি দেবে তা মাথা পেতে গ্রহণ করতে হবে। তবে ভবিষ্যতে গড়াপেটা রুখতে 'ইন্টিগ্রিটি অফিসার' নিয়োগ করছে আইএফএ। প্রাক্তন ফুটবলার তথা অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্মী সুরজিৎ দে-কে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে লিগের ডার্বি

এদিকে, আসন্ন প্রিমিয়ার লিগের উদ্বোধনী ম্যাচের জন্য কলকাতায় কোনও মাঠ পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে যা পরিস্থিতি জেলার কোনও মাঠেই হয়তো লিগের উদ্বোধন হবে। সেখানে এবারেও জমকালো অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। সূচি প্রকাশিত না হলেও, জানা গিয়েছে লিগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ হতে পারে জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে।

ম্যাথিউজকে বিদায়ি বার্তা রোহিতের

মুশফিক-শান্তর শতরানে এগিয়ে বাংলাদেশ

শতরানের পর উল্লাস নাজমুল হোসেন শান্তর।

গল, ১৭ জুন : গত সপ্তাহে শেষ হয়েছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ২০২৩-'২৫ পর্ব। ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে প্রথমবার টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব উঠেছে দক্ষিণ আফ্রিকার হাতে।

মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশ সিরিজ দিয়ে শুরু হয়ে গেল টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ২০২৫-'২৭ পর্ব। প্রথম দিনের পর চালকের আসনের নাজমুল হোসেন শান্তরা। দিনের শেষে তাদের স্কোর ২৯২/৩। ক্রিজে অধিনায়ক শান্ত (অপরাজিত ১৩২) ও মুশফিকুর রহিম (অপরাজিত ১০৫)।

অথচ দিনের প্রথম ঘণ্টা ছিল শ্রীলঙ্কার দখলে। পঞ্চম ওভারেই আসিথা ফার্নান্ডো (৫১/১) ফিরিয়ে দেন আনামুল হককে (০)। এরপর অভিষেককারী থারিন্দু রত্নায়েকে (১২৪/২) পরপর দুই বলে সাজঘরের রাস্তা দেখান শাদমান ইসলাম (১৪) ও মোমিনুল হককে (২৯)। ফলে ১৬.১ ওভারে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ৪৫/৩। এরপর শ্রীলঙ্কার বোলারদের আর সুযোগ দেননি শান্ত-মুশফিকুর জুটি। চতুর্থ উইকেটে তাঁরা অপরাজিত ২৪৭ রান জোড়েন।

এদিন ম্যাচ শুরু আগে শেষ টেস্ট খেলতে নামা অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজকে গার্ড অফ অনার দেন সতীর্থরা। ম্যাথিউজের উদ্দেশে একদিনের ক্রিকেটে ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মার বার্তা, 'অসাধারণ টেস্ট কেরিয়ারের জন্য অভিনন্দন। নিজের দেশের একজন সত্যিকারের সেবক তুমি। আমি নিশ্চিত তুমি দেশের জন্য যা করেছো সেটা সবাই উপলব্ধি করবে।'

গোলের পর উচ্ছ্বসিত চেলসির এনজো ফার্নান্ডেজ।

সহজ জয় চেলসির

আটলান্টা, ১৭ জুন : সহজ জয় দিয়ে নতুন ফর্ম্যাটের ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে অভিযান শুরু করল চেলসি। নিজেদের প্রথম ম্যাচে মেজর লিগ সকারের ক্লাব লস অ্যাঞ্জেলেস এফসি-কে ২-০ গোলে হারাল তারা। তবুও হতাশ ব্লুজ ব্রিগেডের কোচ এনজো মারেস্কা। এবার ক্লাব বিশ্বকাপের আয়োজনে কোনও ত্রুটি রাখেনি ফিফা। তবুও হাতেগোনা কিছু ম্যাচ বাদ দিলে সেই অর্থে মাঠই ভরছে না। সোমবার লস অ্যাঞ্জেলেস-চেলসি ম্যাচে সত্তর হাজারের গ্যালারির অর্ধেকও ভরল না। হাজার পঞ্চাশ আসন ফাঁকাই পড়েছিল। যা নিয়ে চেলসি কোচ বলেছেন,

ফাঁকা মাঠ, হতাশ মারেস্কা

'মাঠের পরিবেশটা সত্যিই হতাশ করার মতো। ফাঁকা স্টেডিয়াম। তবে আমরা পেশাদার, আমাদের যে কোনও পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে হবে।'

যদিও ম্যাচে দাপট ছিল চেলসিরই। ৬৬ শতাংশ বলের দখল ছিল ইংল্যান্ডের ক্লাবটির কাছে। ৩৪ মিনিটে পেদ্রো নেটোর গোলে এগিয়ে যায় তারা। দ্বিতীয়ার্ধে দ্বিতীয় গোলটি করেন এনজো ফার্নান্ডেজ।

অন্যদিকে, উত্তেজনায় ভরপুর বোকা জুনিয়ার্স বনাম বেনফিকা ম্যাচ ড্র হল ২-২ গোলে। ম্যাচে লাল কার্ড দেখেন তিন ফুটবলার। এছাড়া এস তুনিসকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ফ্ল্যামেঙ্গো।

অভিষেককে নিয়ে চিন্তা বাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুন : অভিষেক সিং টেকচামের সবুজ-মেরুনে যোগ দেওয়ার উপর প্রশ্নচিহ্ন। তাঁর সঙ্গে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কথাবার্তা পাকা হওয়ার পর হঠাৎই বেঁকে বসেন এই সাইডব্যাক। মোহনবাগান ম্যানেজমেন্টের সন্দেহ তাঁকে এফসি গোয়ায় যোগ দিতে বলেন জাতীয় দলের কোচ মানোলো মার্কুয়েজ। শুভাশিস বসু থাকায় তিনি নিয়মিত খেলার সুযোগ পাবেন না, এমনটাই বোঝানো হয় অভিষেককে। তারা জয় গুপ্তাকে ছেড়ে দিচ্ছে বলেই গোয়া চাইছে তাঁকে। শোনা যাচ্ছে, জয়কে নিতে আগ্রহী ইস্টবেঙ্গল। তবে সূত্রের খবর, মেহতাব সিং মোহনবাগানে প্রায় নিশ্চিত হওয়ার পথে। এদিকে, ইস্টবেঙ্গলের নজরে এক স্প্যানিশ স্ট্রাইকার।

ক্যাসের রায় ইন্টার কাশীর পক্ষে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুন : শেষপর্যন্ত কি ইন্টার কাশীকেই আই লিগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করতে হবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে? পরিস্থিতি কিন্তু সেদিকেই এগোচ্ছে।

এদিন ক্যাসের তরফে এক নির্দেশিকায় ফেডারেশন আপিল কমিটির সিদ্ধান্তকে বদলে ইন্টার কাশীর পক্ষে দেওয়া হয়েছে। এআইএফএফের তরফে জানানো হয়, তারা ক্যাসের এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে কাশীকে ৩ পয়েন্ট দিতে চলেছে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নামধারী এফসি-র অবৈধ ফুটবলার খেলানোর আবেদনের ভিত্তিতে। এরপরেও ইন্টার কাশীর বিপক্ষে তিন ক্লাব চার্চিল ব্রাদার্স, রাজস্থান ইউনাইটেড ও রিয়াল কাশ্মীর এফসি অবৈধ ফুটবলার খেলানোর অভিযোগ জানায়। ফলে আপিল কমিটি আবারও তিন দলের বিপক্ষে খেলা অবৈধ বিদেশি খেলানোর দায়ে কাশীর পয়েন্ট কেটে নেওয়ায় পয়েন্টের বিচারে চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে সরে যায় তারা।

কিন্তু এই বিষয়টি নিয়েও ক্যাসের দ্বারস্থ হয় ইন্টার কাশী। এই সপ্তাহের শেষের দিকে তারও শুনানি হওয়ার কথা। যা খবর তাতে এই বিষয়টিও ক্লাবের পক্ষেই যাওয়ার সম্ভাবনা। কারণ একজন বেশি বিদেশি তারা খেলিয়েছে, এটাই ছিল অভিযোগ। কিন্তু সিএমএস অর্থাৎ ছাড়পত্র দিয়েছে ফেডারেশন। ফলে সাতজন বিদেশিও যদি কাশী খেলিয়ে থাকে, তাহলেও তার দায় নিতে হবে ফেডারেশনকেই। কারণ অনুমতি তারা দিয়েছে। এই তিন দলের বিপক্ষে পয়েন্ট পেয়ে গেলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে ইন্টার কাশীই। তাতে আরও একবার মুখ পুড়বে ফেডারেশনের।

বয়স নির্ধারণে নয়া নিয়ম বোর্ডের

মুম্বই, ১৭ জুন : বয়স বিভাগের ক্রিকেটে জালিয়াতি রুখতে নয়া নিয়ম আনতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। এই বছর আইপিএল তারকা বৈভব সূর্যবংশীর বয়স নিয়ে বিতর্ক তৈরি হওয়ার পর কড়া নিয়ম আনতে চলেছে বোর্ড।

পুরোনো নিয়ম অনুযায়ী, টিডব্লিউ৩ (হাড়ের মাধ্যমে বয়স নির্ধারণ) পদ্ধতিতে খুদে ক্রিকেটারদের বয়স নির্ধারণ করা হত এবং সেই পরীক্ষার পরের বছর টিডব্লিউ৩ ফলাফলের সঙ্গে ১ বছর যোগ করে ওই ক্রিকেটারের যোগ্যতা ঠিক হত।

কিন্তু নয়া নিয়ম অনুযায়ী, যদি আগের বছরের টিডব্লিউ৩ পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে ১ বছর যোগ করে কোনও ক্রিকেটারের বয়স যদি বেশি হয় তবে সে দ্বিতীয়বার হাড়ের পরীক্ষা করার সুযোগ পাবে। বর্তমানে অনূর্ধ্ব-১৬ ছেলেদের জন্য হাড়ের বয়সের সীমারেখা ১৬.৫ বছর। মেয়েদের ক্ষেত্রে সেই সীমা ১৫। অর্থাৎ, ২০২৫-'২৬ মরশুমে কোনও অনূর্ধ্ব-১৬ ছেলে ক্রিকেটারের হাড়ের বয়স যদি ১৫.৪ বছর হয় তবে পরের মরশুমে ওই ক্রিকেটারের টিডব্লিউ৩ পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। কারণ সেক্ষেত্রে ১ বছর যোগ করে হাড়ের বয়স হবে ১৬.৪ বছর। কিন্তু ১ বছর যোগ করে হাড়ের বয়স যদি ১৬.৫-এর বেশি হয় তবে ওই ক্রিকেটার দ্বিতীয়বার টিডব্লিউ৩ পরীক্ষার সুযোগ পাবে। বোর্ডের এক সূত্রের মতে, কোনও ক্রিকেটার যাতে বিজ্ঞানের হিসেবের পরিবর্তে পাটিগণিতের হিসেবে সুযোগ না হারায় তাই এই নয়া নিয়ম।

উত্তরবঙ্গে ফুটবল ট্রায়ালে ভাস্কর, অ্যালভিটো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুন : উত্তরবঙ্গের ফুটবলারদের কাছে কলকাতা সহ বড় আসরে খেলার সুযোগ। একটি বেসরকারি সংস্থা অ্যাকাডেমি গড়ার জন্য ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায় ও অ্যালভিটো ডি কুনহাকে উত্তরবঙ্গে পাঠাচ্ছে ফুটবলার তুলতে আনতে। বিভিন্ন জেলায় হবে ট্রায়াল। দার্জিলিংয়ে ২০ ও ২১ জুন, জলপাইগুড়ির বেলাকোবায় ২২, ২৩, ২৪ তারিখ। পরদিন থেকে ২৭ জুন পর্যন্ত আলিপুরদুয়ারে এবং মালবাজারের সেবক গ্রাউন্ডে ২৮ ও ২৯ তারিখ। অনূর্ধ্ব-১৯, ১৭ ও ১৫ বছরের ছেলেরা অংশ নিতে পারবে এই ট্রায়ালে। তাঁদের জেলা লিগ সহ বিভিন্ন টুর্নামেন্টে খেলানোর পরিকল্পনা আছে বলে জানান ভাস্কর।

হাসপাতালে সিএবি সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুন : মাঝরাত থেকে অসহ্য পেটে যন্ত্রণা। সঙ্গে বমি ও পেট খারাপ। এমনই একাধিক উপসর্গ নিয়ে আজ সকালে দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হলেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। আপাতত চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তিনি। জানা গিয়েছে, সিএবি সভাপতি ডায়ারিয়াতে আক্রান্ত হয়েছেন। সন্ধ্যার দিকে হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, স্নেহাশিসের অবস্থা স্থিতিশীল। আগামী দুই-তিনদিন তাঁকে হাসপাতালে থাকতে হতে পারে বলে খবর। বিকেলের দিকে সিএবি সভাপতিকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

TENDER NOTICE
Sealed tender are invited for eNIT No:- eNIT No:- 01/SAHA-1/UNTIED/2025-2026, eNIT No:-02/SAHA-I/TIED/2025-2026 eNIT No:- 03/SAHA-I/TIED/2025-2026 Dated:-16.06.2025
For More Details please visit GP Office Notice board OR go to the website www.wbtenders.gov.in
&
Last date & Time of Dropping/submission of tender is 25.06.2025 up to-5:00PM
Sd/-
Prodhan
Sahapur-I Gram panchayet
Goalpokher-I Dev. Block
Uttar Dinajpur

লিগের শেষদিকে বাগান খেলবে নিজেদের মাঠে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুন : দায়িত্ব নিয়ে ক্লাব সচিব সৃঞ্জয় বসু মৌখিক দাবি করলেও আদতে মোহনবাগান মাঠে এখনই কলকাতা লিগের ম্যাচ হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। এমনকি আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত নিজে সবুজ-মেরুন কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অনুরোধ করেন ম্যাচ করতে দেওয়ার। কিন্তু সদ্য দায়িত্ব নেওয়া কমিটি ইতিমধ্যেই নাকচ করে দিয়েছেন সেই অনুরোধ। অন্য কোনও ম্যাচ তো বটেই নিজেদের ম্যাচও এখনই হচ্ছে না মোহনবাগান মাঠে। এদিন মাঠ সচিবকে নিয়ে মাঠ পরিদর্শনে আসেন সচিব সৃঞ্জয়।

মোহনবাগান মাঠ পরিদর্শনে সচিব সৃঞ্জয় বসু। মঙ্গলবার।

ক্লাবের কলকাতা লিগের দল গঠনের জন্য যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে চলছে ট্রায়াল। গতবারের বেশকিছু ফুটবলারকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবার। দীপেন্দু বিশ্বাস-রাজ বাসফোররাও হয়ত খেলবেন না কলকাতা লিগে। একমাত্র সুহেল আহমেদ বাট নিজে খেলতে চেয়ে কোচ দেগি কার্ডোজোকে অনুরোধ করেছেন বলে তাঁকে হয়ত দলে রাখা হবে। তবে যাঁরাই খেলুন, তাঁদের আপাতত ব্যারাকপুর বা নৈহাটির মতো মাঠে গিয়েই খেলতে হবে। সচিব নিজেই এদিন বলেন, 'মনে হচ্ছিল মাঠটা তৈরি হয়ে যাবে। কিন্তু এখন ভালোভাবে দেখার পর বুঝতে পারলাম মাঠ খেলার জায়গায় আসবে জুলাইয়ের শেষে। কারণ সামনেই বৃষ্টি হওয়ার জন্য মাঠের কাজ ব্যাহত হচ্ছে বারবার। ফলে কলকাতা লিগের শেষেরদিকে কিছু ম্যাচ হয়তো আমাদের মাঠেই দল খেলবে। কিন্তু শুরুতে নয়।' ডুরান্ড কাপের সময়ে এই মাঠ অনুশীলনের জন্য ব্যবহার করার কোনও ভাবনা আছে কিনা, সেই বিষয়েও পরিষ্কার করে কিছু আয়োজকদের তরফে এখনও ক্লাবকে জানানো হয়নি।

> মনে হচ্ছিল মাঠটা তৈরি হয়ে যাবে। কিন্তু এখন ভালোভাবে দেখার পর বুঝতে পারলাম মাঠ খেলার জায়গায় আসবে জুলাইয়ের শেষে।
>
> **সৃঞ্জয় বসু**

এদিকে, এদিন মোহনবাগানে গিয়ে দেখা গেল সবুজ-মেরুন আলোতে সাজিয়ে তোলা হয়েছে ক্লাব। আগামী শনিবার ক্লাব তাঁবুতে নতুন কমিটির হাতে শংসাপত্র তুলে দেবে নির্বাচন পরিচালন কমিটি। সেই উপলক্ষ্যে ক্লাবে কিছু অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। এছাড়াও এই সপ্তাহেই সম্ভবত এই বছরের মোহনবাগান রত্ন কে হবেন, তা বেছে নেওয়া হবে। সদ্য প্রাক্তন সভাপতি টুটু বসুর নাম উঠতে পারে আলোচনায়।

বাগান কর্তারা যখন মাঠ নিয়ে ব্যস্ত, সেদিনই ট্রান্সফার ব্যান উঠে গেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। মঙ্গলবার ট্রান্সফার ব্যান উঠে যাওয়ার চিঠি কর্তৃপক্ষের কাছে আসে।

মায়ের সঙ্গে ছুটির মেজাজে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের তারকা ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা।

ফের শীর্ষে স্মৃতি

দুবাই, ১৭ জুন : সিংহাসন পুনরুদ্ধার।

মহিলাদের আইসিসি ওডিআই র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান ফিরে পেলেন স্মৃতি মান্ধানা। ২০১৯ সালের নভেম্বরের পর এই প্রথম ৫০ ওভারের ফরম্যাটে ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় একনম্বরে উঠলেন তিনি। মাঝে দীর্ঘ সময় একনম্বরে ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক লরা উলভারডট। এর মধ্যে একাধিকবার দুই নম্বরে উঠলেও শীর্ষস্থান অধরা ছিল স্মৃতির। সম্প্রতি রেটিংয়ে ১৯ পয়েন্ট হারানোয় দুই নম্বরে নেমে এসেছেন লরা। সেখানে ৭২৭ পয়েন্ট নিয়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ বছরেরও বেশি সময় পর সিংহাসন পুনরুদ্ধার করলেন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের আইকন স্মৃতি মান্ধানা।

সম্প্রতি ত্রিদেশীয় সিরিজে দুরন্ত ছন্দে ছিলেন ভারতের ২৮ বছরের এই ব্যাটার। একটি শতরান সহ ৫টি ইনিংসে মোট ২৬৪ রান করেন। ফাইনালে ১০১ বলে ১১৬ রানের ইনিংস খেলেন। সেই সুবাদে র‍্যাংকিংয়েও শীর্ষে উঠে এলেন। ৭১৯ পয়েন্ট নিয়ে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থানে ইংল্যান্ডের নাতালি সিভার ও উলভারডট।

টেস্ট হয়তো চার দিনের

লন্ডন, ১৭ জুন : ২০২৭-'২৯ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ পর্বে দেখা যেতে পারে চারদিনের টেস্ট ম্যাচ। ছোট দেশগুলি যাতে আরও বেশি সংখ্যক টেস্ট খেলতে পারে সেকথা মাথায় রেখেই চারদিনের টেস্টে অনুমতি দিতে চলেছে আইসিসি। তবে ভারত, ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া প্রথাগত পাঁচদিনের টেস্টই খেলবে।

সূত্রের খবর লন্ডনে সদ্য সমাপ্ত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল চলাকালীন আইসিসি-র আলোচনায় সভাপতি জয় শা নতুন প্রস্তাবে প্রাথমিকভাবে সম্মতি দিয়েছেন। তবে পুরো ব্যাপারটা এখনও আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে।

চারদিনের টেস্টে খরচ এবং সূচির দিক থেকে লাভবান হবে ছোট দেশগুলি। ফলে বেশি সংখ্যক ম্যাচ খেলার সুযোগ থাকবে তাদের সামনে। দিনের সংখ্যা কমলেও ওভার সংখ্যা ৯০ থেকে বেড়ে ৯৮ হতে পারে।

টুটু বসুর নামাঙ্কিত প্যাভিলিয়ন

কলকাতা, ১৭ জুন : টুটু বসুকে বিশেষ সম্মান জানাচ্ছে ভবনীপুর ক্লাব। দক্ষিণেশ্বরের যে মাঠে ভবানীপুরের অনুশীলন হয় তা পুরোপুরি নিয়ে নিয়েছে ময়দানের শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবটি। ওই মাঠেরই প্যাভিলিয়নের নাম হচ্ছে টুটু, ওরফে স্বপনসাধন বসুর নামে। আগামী ২৯ জুন নবকলেবরে সজ্জিত মাঠ ও প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন হবে।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর চার্লি কোম্পানি। ছবি : বিধান ঘোষ

চ্যাম্পিয়ন চার্লি কোম্পানি

হিলি, ১৭ জুন : বিএসএফের ১২৩ ব্যাটেলিয়নের ৬ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল চার্লি কোম্পানি। মথুরাপুর বিওপি সংলগ্ন ফুটবল মাঠে মঙ্গলবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে ফক্সট্রিট কোম্পানিকে হারিয়েছে।

দেবকুমার ট্রফি শুরু ২ জুলাই

রায়গঞ্জ, ১৭ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দেবকুমার দত্ত ট্রফি রায়গঞ্জ আন্তঃ ক্লাব ফুটবল ২ জুলাই শুরু হবে। সংস্থার সহসচিব কমল রায় জানিয়েছেন, রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠেয় আসরে গ্রুপ 'এ'-তে খেলবে অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাব, ফ্রেন্ডস অফ দিশা, অ্যাকাডেমি অফ ফুটবল, বেনুভারতী ফুটবল কোচিং, শিবাজি সংঘ ও সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। গ্রুপ 'বি'-তে রয়েছে রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাব, বীরনগর স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন, রামপুর সূর্য স্মৃতি সংঘ, অশোকপল্লি স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস এবং রায়গঞ্জ অ্যাকর্ড। উদ্বোধনী ম্যাচে নামবে অরবিন্দ এবং দিশা। ফাইনাল ১০ অগাস্ট।

পয়েন্ট ভাগ

বালুরঘাট, ১৭ জুন : অনূর্ধ্ব-১৮ আন্তঃ জেলা ক্রিকেটে মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদ ও সিএবি সচিব একাদশের ম্যাচ বৃষ্টির কারণে বাতিল করা হয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে মুর্শিদাবাদ ২১ ওভারে ৯ উইকেটে ৯২ রান তোলে। মহম্মদ রাজ ২২ রান করে। আশিস কুমার ১৭ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে সিএবি ১২.১ ওভারে ২ উইকেটে ৫০ রান তোলার পর বৃষ্টি নামলে আর ম্যাচ শুরু যায়নি। দুই দলকে ১ পয়েন্ট করে দেওয়া হয়েছে। হর্ষ পান্ডে ২৮ রান করে।

ম্যাচের সেরা স্বর্ণদীপ সাংমা। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

স্বর্ণদীপের হ্যাটট্রিক

কোচবিহার, ১৭ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি ফুটবল লিগে মঙ্গলবার গারোপাড়া ক্লাব ৩-০ গোলে প্রভাতী ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে ম্যাচের সেরা স্বর্ণদীপ সাংমা হ্যাটট্রিক করেন। তিনি নীলমণি হাজরা ও প্রতিমা হাজরা ট্রফি পেয়েছেন।

জেতালেন প্রতীক

মেখলিগঞ্জ, ১৭ জুন : কুচলিবাড়ি ফুটবল ক্লাবের প্রতিযোগিতায় মঙ্গলবার মৃগিপুর প্রান্তিক যুব সংঘ ১-০ গোলে হারিয়েছে হেলাপাকড়ি ফুটবল ক্লাবকে। গোলস্কোরার প্রতীক রায়। বৃহস্পতিবার মুখোমুখি হবে কুচলিবাড়ি এফসি-বি ও বজরং একাদশ মেখলিগঞ্জ।

জয়ী ইউনাইটেড

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে সোমবার আদিবাসী সুপার ইউনাইটেড ২-১ গোলে মর্নিং সকারকে হারিয়েছে। ভিএনসি মাঠে ইউনাইটেডের কৃষ্ণা এক্কা ও বিনয় কাওয়ার গোল করেন। সকারের গোলটি জিএস রিনুর।